সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৫৭

জ্ঞান-সাগর

আলী রাজা ওরফে কানু ফকির

প্রণীত

মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

পরিষদের অকৃত্রিম বান্ধব

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা, ২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২৪

মূল্য—
- সাধারণ পক্ষে ॥০
- শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ।৶০
- সদস্য পক্ষে ।৶০

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং৫৯

জ্ঞান-সাগর

আলী রাজা ওরফে কানু ফকির

প্রণীত

মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

পরিষদের অকৃত্রিম বান্ধব

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা, ২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২৪

মূল্য—
- সাধারণ পক্ষে ॥০
- শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ।৶৹
- সদস্য পক্ষে ।৶৹

কলিকাতা,
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

—০—

এই গ্রন্থের নাম "জ্ঞান-সাগর।" ইহার এরূপ নাম হইল কেন, কবির মুখে তাহার কোন কৈফিয়ত না থাকিলেও গ্রন্থখানি যে অন্বর্থনামা হইয়াছে, তাহা উহার পাঠকমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা একখানি দরবেশী গ্রন্থ। ইহার প্রায় আদ্যোপান্ত নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথায় পূর্ণ। সে আধ্যাত্মিকতায় আবার হিন্দু-মুসলমানী ভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়। গুরূপদেশ ব্যতিরেকে এরূপ গ্রন্থের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা বা অন্যকে বুঝান সম্ভব নহে। আমরা অনধিকারী, ফকিরী পথের পথিক নহি। গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য কি, তাহাও সহজে বুঝিয়া লওয়া কঠিন। এ অবস্থায় ইহার বিশেষ পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা আমাদের পক্ষে একান্ত অনধিকার-চর্চ্চা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর একখানি আছে কি না, বলা যায় না; থাকিলেও

অতি অল্প। এত দিন প্রাচীন হস্তলিপিতে নিবদ্ধ থাকিয়া ইহা ক্রমেই ধ্বংসের পথে ধাবিত হইতেছিল। বিস্তর আয়াসের পর ধ্বংসের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আজ আমরা ইহাকে বাঙ্গালী পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিলাম। এখন পাঠকগণই ইহার গুণাগুণ বিচার করিবেন।

ইহার রচয়িতার নাম আলী রাজা (রেজা) ওরফে ওয়াহেদ কানু। চট্টগ্রাম—আনোয়ারা থানার অন্তর্গত 'ওশখাইন' নামক গ্রামে তিনি জন্ম পরিগ্রহ করেন। অদ্যাপি তথায় তাঁহার বংশ বিদ্যমান। তিনি এক জন উচ্চ দরের ও অতি প্রসিদ্ধ সিদ্ধ ফকির ছিলেন। এ জন্য তিনি সাধারণ্যে 'কানু ফকির' নামেই সমধিক বিখ্যাত। তাঁহার এ নাম আজও চট্টগ্রামের বহু দূর ব্যাপিয়া পরিচিত রহিয়াছে। তিনি ফকির ছিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য ফকিরদের মত গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হয়েন নাই বা উলঙ্গও থাকিতেন না। তিনি একাধারে গৃহী ও সংসার-বিরাগী উভয়ই ছিলেন। তাঁহার সাধনাদি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা আজও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

তিনি দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। এর্শাদ উল্লা ও এফাজ উল্লা মিঞা তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর এবং সর্ফত উল্লা মিঞা তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। উক্ত এর্শাদ উল্লা 'বড় মিঞা' ও এফাজ উল্লা 'ছোট মিঞা' নামে অভিহিত হইতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার তিন কন্যা সন্তান ছিল। সর্ফত উল্লা মিঞার বয়ঃক্রম যখন প্রায় সতর আঠার বৎসর, তখন প্রায় ১১৫ বৎসর বয়সে আলীরাজা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করেন। এ স্থলে তাঁহার বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল;—

মোহাম্মদ আকবর

|

মোহাম্মদ শাহ্ছি

|

সাহ আলী রাজা ওরফে কানু ফকির

|

এর্সাদ উল্লা মিঞা (বড় মিঞা) | এফাজ উল্লা মিঞা (ছোট মিঞা) | সর্ফত উল্লা মিঞা *

এর্সাদ উল্লা মিঞা (বড় মিঞা)

|

আতা উল্লা মিঞা

|

আজিজর রহমান

|

আবদুল মালেক

এই তালিকা দৃষ্টে আমরা এখন অনুমান করিতে পারি, কবি আলী রাজা কিঞ্চিন্যূন ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। 'ওশখাইনে' তাঁহার সমাধি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত এক মসজেদ বর্ত্তমান আছে। তাঁহার পুত্রগণও কবি ও ফকির ছিলেন। এর্সাদ ও সর্ফত উল্লা মিঞার রচিত কয়েকটি পারমার্থিক সঙ্গীত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই 'জ্ঞান-সাগর' ব্যতীত আলী রাজার রচিত 'সিরাজ কুলুপ'

---

* সম্প্রতি আনোয়ারা—হুদুরা-নিবাসী ফজর আলী মাতবর সাহেব যে তালিকা পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, সাহ আলী রাজার পুত্রগণের নাম যথাক্রমে এই;—আমিন উল্লা, এর্সাদ উল্লা মিঞা ও সর্ফত উল্লা মিঞা ও মনির উল্লা। স্থানীয় তদন্ত ভিন্ন এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের সে সুযোগ না থাকায় ঠিক বংশ-পত্রিকা দিতে না পারিয়া পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

ও 'ধ্যানমালা' নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ 'যোগকালন্দর' নামক যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থকেও তাঁহার লেখনী-প্রসূত বলিয়া মনে করেন। এই গ্রন্থত্রয়ের পরিচয় আমার "প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণে" ১০৭,১০৯ ও ৩০৭ সংখ্যক পুথির বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল ভিন্ন তাঁহার রচিত 'ষট্‌চক্রভেদ' গ্রন্থের কথাও শুনা যায়; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহা আমার নয়ন-পথে পতিত হয় নাই। প্রাগুক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া তাঁহার রচিত অনেক বৈষ্ণব পদ পাওয়া গিয়াছে। সেই পদগুলি রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় তাঁহার "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলী ব্যতীত 'কানু ফকির' ভণিতা দিয়া তিনি কয়েকটি পারমার্থিক সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই গীতগুলি বড় সুন্দর। তন্মধ্যে একটি গীতের আরম্ভ এই,—"অলো কানুর মন মজিল রে, চল কানু এবে দেশে যাই।"

সাহ কেয়ামদ্দিন নামধেয় জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী সাধু পুরুষ সাহ আলী রাজার মুরসিদ বা দীক্ষাগুরু ছিলেন। এই মহাপুরুষেরই চরণানুধ্যান করিয়া আলী রাজা তাঁহার গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলী রাজা বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সে সমস্ত গীতে রাধাকৃষ্ণের লীলার বর্ণনা আছে। তাহা দেখিয়াই আমরা তাঁহাকে "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" আখ্যায় পরিচিত করিয়াছি। সমালোচ্য গ্রন্থেও তাঁহার এ ভাব কতকটা প্রতিফলিত রহিয়াছে, দেখা যায়। তাঁহার ন্যায় একজন স্বধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান এরূপ করিলেন কেন, তাহা ভাবিবার

বিষয় বটে। কেহ কেহ বলেন, মুসলমান ফকিরদের মতে মানব-দেহই রাধা ও মনই শ্রীকৃষ্ণ। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আলী রাজা প্রভৃতি কবিগণকে "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" নামে অভিহিত করা সঙ্গত হয় না। পাঠকগণকে এ স্থলে আলী রাজার রচিত তিনটি বৈষ্ণব-পদ উপহার দিলাম ;—

মারহাটি

সই না লো হে, আমার দুঃখ সাক্ষী পীতাম্বর
সর্ব্ব জগ দেখি ধান্ধা।
অই চতুর্ভুজ বিনে আনরে না মানে মনে
সে রাঙ্গা চরণে প্রাণি বান্ধা॥
বিষ লাগে বসন্তের বাও।
নগরে বেড়াও তুমি কুলবতী বধূ আমি
অবলাকে দেখা দিয়া যাও॥
রহিতে না দিলা সুখে।
আলী রাজা গাহে কালা সহন না যায় জ্বালা
বিষানল দিলা মোর বুকে॥

মালব

বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগপ্রাণ। ধু॥
শুনি মুরলীর ধ্বনি ভ্রম যায় দেব মুনি
ত্রিভুবন হয় জরজর।

কুলবতী যত নারী গৃহবাস দিল ছাড়ি
শুনিয়া দারুণ বংশী স্বর ॥
জাতি ধর্ম্ম কুল নীতি তেজি বন্ধু সব পতি
নিত্য শুনে মুরলীর গীত।
বংশী হেন শক্তি ধরে তনু রাখি প্রাণি হরে
বংশী মূলে জগতের চিত ॥
যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহবাসে কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণনাথ
গুরুপদে আলী রাজা কয় ॥

গুর্জ্জরী

শুন সখি সার কথা মোর।
কুল-বধূ প্রাণি হরে সে কেমন চোর ॥
সে নাগর চিত্ত-চোরা কালা যার নাম।
জীতা রাখি প্রাণি হরে বড় চৌর্য্য-কাম।
মোর জীউ সে কিমতে লই গেল হরি।
শূন্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি ॥
গুরুপদে আলী রাজা গাহে প্রেমধরে।
প্রেম খেলে নানা রূপে প্রতি ঘরে ঘরে ॥

আলী রাজার এরূপ অনেক পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্র তাহার উপযুক্ত স্থল নহে বলিয়া আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম। দেখা যায়, বহু পদেই তিনি আপনাকে

"জন্মে জন্মে ভক্ত রাধা হরির চরণে" বলিয়া পরিচিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আগে বলিতে ভুলিয়াছি, তাঁহার রচিত দুইটি শ্যামাসঙ্গীতও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, তিনি "শিশু আলীরাজা ভণে শ্যামকালিকা-দাস" বলিয়া ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। এক দিকে তাঁহার এই হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি, অন্য দিকে "জ্ঞানসাগর" প্রভৃতি হইতে তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচয়,—এই পরস্পর বিরোধী ভাব দুইটি মিলিয়া সমস্যাটিকে বড়ই জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আমার পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ইহার কোন সমাধান সম্ভব কি না, বলিতে পারি না।

ইহা একখানি দরবেশী গ্রন্থ, তাহা আগেই বলিয়াছি। এরূপ গ্রন্থ স্বভাবতঃই দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকে। ইহাতে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ভাবের যে সব কথা আছে, তাহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে একান্ত দুরূহ বোধ হইলেও ভাবুকের নিকট প্রীতিপ্রদ হইবে, আশা করা যাইতে পারে। একে বিষয় কঠিন, তাহাতে আবার কবির ভাষায়ও অনেক স্থলে একটু অস্পষ্টতা ও জটিলতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তা ভাষা যেমনই হউক, বঙ্গসাহিত্যে এ শ্রেণীর গ্রন্থ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দুইখানি প্রতিলিপির সাহায্যে এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানি "ভানুশত পঞ্চদশ নেত্র আশ্বিনেতে" বা ১২১৫ মঘী সন, ৩রা আশ্বিনের লেখা। সুতরাং উহার বয়স আজ ১২৭৮—১২১৫ মঘী=৬৩ বৎসর মাত্র। এই প্রতিলিপিখানি অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমার আনোয়ারায় অবস্থানকালে পটীয়ার উকিল বন্ধুবর সুকবি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী মহাশয় আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। অপর পুথিখানি নিতান্ত আধুনিক,—

৪।৫ বৎসর পূর্ব্বের লেখা মাত্র। ইহা আমার মাতুল-ভ্রাতা পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ ছিদ্দিক আহামদ চৌধুরীর সাহায্যে একবার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এই সাহায্যের জন্য আজ আমি তাঁহাদিগকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এখানে একটা দুঃখের কথা বলিব। যে প্রতিলিপিগুলি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে যে, সেগুলি সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ ছিল না। সম্প্রতি আরবী অক্ষরে লেখা "জ্ঞান-সাগরে"র একখানি প্রাচীন প্রতিলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। পুথিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া উহার লিপিকাল জানা যায় না। তাই উহার প্রাচীনত্ব ঠিক নিরুপণ করার উপায় নাই। উহা প্রাচীন বাঙ্গালা কাগজের বহির আকারে উভয় পৃষ্ঠে লেখা। মোট পত্রসংখ্যা ১১০। উহা হইতে দেখা যায়, যেখানে আমরা গ্রন্থারম্ভ বলিয়া মনে করিয়াছি, সেখানে প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থারম্ভ নহে; তাহার পূর্ব্বে গ্রন্থের আরও অনেক দূর আছে। বস্তুতঃ আমাদের পূর্ব্বপ্রাপ্ত অংশটি গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ মাত্র। কিন্তু সে সময় আমাদের উপায়ান্তর ছিল না; অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা উহার তৃতীয় প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এখানকার এয়াকুব আলী সওদাগরের নিকটেও সম্প্রতি একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেও দেখিতেছি, আরবী লেখা পুথির মত গ্রন্থের প্রারম্ভভাগে অনেকটা বেশী আছে। আমাদের পুথি পূর্ব্বেই ছাপা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না।

পরিশেষে বক্তব্য, এই "জ্ঞান-সাগর" পুথির জন্য চট্টগ্রামের বহু লোক এত দিন সাগ্রহচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু

তাঁহাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য এ দেশে আজ পর্য্যন্ত কেহ অগ্রসর হন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কৃপা না করিলে তাঁহাদের সেই বাসনা পূর্ণ হইতে আরও কত যুগ অতিবাহিত হইত, কে বলিবে? মুসলমান কবির রচিত এই দুর্ল্লভ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পরিষৎ এক দিকে বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি এবং অন্য দিকে মুসলমান-সমাজকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এ জন্য আজ আমরা পরিষৎকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

চট্টগ্রাম
১২ই মাঘ, ১৩২৩ বাঙ্গালা।

আবদুল করিম

জ্ঞান-সাগর

[নবী বোলে শুন আলি অপরূপ বাণী ।
প্রভুর আগম তত্ত্ব সুরস কাহিনী ॥
জেই সবে ভাব তত্ত্বে করিবে খেয়াল ।
সব হন্তে শুদ্ধ কাম প্রভু জানে ভাল ॥
অপরূপ কথন শুন আলি তুমি ।
প্রভুর গোপন রত্ন তত্ত্ব সে কাহিনী ॥
এই সব বৃথা নহে জান শুদ্ধ সার ।
মোর পাছে পয়গাম্বর না জন্মিব আর ॥
মোর পরে হইবেক কবি ঋষিগণ ।
প্রভুর গোপন রত্নে বান্ধিবেক মন ॥
শাস্ত্র সব ত্যাগ করি ভাবে ডুম্ব দিআ ।
প্রভু প্রেমে প্রেম করি রহিবে জড়িআ ॥
মোর পাছে হইব শুদ্ধ ফকির প্রধান ।
গুরুর পাইবে দেখা প্রভু নিজ স্থান ॥
তার সঙ্গে দেখা করে আপে নিরঞ্জন ।
জ্যোতে জ্যোতি মিশামিশি হৈব ত্রিভুবন ॥
তাহার সমান মিত্র ভবে না জন্মিব ।
প্রভুর গোপন রত্ন যোগী সে পাইব ।
জথ কবি ঋষিকুলে আপে নিরঞ্জনে ।
সর্ব্ব হন্তে বড় কৈল এ তিন ভুবনে ॥

প্রধান ফকির হও এক ভাব যার।
নানা দুঃখ সহি থাকে জপে নাম সার॥
দুঃখ পাই সুখ না মাগিব প্রভু স্থানে।
একচিত্তে ঈশ্বর স্মরিব মনে মনে॥
দুঃখকালে সুখ দিকে মন না বান্ধিব।
ভক্তিভাবে প্রভু নাম সতত রাখিব॥
ফকির হইয়া যদি মাগে সুখ স্থান।
সে দাসের প্রতি প্রভু না করে কল্যাণ॥
দুঃখকালে সুখ বাঞ্ছা জে সবে মাগিল।
মান্য ভাব দাসে প্রভুর কিছু না রাখিল॥
শ্রদ্ধা করি মনেতে মাগিলে নিজ বর।
না করিল সেই দাসে প্রভু মান্য ডর॥
ক্ষমা পথ্য না করিল ঈশ্বরের ঠাঁই।
মাগিল মনের বাঞ্ছা ভাঙ্গিল গোসাই॥
টাটবেক দ্বৈত (সত্য ?) ভাব মাগে জেই জন।
দাস প্রতি মুক্তিপদ না দেয় নিরঞ্জন॥
অধিক অসত্য হৈল জে মাগিল বর।
তার সত্য হরি জাইব না দেয় মুক্তি বর॥
দড় প্রত্যয় জে সকলে প্রভু না রাখিল।
সে সকল সংসারেত মূলহারা হইল॥
পূর্ব্বের নিয়ম কভু না লড়ে * *।
না পাইব সিদ্ধি মুক্তি প্রভুর দুয়ারে॥
দড় মনে প্রত্যয় সত্য প্রভু মূলে যার।
জন্মান্তের বাঞ্ছা সিদ্ধি মুক্তিপদ তার॥

প্রভু হন্তে মাগিতে বাঞ্ছা না হএ উচিত ।
আদি অন্তে সব বাঞ্ছা প্রভুর বিদিত ॥
ত্রিভুবন পালে গালে করি স্থানে স্থান ।
না জানে কি প্রভু সব মাগিলে কি সনে ॥ (?)
ঈশ্বর যাহারে দুঃখ অপমান দিতে ।
নর পরী সবে মিলি না পারে রাখিতে ॥
একমনে এক প্রভু জে সবে না ভাবে ।
সে সকল সার যোগী না আসএ লাভে ॥
জে সবে জানিল প্রভু সব হন্তে ভিন ।
সত্য প্রত্যয় নাহি তার না পাএন্ত চিন ॥
এ সকল জেই ঋষি ভাবে নিজ মনে ।
সঙ্গে আছে মহাপ্রভু ভিন্ন নহি জানে ॥
সত্যবাদী লোক বুলি সাধক মহাজন ।
সে সাধু সাধক হএ প্রভু দরশন ॥
এক কর্ত্তা এক হর্ত্তা এক জীব সার ।
নানা রূপ জলবিন্দু জগতে প্রচার ॥
এক কায়া এক ছায়া নাহিক দোসর ।
এক তন এক মন আপে একেশ্বর ॥
ত্রিজগত এক কায়া এক করতার ।
এক প্রভু সেবে জপে সব জীবধর ॥
প্রভু মূল হএ বৃক্ষ ডাল মোহাম্মদ ।
ফল ফুল হএ নর পাত সে জগত ॥
গুরু পুষ্প সার হএ শিষ্য ধরে ফল ।
ভাবক জানিল সার মেদিনী সার ফল ॥

অমরা সে মরা হএ মরা সে অমর।
চন্দ্র হএ ভাবক ভাবিনী প্রভাকর॥
এক প্রভু জগকর্ত্তা ত্রিজগ সেবক।
জীবকর্ত্তা ভক্ষ্যদাতা সবের রক্ষক॥
জীবে জীব জীব দাতা জীবে অধিকারী।
বিনি জীবে ত্রিভুবন নাহিক সংসারী॥
তন পতি মহামতি প্রভু করতার।
লুকিত তনয় পতি জড়িত আকার॥
তনে মনে ভিন্ন নাহি আপে নিরঞ্জন।
সর্ব্ব ঘটে জীব হই পুরিছে ভুবন॥
সংসার সাগর প্রায় মনুষ্য প্রায় মীন।
সাধক সকল প্রায় মনুষ্য প্রবীণ॥
সংসার অসার জান জগত সকল।
যুগল সাধক লোক মনুষ্য প্রবল॥
যুগল সাধক লোক ঈশ্বর পাএ চিন।
আপনার তন হন্তে না জানেন্ত ভিন॥
লীলার মহিমা গুণ এ তন অন্তরে।
রাখিআছে মহানিধি তনের ভিতরে॥
সিন্ধু তন বিচারিআ যোগী হএ সার।
প্রভুর কৃপার ফলে হইবে উদ্ধার॥
নরকুলে বড় কৈল মহা মুনিগণ।
তাহার সেবক হএ এ তিন ভুবন॥
যোগী সমস্বর কেহ ভবে না জন্মিব।
সকলের আগে প্রভু স্বর্গে বাস দিব॥

আগম নিগম তত্ত্ব জানে ঋষিগণে।
শক্তি নাহি ধরে কেহ তাহার সদনে॥
যোগী সবে বড় কৈল জগত মাঝারে।
তার সম মিত্র প্রভু না জানে কাহারে॥

—০—

আলি বোলে অপূর্ব্ব শুনিলাম পয়গাম্বর।
পুনরপি কহ শুনি আগম খবর॥
আগমের তত্ত্ব বাণী কহিবে আমাত।
কথ অপরূপ আছে জানিএ তোমাত॥
এত জানি সিংহ আলি করুণা হইআ।
নবী স্থানে কহে পুনি জ্ঞান সম্বরিআ॥
নবীতে আলির ভক্তি দেখি তুষ্ট মন।
একে একে সর্ব্ব কথা জানাএ তখন॥
আগম নিগম এই সকল বচন।
গোপন রতন তত্ত্ব শুনে একমন॥
পয়গাম্বরে কহিছেন্ত আখেরি কালাম।
রছুলের মুখে আলি শুনিল তামাম॥
কহিতে লাগিল নবী তনের বিচার।
তনের অন্তরে ভেদ প্রভুর দিদার[1]॥] * ৫৫

—০—

১। দিদার—দর্শন।

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ অর্থাৎ পুথির আরম্ভ হইতে এই পর্য্যন্ত ২য় পুথিতে বাদ পড়েছে।

এক প্রভু নিরঞ্জন এক ভিম্ব ত্রিভুবন
এক তনু সকল জগত।
এক মোহাম্মদ মুখ্য ত্রিভুবনে এক বৃক্ষ
ডাল ফল হএ নানা মত॥
সর্ব্ব জগ এক সিন্ধু নানারূপে জলবিন্দু
সর্ব্ব স্থানে আছে ব্যক্তময়[১]।
জথা তথা রহে বারি চলে সর্ব্বস্থান ছাড়ি
সর্ব্ব গিয়া সাগরে মর্জ্জএ॥
তিন লোকে এক মাটী বর্ণ ধরে কোটী কোটী
পুনি মাটী আখেরে[২] সকল।
জথা তথা বারি[৩] রহে দৃষ্টিগতে ব্যক্ত হএ
মাটী হন্তে সকল নির্ম্মিল॥
নাহিক মাটীর অঙ্গ মিশ্রিত পবন সঙ্গ
তা হেতু সমীর অধিষ্ঠিত।
গগন চন্দ্রিমা সূর অগ্নি জল জথ দূর
ব্যক্ত জথা মেদিনী মিশ্রিত॥
মাটী সঙ্গে পবনের মিলন নাহিক দড়
শূন্য বুলি ভাবিতে কারণ।
অগ্নি[৪] জল মাটী অঙ্গে মিশ্রিত পবন সঙ্গে
সব হন্তে ভিন্ন সে পবন॥ ৬০

১। ব্যক্তময়—ব্যক্ত, প্রকাশিত।
২। আখেরে—শেষে, পরিণামে।
৩। 'বারি' স্থলে 'মাটী'—পাঠান্তর।
৪। 'অগ্নি' স্থলে 'বহ্নি'— ঐ ।

একহি মেদিনী সার কহিছেন্ত কর্ত্তার
মাটী হন্তে সর্ব্ব রঙ্গ রস।
মাটী মূলে করতার খেলা করে অনিবার
মাটী লক্ষ্য পূরাএ মানস॥
মাটী লক্ষ্যে সব জন্ম ভাল মন্দ কর্ম্ম ধর্ম্ম
সুখ দুঃখ[১] মাটীর ব্যবহার।
মাটী হন্তে জন্মে লোক মাটী রস করি ভোগ
পশ্চাতে হইব মাটী সার॥
অগ্নি বারি হেন মতে এক হএ ত্রিজগতে
জথা জন্ম তথাতে মর্জ্জন।
সব জথা জন্মিআছে তথাতে মিশিব পাছে
কোরানে কহিছে নিরঞ্জন॥
তিন লোক এক ঘর এক প্রভু গৃহেশ্বর
আর জথ সকল সেবক।
সেবকের এক কাম হইবারে অবিশ্রাম
প্রভু ভাবে সেবার ভাবক॥
একেলা ঈশ্বরে পারে মাটীর দাস রাখিবারে
পালে মারে কর্ত্তা অধিকার।
এক দাসে কর্ত্তা দুই সেবিবারে শক্তি নাই
মৃত্যু জীতা নারে করিবার॥ ৬৫
কর্ত্তা আপে নিজ গুণে মারি জিয়াইতে জানে
ইচ্ছা জেই পারএ করিতে।

১। 'সুখ দুঃখ' স্থলে 'দুঃখ সুখ' —পাঠান্তর।

তেকারণে দাসগণে দড় এক কায় মনে
বহু যত্নে ঈশ্বর সেবিতে ॥
অবিশ্রামে যার ঘরে বল গর্ব্ব নহি হরে (করে?)
যুক্ত সেবা করিতে তাহান।
বলীরে না করে বার্থ (?) মুক্তি নাহি সিদ্ধি পন্থ
সর্ব্ব ক্ষণে[১] নাহিক কল্যাণ ॥
শত রামা এক নরে আনন্দে রাখিতে নারে[২]
হেন নীতি প্রভুর উত্তম।
যুগ স্বামী নারী একে রাখিতে কলঙ্ক ঠেকে
যুগ কান্ত সেবিতে বিষম ॥
জে নারীর দুই ভাব নাহি মুক্তি সিদ্ধিলাভ
জাতি ধর্ম্ম সিদ্ধি বিনাশিত।
স্বামী তাকে পরিহরে সর্ব্ব লোকে অনাদরে[৩]
কলঙ্ক অখণ্ড[৪] পৃথিবীত ॥
রামা দোচারণী হইলে স্বামী পিতা দোহ কুলে
মুখ কালা চূর্ণ গর্ব্ব বল।
দোচারণী দুঃখে ভরা অসতী জীয়তে মরা
জীয়নে মরণে নাহি ফল ॥
সতী নারী বরদাতা যদি হএ পতিব্রতা
সে নারীর মহিমা অপার।

১। 'সর্ব্ব ক্ষণে' স্থলে 'সর্ব্বমূলে'—পাঠান্তর।
২। 'নারে' স্থলে 'পারে'— ঐ
৩। 'অনাদরে' স্থলে 'না আদরে'— ঐ
৪। 'কলঙ্ক অখণ্ড' স্থলে 'অখণ্ড কলঙ্ক'—ঐ।

সোআমীএ যত্নে পালে ধন্য ধন্য দোহ কুলে
সাফল্য জীবন জন্ম তার ॥
দোভাব জনের আশ মুক্তি সিদ্ধি মূলে নাশ[১]
নিজ স্বামী না পাএ সে জনে।
দোভাবের সর্ব্ব নষ্ট ব্রত (ব্যর্থ ?) ধর্ম্ম দান ভ্রষ্ট
প্রচার কলঙ্ক ত্রিভুবনে ॥
সতীর মহিমা অতি পদে পদে পুণ্যমতি[২]
তিন লোকে বাজে কীর্ত্তি যশ[৩]।
স্বামী এক ভাব যার ত্রিলোক সেবক তার
মুক্ত সিদ্ধি পূরাএ মানস ॥
জে জন ফকির হএ ধন রাজ্য তেজি রহে
স্বামী সেবা করে একমনে।
জাতি হিংসা নিন্দা জথ কপট পিশুন পথ
নষ্ট সব তেজিব যতনে ॥
বদির[৪] জথেক ভাব জে রূপে জন্মায় পাপ[৫]
মনেত সকল দিবে ক্ষেমা।
সর্ব্ব লোকে উত্তম মানে[৬] আপনে অধম জানে[৭]
তবে পাইব সিদ্ধির মহিমা ॥ ৭৫

১। 'মূলে নাশ' স্থলে 'সর্ব্বনাশ'—পাঠান্তর।
২। 'পুণ্যমতি' স্থলে 'পুণ্যবতী'—ঐ
৩। তিন কুলে পাএ কীর্ত্তি যশ—ঐ।
৪। বদির—পাপ কর্ম্মের, দুষ্টামির।
৫। জেইরূপ জন্মে পাপ—পাঠান্তর।
৬। সকল উত্তম জানে— ঐ।
৭। 'জানে' স্থলে 'মানে'—ঐ।

আপনে অধম মতে সব ভাল[১] ত্রিজগতে
জানিবেক দড় মনে[২] সার।
তেজিয়া মনের গর্ব্ব সমান জানিব সর্ব্ব
ত্রিলোকেত[৩] এক করতার॥
সংসারেত জথ জীব হিংসা বধ না করিব
বিধাতার মহিমা সকল।
উত্তম অধম কুলে প্রভু থাকে ভাব মূলে
অনামূলে কার শক্তি বল॥
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু আগমেত কল্পতরু
হীন আলিরাজা তান দাস।
হীন আলিরাজা[৪] কয় এক ভাবে ঋষি হয়
যুগ ভাবে সর্ব্ব মূলে নাশ॥
[জে জনের দুই ভাব না পাইব সিদ্ধ লাভ
সেই জনে দোহান হারাএ।
ধরিঅ গুরুর পাএ সেবা কর করতাএ
জ্যোতে জ্যোতে জোতি মিলি জাএ॥]*

—০—

রাগ বসন্ত—খর্ব্ব ছন্দ।

জথ জন হয় শুদ্ধ ফকির প্রধান।
জানিব রতন সব মাটীর সমান॥

১। 'সব ভাল' স্থলে 'ভাল সব'—পাঠান্তর।
২। দড় মনে জানিবেক সার— ঐ
৩। 'ত্রিলোকেত' স্থলে 'ত্রিভুবন'—ঐ।
৪। হীন কানু ফকিরে— ঐ।
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

রত্ন মাটী সমান পারিলে করিবার।
কহিছেন্ত প্রভু সে ফকির হয় সার॥
সুগন্ধ দুর্গন্ধ যদি জানে এক সম।
সমান জানিলে লোক উত্তম অধম॥
নর পরী পশু পক্ষী পতঙ্গ কীটাসি।
সকল সমান জানে তবে সে দর্ব্বেশী[1]॥
জগত সমান এক জানে জে বুঝিতে।
সে সকল পারে তবে দর্ব্বেশ হইতে[2]॥
তিন লোক পালে গালে এক করতারে।
এক প্রভু সেবে জপে সর্ব্ব জীব ধরে॥
কি বুজিয়া লোকে পুনি ভিন্ন ভিন্ন বোলে[3]।
দ্বিতীয় জে জানে সিদ্ধি নাহি যোগ মূলে॥
এক বিনু ত্রিলোকে দ্বিতীয় না জানিব।
এক ভাব বিনু দ্বৈত ভাব না ভাবিব[4]॥
নানা ধন রত্ন দেখি না রহিব ভুলি।
নৃপ সুখ জথ রত্ন ফেলিব পদে ঠেলি[5]॥
সংসারের জথ সুখ সব পাসরিয়া।
সতত যোগেত যোগী রহিব মজ্জিয়া॥

১। সমান জানিলে সব তবে সে দর্ব্বেশী—পাঠান্তর।
২। 'দর্ব্বেশ হইতে' স্থলে 'দর্ব্বেশী করিতে'— ঐ।
৩। একই না বুঝে লোকে ভিন্ন ভিন্ন বোলে— ঐ
৪। এক ভাব বিনু দুগ ভাব না ভাবিব— ঐ
৫। 'ফেলিব পদে ঠেলি' স্থলে 'ফেলিবেক ঠেলি'—ঐ।

সর্ব্ব জীব বধ না করিব কদাচন।
জানিবেক সকল পরে আপনে জেমন ॥
সর্ব্ব হন্তে আপনাকে জানিবে অধীন।
সকল সোদর মূলে কেহ নহে ভিন ॥
[এক কুণ্ডে জন্ম হৈল ত্রিলোক সংসার।
সকল মিশিব পাছে কুণ্ডের মাঝার ॥
এক প্রেমে জন্মিলেন্ত এক প্রেমে লীন।
সকল সোদর মূলে কেহ নহে ভিন[1] ॥]*
কহিছেন্ত করতারে আগমে পুরাণে।
সর্ব্ব জাতি সমান জানিবে ঋষিগণে ॥
সর্ব্ব জাতি জন্মে এক কুণ্ডের মাঝার।
সেই কুণ্ডে মজিবেক সকল পুনর্ব্বার ॥
এক মাতা এক পিতা এক করতার।
জন্মিআছে এক হন্তে সমস্ত সংসার ॥
এ লাগি ফকিরে কাকে ভিন্ন না ভাবএ[2]।
উত্তম অধম সব সমান জানএ ॥
অধম অধীন এক নাহি ত্রিভুবনে।
অধীন বুলিতে পারে প্রভু নিরঞ্জনে ॥
ভাঙ্গিতে গঠিতে যার ইচ্ছা হন্তে পারে।
হিংসা নিন্দা উচিত করিতে সেই ঘরে[3] ॥

১। এক হন্তে জন্মিলেক কেহ নহে ভিন—পাঠান্তর।

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে বেশী আছে।

২। এত জানি ফকির সবে ভিন্ন না ভাবএ— ঐ

৩। 'করিতে সেই ঘরে' স্থলে 'প্রভু না করে সেই ঘরে'—ঐ

নরেরে না পারে নরে হিংসিতে নিন্দিতে।
নাই পারে লক্ষ নরে[১] জীব এক দিতে ॥
দুষ্ট জনে মাএ বাপে না রাখে সংহতি।
নিজ দেশে দুষ্ট সব না রাখে নৃপতি ॥
ভ্রাতৃ দুষ্ট হইলে সঙ্গে না রাখএ ভাই।
দুষ্ট জনে ইষ্ট মিত্র কেহ না দেয় ঠাই ॥
[প্রভু বোলে সবে তারে দেঅ দূর করি।
তার ঘঠে মোর ঘঠ আছিলেক জড়ি ॥]*
প্রভু বোলে সবে দূর করিলি তাহারে।
মোর শক্তি নাহি তারে দূর করিবারে ॥
দুষ্ট হইলে দূর করি দেয় সর্ব্ব জনে।
সে সকল দুষ্ট জীএ সংসারে কেমনে ॥
দুষ্ট জন হৈলে কেহ না রাখে সম্বরি।
কথাতে[২] বঞ্চিব আমি দিলে দূর করি ॥
এত দূর বিচারিয়া না ভাবে নরকুলে[৩]।
হিংসা নিন্দা করে লোকে কিসের জে বলে ॥
অবিচারে বহু নরে করে অহঙ্কার[৪]।
তিল অর্দ্ধ গর্ব্ব নাশে মহিমা আল্লার ॥

১। 'নাই পারে লক্ষ নরে' স্থলে 'লক্ষ নরে নহি পারে'—পাঠান্তর।

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে বেশী আছে।

২। 'কথাতে' স্থলে 'কেমতে'— ঐ

কথাতে—কোথায়।

৩। এত দুরাচারী লোক না ভাবে নরকুলে— ঐ

৪। এত দুরাচারী লোক করে অহঙ্কার— ঐ

[জীব ছাড়া ত্রিভুবনে নাহিক উপমা ।
জীবাপ্তমা অঙ্গ মোর সর্ব্বঠামে সমা ॥]*
কুহুর্ত্তির[১] মহিমা কি জানিব নরকুলে ।
কোটী কোটী ত্রিভুবন এক কেশমূলে ॥
এক কেশমূলে কোটী নৃপের সহর ।
এক লোম শিকরেত কোটী সরোবর ॥
এক সরোবরে পক্ষী জথ জথ[২] রহে ।
এক পক্ষীর ভার ত্রিভুবনে নহি সহে ॥
সে পক্ষীর কত ডিম্ব নাহি সংখ্যা কুল ।
এক ডিম্ব ভারে কম্পে ত্রিজগত মূল ॥
কথ রাজা বৈসে এক ডিম্বের ভিতরে ।
প্রভু ভিনে সেই তত্ত্ব কার শক্তি ধরে ॥
অলেখা মহিমা গুণ ধরে করতারে ।
তথাপি গোপনে আছে সংসারীর ডরে ॥
ভ্রম নিদ্রা মনুষ্যের কলঙ্ক বিশেষ ।
তথাপি অ গর্ব্ব করে না বিচারে শেষ ॥
নিদ্রা হন্তে জ্ঞান হরে আর ভ্রম হএ ।
নিজ চক্ষে আপনার চক্ষু না দেখএ[৩] ॥
ভাল মন্দ কথ গুণ কাহার অন্তরে[৪] ।

---

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে বেশী আছে ।
১। কুহুর্ত্তির—ঈশ্বরের শক্তির ।
২। 'জথ জথ' স্থলে 'কথ কথ'— পাঠান্তর ।
৩। আপনার নিজ অঙ্গ চক্ষে না দেখএ— ঐ
৪। 'কাহার অন্তরে' স্থলে 'কাম্বার অন্তরে— ঐ

আপনার চক্ষে কিছু দেখিতে না পারে[১] ॥
[জীবকর্ত্তা মূর্ত্তিরূপ কায়া হএ সার ।
সেইরূপে কায়া সৃষ্টি জথেক সংসার ॥] *
আর দোষ অনিত্য শরীরে ধরে নর ।
শরীর মাটীর ভাণ্ড কলঙ্ক বিস্তর ॥
মাতআলা রোগী শোকী চিন্তায় পীড়িত ।
অলেখা অনন্ত হএ[২] কলঙ্ক চরিত ॥
ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিচারি করিতে কথ পারি ।
জানে প্রভু সর্ব্ব স্থান যার অধিকারী ॥
জগতের সব রীত ধরে এক কায় ।
কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্য তথা উগি জাএ ॥
কোটী কোটী স্বর্গ তথা নরক বিস্তর ।
অগণিত সরোবর অনন্ত সহর ॥
কর্ম্ম ধর্ম্ম বেচা কিনা আছে ঠাই ঠাই[৩] ।
নগর বাজার কথ তার সংখ্যা নাই ॥
এক কেশমূলে কথ জানে নিরঞ্জনে[৪] ।
অনন্ত ফকির তথা বসিছে ধেয়ানে[৫] ॥

১। প্রভু বিনে সেই তত্ত্ব কোন শক্তি ধরে—পাঠান্তর ।

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে বেশী আছে ।

২। 'অনন্ত হএ' স্থলে 'অনন্ত কায়' ঐ

৩। 'আছে ঠাই ঠাই' স্থলে 'হএ ঠাই ঠাই'— ঐ

৪। 'নিরঞ্জনে' স্থলে 'করতারে'— ঐ

৫। 'বসিছে ধেয়ানে' স্থলে 'রহে ধ্যানান্তরে'— ঐ

প্রজা নৃপ কবি যোগী এক কায়াস্তরে।
কথ কথ আছে নির্ণয় জানে করতারে[১] ॥
[সমস্ত সংসার এক কায়ার অন্তরে।
সমস্ত মহিমা গুণ কায়ার ভিতরে॥] *
যাহার সৃজন সব জে করিবে নাশ।
সে জানে সমস্ত নীতি কায়ার বিনাশ[২] ॥
ত্রিভুবন রহে এক ডিম্বের মাজার।
ত্রিজগত এক কায়া তত্ত্ব মুলে সার॥
সঙ্কেত কহিলুম কিছু পয়ার বন্ধনে।
কঠিন অধিক ভাঙ্গি বুজ ধীরগণে॥
এক জাতি জন্ম জ্ঞাতি সমস্ত ভুবন।
জাতি জ্ঞাতি যুগ কুলে নাহি কোন জন[৩] ॥

১। কথ কথ আছে নির্ণয় জানে নিরঞ্জনে।
প্রজা নৃপ কবি যোগী বসিছে যেথানে ॥— ঐ

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

২। ত্রিভুবন রহে এক ডিম্বের সম্পাশ— ঐ

৩। 'সঙ্কেত কহিলুম কিছু পয়ার বন্ধনে' হইতে
'জাতি জ্ঞাতি যুগ কুলে নাহি কোন জন'—স্থলে
ত্রিজগত এক কায়া তত্ত্ব মুলে সার।
সঙ্কেত কহিলুম কিছু রচিআ পয়ার॥
কঠিন অধিক ভাঙ্গি বুঝ সাধুগণ।
এক জাতি সমস্ত জ্ঞাতি এ তিন ভুবন॥
এক জাতি এক বিন্দু নহে কোন জন।
এক সিন্ধুনীরে জন্ম এ তিন ভুবন॥— ঐ

এথ জানি যোগী সবে না করে বিচার।
উত্তম অধম সব মহিমা আল্লার॥
সকল সমান জানে শুদ্ধ যোগিগণ।
এক সিন্ধুনীরে জন্ম এ তিন ভুবন[১]॥
তিল অর্দ্ধ ঘৃণা যোগী মনে না রাখিব।
জথ রঙ্গ রূপ দেখে এক না ভাঙ্গিব॥
দারি[২] চুরি মন্দ সব গুরুর বচন।
আন স্থানে গোপ্ত বাক্য না করে ভাঙ্গন॥
শুনিব গুরুর মুখে কএ সেবকেরে।
ভিন্নএ[৩] শুনিলে সকল জ্ঞান হরে॥
শিষ্য সকলের আগে পরম জ্ঞান।
না কহিব জেই গুরু জ্ঞানেত প্রধান[৪]॥
দোয়াদশ বৎসর গুরু চাহে পরীক্ষিয়া।
অল্প দিনে অন্য মর্ম্ম না পারে বুজিয়া[৫]॥
বহুল পরীক্ষি যদি সাধু শিষ্য পায়।
তাহাতে পরম জ্ঞান কহিতে জুআএ॥
নানান প্রকার মতি নরগণে ধরে।
ভিন্ন মর্ম্ম অল্প দিনে বুজিতে না পারে॥

১। ত্রিভুবন এক হএ এক নিরঞ্জন— পাঠান্তর।

২। দারি—পরদারগমন ?

৩। 'ভিন্নএ' স্থলে 'অন্য লোকে'— ঐ

৪। শিষ্য সকলের আগে পরম কথন।
না কহি রাখিব গুরু জ্ঞান সপূরণ॥— ঐ

৫. অন্য মর্ম্ম অল্প দিনে না পাএ বুঝিআ— ঐ

না কহিবে একত্রে শিষ্যেত জথ গুণ।
চতুর হইলে গুরু কহিব পুন পুন[১] ॥
না কহে সমস্ত জ্ঞান সেবকের পাশ।
লুকাই রাখিব কিছু না করি প্রকাশ ॥
বহু দিনে শিষ্যের মতি হইলে নির্ম্মল[২]।
শেষে মর্ম্ম বুজি জ্ঞান[৩] কহিব সকল ॥
মর্ম্মকথা সবেরে না কহে কদাচন।
নর মাঝে না হএ সকল সাধু জন[৪] ॥
[জীবকর্ত্তা ভক্ষ্যদাতা সকলের সার।
কায়া ছাড়ি জীব গেলে অনিত্য আকার ॥
যার জথ মনোরথ সেই ফলাফল।
জীব ছাড়ি গেলে সব মিশিবে সকল ॥] *
মায়া করি কথ জনে হৃদের কপটে।
আগে জ্ঞান সাধিয়া শিষ্য পশ্চাতে উলটে ॥
উলটে গুরুর হস্তে জতেক সেবক।
যোগপন্থে সিদ্ধি নাহি পশ্চাতে নরক ॥
আন হস্তে হএ যদি সঙ্কট অপার।
নিজ গুরু সব হস্তে করএ উদ্ধার ॥

১। না কহিবে সমস্ত জ্ঞান সেবকের পাশ।
লুকাই রাখিব জ্ঞান না করি প্রকাশ ॥—পাঠান্তর।
২। বহুল পরীক্ষি শিষ্য হইলে নির্ম্মল— ঐ
৩। 'বুজি জ্ঞান' স্থলে 'বুজি গুরু'— ঐ
৪। নর মধ্যে সকল নহে সাধু জন।
নর্ম্মকথা সকলেরে না কহ কদাচন ॥— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

গুরু হন্তে বিমুখ হইল জথ জনে।
তাকে উদ্ধারিতে এক নাহি ত্রিভুবনে[১] ॥
বিবাদ গুরুর সঙ্গে হইল যাহার।
তার সম পাপী নাহি ত্রিলোক মাজার ॥
যাহার উপরে গুরু হইল বিমন।
তার দোষ প্রভু না ক্ষেমিব কদাচন[২] ॥
গুরুর সঙ্গে জে সবের না থাকে পিরীতি।
না খণ্ডিব আগে পাছে সে সব দুর্গতি ॥
গুরু সম বন্ধু নাহি এ তিন ভুবনে।
ভজিয়া করিব সেবা গুরুর চরণে ॥
রেণু সম কপট হৃদে রাখিতে না জুয়াএ।
গুরু সঙ্গে হৃদি শুদ্ধ রাখিবে সদাএ ॥
গুরু সে পরম জ্ঞান গুরু সে ঈশ্বর।
গুরুকৃপা হন্তে সর্ব্ব সিদ্ধি মুক্তি বর ॥
সেবকে গুরুর বাক্য পালিব যতনে।
গুরু সম[৩] সার কাকে না জানিব মনে ॥
অন্ধ কালা বোব প্রায় স্বগর্ব্ব তেজিয়া।
সংসারে রহিব যোগী মৃতবৎ হৈয়া ॥
[কাম ক্রোধ লোভ মায়া পুড়ি ভস্ম করি।
তেন মতে নবিকুলে ইচ্ছিল ফকিরী ॥]*

১। তাকে উদ্ধারিতে কেহ নারে কদাচন—পাঠান্তর।
২। তার দোষ না ক্ষেমিব প্রভু নিরঞ্জন— ঐ
৩। 'গুরু সম' স্থলে 'গুরু বিনু'— ঐ
*। বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে বেশী আছে।

কাম ক্রোধ লোভ মায়া হৃদে মনে তেজি।
সতত রহিব যোগী ক্ষমা সঙ্গে ভজি॥
কাম ক্রোধ লোভ তেজি সংসার জ্বালাএ।
ক্ষমার শীতল তেজে জগত পালাএ॥
সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হএ ক্ষমা যার মনে।
নানান গুণ বৈসে তথা ক্ষমার কারণে॥
ক্ষমা বিনু যোগীর না পূরে যোগ-আশ[১]।
অক্ষেমার সর্ব্বগুণ পলকে[২] বিনাশ॥
ভক্ষ্য বাক্য গমন সকল অল্প করি।
অল্প নিদ্রা ধ্যান রাখি বসিবে[৩] একাশ্বরি॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা হন্তে যোগী না হইব কাতর।
ক্ষুধা তেজি অতি যোগী স্মরিব ঈশ্বর॥
নিজ বৃত্তি ফকিরের কর্ম্ম পন্থ সার।
সংসারীর রূপে নহে ফকির আহার॥
উলটা সংসারী হন্তে ফকিরের পন্থ।
এ লাগিয়া সংসারী না পায় তার অন্ত[৪]।
সংসারী সকলে পন্থ অন্বেষি না পায়।
সেই পন্থ প্রভু স্থানে রহিছে[৫] সদাএ॥

১। 'যোগ আশ' স্থলে 'মন আশি'— পাঠান্তর।
২। 'পলকে' স্থলে 'সমূলে'— ঐ
৩। 'বসিবে' স্থলে 'বঞ্চিব'— ঐ
৪। এ লাগি সংসারী সবে না পায় তার অন্ত— ঐ
৫। 'রহিছে' স্থলে 'রাখিছে'— ঐ

সেই পন্থ গোপন করিছে নিরঞ্জনে।
সেই মর্ম্ম বুজিতে না পারে ত্রিভুবনে[1] ॥
সর্ব্ব কর্ম্মে সংসারী লোকের জে চরিত।
ফকিরের সর্ব্ব কর্ম্মে নহে সেই রীত[2] ॥
জথ যোগী চলে সংসারী চলাচল।
সে সব যোগীর নহে সিদ্ধ যোগফল ॥
সংসারীর রূপ যোগী যদি করে ভোগ।
কদাচিত ফকিরের পূর্ণ[3] নহে যোগ ॥
মন শ্রদ্ধা হন্তে সংসারী চলাচল।
ভাবি জানি কর্ম্ম করে ফকির সকল ॥
ভাবি বুঝি কর্ম্ম সব সাধে যোগীকুলে।
রীত ধরে কর্ম্ম করে সিদ্ধি সর্ব্ব মূলে ॥
মন ভোগে কর্ম্ম করে নানা দুঃখ পাএ।
ভাবি ভোগে[4] কার্য্য সাধে কুশল সদাএ ॥
মন ভোগে ভোগ না করিবে কদাচন।
মন শ্রদ্ধা কর্ম্ম এক না করে সাধন ॥
মনের গুরুর স্থানে করি জিজ্ঞাসন।
সাধিব সকল কর্ম্ম করিব ভোজন ॥
আজ্ঞা পালে মনের সংসারী জথ জন।

১। 'না পারে ত্রিভুবনে' স্থলে 'না পাএ কোন জনে'—পাঠান্তর।

২। সব কর্ম্ম সংসারী লোকের চরিত।
ফকিরের সব কর্ম্ম না হএ উচিত ॥— ঐ

৩। 'পূর্ণ' স্থলে 'সিদ্ধি'— ঐ

৪। 'ভাবি ভোগে' স্থলে 'রীত সঙ্গে'— ঐ

মনের ঈশ্বর আজ্ঞা পালে যোগিগণ ॥
পরম গুরুর স্থানে জেই মহাজন ।
জিজ্ঞাসি জানিব এই অমূল্য রতন[১] ॥
পাইলে থাইব যোগী না পাইলে নাই ।
নিরন্তরে থাকে[২] যোগী পরম ধেয়াই ॥
সংসারীর আহার চলএ চেষ্টা পথে[৩] ।
ফকিরের ভোগ সব চলে শূন্য হন্তে[৪] ॥
সংসারে ফকির শূন্য জপে শূন্য নাম ।
শূন্য হন্তে ফকিরের সিদ্ধি সর্ব্ব কাম[৫] ॥
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি ।
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি ॥
শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান ।
যথাতে পরমহংস তথা যোগধ্যান ॥
জে জানে হংসের তত্ত্ব সেই সার যোগী ।
সেই সব শুদ্ধ যোগী হএ শূন্য ভোগী ॥
সিদ্ধা এক শূন্য এক এই সে যুগল ।
জে সবে এই তত্ত্ব পালে সে তনু নির্ম্মল ॥

১। পরম গুরুর স্থানে বুঝে যোগীগণ ।
জিজ্ঞাসি চাহিবে গুরু অমূল্য রতন ।— পাঠান্তর ।

২। 'থাকে' স্থলে 'রহে'— ঐ

৩। 'চেষ্টা পথে' স্থলে 'চষ্টা হন্তে'— ঐ

৪। ফকিরের আহার সব চলে শূন্য হন্তে— ঐ

৫। 'সিদ্ধি সর্ব্ব কাম' স্থলে 'পুরে মনস্কাম'— ঐ

বৈরাগীর নামে যোগী ধরে তেকারণ[১] ।
জে সব ফকির হএ যুগল ভজন ॥
যুগল ভজন হেতু যোগী ধরে নাম ।
যুগল বিহীনে সিদ্ধি নাহি মনস্কাম[২] ॥
[যুগল প্রভুর নাম করিল প্রধান ।
যুগী সবে ভক্ত হই হইল প্রধান ॥] *
যুগল না হইলে কেহ ত্রিলোক মাজার ।
শক্তি নাহি কর্ম্ম এক করিতে সুসার ॥
যুগল না হইলে কোন কার্য্য না চলএ ।
যুগভাবে ত্রিলোক সৃজিল দয়াময়[৩] ॥
যুগল ভাবনা যদি প্রথমে[৪] না হৈত ।
করতাএ ত্রিজগতে কিছু না সৃজিত[৫] ॥
যুগভাবে ভক্ত প্রভু আপে হইলেন্ত ।
প্রেম হেতু করতাএ জগ সৃজিলেন্ত[৬] ॥
প্রেমরসে মগ্ন হইল আপনে গোসাই ।
যুগ ভিনে কোন কর্ম্ম সিদ্ধিপন্থ নাই[৭] ॥

১। বৈরাগীর নাম ধরে যোগী তেকারণ— পাঠান্তর ।

২। এ যুগল বিহনে না পাইব মনস্কাম— ঐ

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।

৩। যুগভাব করি প্রভু ত্রিলোক সৃজএ— ঐ

৪। 'প্রথমে' স্থলে 'প্রভুতে'— ঐ

৫। সংসারেত করতাএ কিছু না সৃজিত— ঐ

৬। যুগ ভাব করি প্রভু আগে ভক্ত হইল ।
প্রেমভাবে করতারে জগত সৃজিল ॥— ঐ

৭। যুগরস করি প্রভু সৃজিল ঠাই ঠাই— ঐ

[এ যুগল প্রভুর নাম প্রথমে হইল।
যুগল ভজনে যোগী প্রশংসা পাইল ॥] *
প্রথমে আছিল প্রভু এক নিরঞ্জন ।
প্রেমরসে ডুবি কৈল যুগল সৃজন ॥
প্রেমরসে ভুলি প্রভু[১] জাহাকে সৃজিলা ।
মোহাম্মদ বুলি[২] নাম গৌরবে রাখিলা ॥
ত্রিজগতে সে ঈশ্বর করিলা প্রধান ।
মহিমা না দিল কাকে তাহান সমান ॥
[প্রভু নুর হস্তে ঘঠ প্রচার করিআ ।
সেই ঘঠে (যোগ ?) হই রহিল মিশিয়া ॥] †
প্রথমে সে যুগ হএ ভাবক ভাবিনী ।
আর জথ যোগী ভক্ত সেই পরিমাণি ॥
[প্রথম ভাবক প্রভু ভাবিনী জন্মিল ।
মোহাম্মদ করি নাম ত্রিজগতে হইল ॥] ‡
ভাবক বুলিএ প্রভু আর সে ভাবিনী ।
এই সে যুগল নাম ধরিল আপনি[৩] ॥
[ভাবক ভাবিনী হএ ত্রিজগতে জানি ।
এই সে যুগল ভাব জানে যোগ জ্ঞানী ॥] *

---

*, †, ‡ বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।

১। 'ভুলি প্রভু' স্থলে 'যুগ করি'— পাঠান্তর ।

২। 'বুলি' স্থলে 'করি'— ঐ

৩। এই সে যুগল নাম ধরিল আপনি— ঐ

*, † বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।

ভাবক ভাবিনী নাম বুলিয়ে[1] যুগল।
যুগ হইলে সিদ্ধি কর্ম্ম হএ (জে) সকল॥
যুগল না হইলে[2] কেহ না পারে চলিতে।
যুগ ভিনে প্রেমরস না পারে ভুগিতে॥
একাএকি প্রেম[3] না হএ কদাচন।
যুগল হইলে যোগ্য পিরীতি ভজন॥
যুগল বিহীনে ভক্ত না হএ প্রকাশ।
যুগলেত ভক্ত মহা প্রেমের বিলাস॥
এ যুগল হৈতে নাম ধরে যোগীকুল[4]।
প্রেমপন্থ যোগীর প্রধান তত্ত্ব মূল[5]॥
[প্রভু প্রেম যার ধড়ে মজিলেক মন।
তনে মনে প্রেম করি হএ যোগিগণ॥] †
প্রেম ভক্তি বিনু নাই ফকিরের বল।
তন মন প্রেমরসে যোগীর নির্ম্মল[6]॥
প্রেম ভক্তি ভাষা কহি শুন বন্ধুগণ[7]।
প্রেমেতে প্রেমের ভক্ত প্রভু নিরঞ্জন[8]॥

১। 'বুলিয়ে' স্থলে 'এই সে'— পাঠান্তর।
২। 'না হইলে' স্থলে 'বিহিনে'— ঐ
৩। 'প্রেম' স্থলে 'পিরীতি'— ঐ
৪। 'যোগীকুল' স্থলে 'যোগিগণ'— ঐ
৫। 'প্রেমপন্থ' ও 'তত্ত্ব মূল' স্থলে 'প্রেমপন্থে' ও 'তত্ত্ব মন'— ঐ
৬। তনে মনে প্রেম করি যোগীহএ নির্ম্মল— ঐ
৭। 'বন্ধুগণ' স্থলে 'যোগিগণ'— ঐ
৮। প্রেমে প্রেমে ভক্ত হএ প্রভু নিরঞ্জন— ঐ

পিরীতি কাহারে বোলে বৈসএ কথাতে[১] ।
যথাএ পিরীতি থাকে ঈশ্বর তথাতে[২] ॥
জথ দূর সৃজিআছে ত্রিলোক করতার ।
তথ দূর প্রেমের আসন হএ সার[৩] ॥
[স্বর্গ মর্ত্ত্য আল্লার আলাম জথ আছে ।
সর্ব্ব স্থানে নিরঞ্জন ব্যাপিত আছে ॥] *
প্রেমের আসনে জুড়ি আছে ত্রিভুবন ।
প্রেমরসে বন্ধন আল্লার সিংহাসন[৪] ॥
[প্রেম-সিংহাসনে প্রভুর নিজ নাম ডুবুরি ।
ডুবি মূলে খেলে খেলা জথেক সংসারী ॥] †
জুড়ি আছে সিংহাসনে এ তিন ভুবন ।
প্রভুর আসন ভিনে নাহি কিছু আন[৫] ॥
ত্রিলোক পিরীতি ছাড়া নাহি কোন স্থান ।
প্রভু বুলি নাম ধরে আপে নিরঞ্জন ॥
প্রেম হেতু করিলেন্ত সংসার সৃজন ।
প্রেমরসে বান্ধিয়া সৃজিল ত্রিভুবন ॥
প্রেম বিনু রেণু এক না কৈল্য সৃজন ।
প্রেম হন্তে সকল সৃজিছে নিরঞ্জন ॥

১। 'কথাতে' স্থলে 'কথাত'— পাঠান্তর।
২। যথাএ পিরীতি বৈসে প্রভুহ তথাত— ঐ
৩। তথ দূর ঘটে ঘটে আসন আল্লার— ঐ
*, † বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুঁথিতে অধিক আছে।
৪। প্রেমরসে বান্ধিআছে প্রভুর আসন— ঐ
৫। ঘটে ঘটে রিখিআছে আপে সিংহাসন— ঐ

সকল হইল জন্ম প্রেমের[1] সাগরে।
প্রেম হন্তে জীএ সব প্রেম বিনু মরে॥
[দড়ভাবে প্রেমরস হইল যাহারে।
ত্রিজগতে বড় কৈল সেবকের পরে॥] *
জেই পুষ্পে মধু থাকে অলি গত্যাগত।
পড়ে অতি লোভেতে মর্জ্জিয়া অবিরত॥
ভোমর স্বরূপ হয় যোগীর লক্ষণ।
রস ত্যাগি বিরসে না বান্ধে কভু মন॥
[প্রভু-প্রেমরস তুল্য রস নাহি আর।
সেই রসে ডুম্ব দিল জথ বণিজার॥] †
যথা রস তথা বশ সমস্ত ভুবন।
সকল রসের মূল[2] পিরীতি ভজন॥
জথ জথ রস আছে ত্রিভব মাঝার।
সমস্ত রসের মূল প্রেমের নাগর॥
নানা রস ভুগি মরে বিফল জীবন।
প্রেমরস ভুগি মরে সাধুর লক্ষণ॥
[যার যেই আদ্য ছিল এমত নিয়ম।
প্রভু-প্রেম ভুগি মৈলে সাধু সে উত্তম॥] *
প্রেম দুঃখ সহিলে[3] পরম পদ পাএ।
প্রেম দুঃখ সহিলে জনম সুখে জাএ॥

১। 'প্রেমের' স্থলে 'পিরীতি'— পাঠান্তর।
*, † বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
২। 'রসের মূল' স্থলে 'রসের স্থলে'— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৩। 'সহিলে' স্থলে 'সহে যেবা'— ঐ

[এ বুলিআ বড় কৈল প্রেমপন্থ সার।
মোহাম্মদ রূপে ভক্ত জগতে প্রচার ॥
সেই মত ভাব যার মনেত জন্মিব।
প্রভুর মহিমা গুণ সে সবে পাইব ॥
প্রভু-প্রেম ভাবে যার মজিলেক চিত।
সে লোকের পরে আপে মহা আনন্দিত ॥] *
প্রেমপন্থে চলিতে জতেক পাএ দুঃখ।
এক হস্তে কোটী কোটী মুক্তি পদ সুখ ॥
প্রেম দুঃখ সহে জন দাতা অতুলিত।
তার সম দয়াশীল নাই পৃথিবীত ॥
সর্ব্ব পাপমূল নাশে ভক্ত দাতাগণ।
প্রেম পাল প্রিয় সখা অতি নিরঞ্জন ॥
প্রেম বৃক্ষ ডাল ফল এ তিন ভুবন।
ভক্ষিলে প্রেমের[১] ফল এড়াএ মরণ ॥
[প্রভুর পিরীতি-ফল জে জনে ভক্ষিব।
মোহাম্মদ নিজ ছায়া সে সবে পাইব ॥] †
সব পন্থ হস্তে দুঃখ পিরীতির অতি।
পিরীতির পন্থে জে সকলে করে গতি ॥
মহানন্দ করতারে এরূপ ভজনে।
কহিছেন্ত সিদ্ধি-বুলি[২] আগম পুরাণে ॥

---

*, † বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুঁথিতে অধিক আছে।

১। 'প্রেমের' স্থলে 'পিরীতি'— পাঠান্তর।

[illegible]

প্রেম ভক্তিভাবে মোরে ভজে জথ জন।
প্রেম বলিদানে মোরে জে করে পূজন॥
মোর নামে নাম সত্য রাখিমু তাহার।
সে সবারে[১] পুনর্জন্ম না করিমু আর॥
মোর প্রেমে প্রেম যার মজিলেক চিত।
তাহার সম্মান সথা নাই পৃথিবীত॥
জে সবে হইল ভক্ত ভাবের ভাবক।
সেই মোর কর্ত্তা মুই তাহার সেবক॥
ভক্ত জন মোর কর্ত্তা রসিক দয়াল।
নবরত্ন বিধাতা তাহার আজ্ঞাপাল[২]॥
চন্দ্র সূর্য্য দিব্য[৩] করি লও রে এই বচন।
সার সিদ্ধি ভক্তি ভাব জথ ঋষিগণ॥
[চন্দ্র সূর্য্য দিব্য লাগে সত্য না লড়িব।
ভক্তি পাল প্রতি মুই সতত রহিব॥] *
জন্মে জন্মে ভক্ত হৈল নারায়ণ হরি।
ক্রিয়া কৈল রাধার সঙ্গে নররূপ ধরি॥
মন্দোদরী সঙ্গে ভক্ত হইল দশানন।
জানকীর রূপে ভক্ত রাম নারায়ণ॥
শচী সঙ্গে ভক্ত হইল দেবকুলরায়।
সন্ধ্যা (?) নারীর প্রেমে ভক্ত হইল ব্রহ্মাএ॥

১। 'সবারে' স্থলে 'লোকের'— পাঠান্তর।
২। নবরত্নে বিধাতাএ হুব আজ্ঞাপাল— ঐ
৩। 'চন্দ্র সূর্য্য দিব্য করি' স্থলে 'কুম্ভুর্ত্তির দর্প করি'?— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

রোহিণী দর্শনে ভক্ত হৈল শশধর।
ভক্ত হৈল ছায়া দেবী সঙ্গে দিবাকর ॥
জোলেখা হইল ভক্ত ইছুপ দেখিয়া।
আমীর হোছন ভক্ত জয়নব পাইয়া ॥
উরিয়ার রামা ছিল অধিক সুন্দর।
ভক্ত হৈল সেই রূপে[1] দাউদ পয়গাম্বর ॥
বেশ্যাকুলে ছিল নারী মৈক্ষ শকনাবাত (?)।
ভক্ত হৈল দেওয়ান হাফেজ অধিক তাহাত ॥
হালওয়ানী সুত ছিল মোবারক সুন্দর।
ভক্ত হইল সেই রূপে বুআলী কালন্দর ॥
পরম সুন্দরী ছিল কৈবর্ত্ত কুমারী।
নবী ছোলেমান ভক্ত পাই সেই নারী ॥
জগতের কান্ত যার নাম কর্ত্তা সার[2]।
সেও অতুলিত ভক্ত গোপত[3] মাজার ॥
মোহাম্মদ সঙ্গে ভক্ত অলেখা অতুল।
আর ভক্ত সব ডাল সে অখণ্ড মূল[4] ॥
সমছদ্দিন নামে এক পুরুষ সুন্দর।
দেবান আলী ভক্ত হৈল তাহার উপর[5] ॥

১। 'ভক্ত হইল সেই রূপে' স্থলে 'সেই রূপে ভক্ত হৈল'—পাঠান্তর।
২। জগতের নাথ কর্ত্তা যার নাম সার— ঐ
৩। 'গোপত' স্থলে 'গোপন'— ঐ
৪। আর সব ডাল ভক্ত সে অখণ্ড মূল— ঐ
৫। দেওয়ান হাফেজ হৈল ভক্ত তাহার উপর— ঐ

আবু বক্করের মন শুদ্ধ নহে কোন মতে।
অবশেষে ভক্ত হইল গোধেনু সহিতে॥
সেই রূপে হইলা ভক্ত রছুলের বোলে।
তবে তান হৃদয় শুদ্ধ হৈল দড় মূলে॥
বেশ্যাকুলে মুখ্য এক আছিলেন্ত নারী।
তান সখী সব রূপে জিনি বিদ্যাধরী॥
সর্ব্ব সখী মেলে এক সুন্দরী প্রধান।
দৃষ্টি মাত্রে সেই রূপে মদনে তেজে বাণ॥
আছিল কুতুব এক যোগীর নৃপতি।
সে নারীর রূপে ভক্ত হইলেন্ত অতি॥
সে নটীর সেবা কৈল্য নারীর রূপ ধরি।
নারিল চিনিতে কেহ পুরুষ কি নারী॥
রূপ ধ্যানরসে বহু দিন কৈল্য সুখ।
নৃপতি চিনিল যবে তবে দিল লুক॥
আর এক কুতুব আছিল ভক্তিপাল।
চামারের সুতার সেবা করি কথ কাল॥
রূপ প্রেমরস-ডোরে বান্ধি নিজ চিত[1]।
সব ভুলি থাকিত গাইত প্রেমগীত॥
রুমের সহরে এক আছিল নৃপতি।
কন্যা এক ছিল তান মহা রূপবতী॥
সেই রূপ সমান নহে স্বর্গমধ্যে হুর[2]।
দেখি প্রাণ তেজে মহা তপস্বী চতুর॥

১। রূপ রসে প্রেমে ডুবি বান্ধিলেক চিত— পাঠান্তর।

২। হুর—বিদ্যাধরী।

সে দেশে আছিল এক কুতুব প্রধান।
সে কন্যার রূপরসে বশ কৈল্য প্রাণ॥
সে রূপেতে মহাভক্ত দর্ব্বেশ হইল।
সতত সে রূপ ধ্যান করি সিদ্ধা হইল॥
এই মতে বহুত[১] তপস্বী ভক্ত হইয়া।
যথা রূপ তথা ভাবে রহিল মর্জ্জিয়া॥
রূপ ভিন্ন প্রেম নাহি ভাব বিনু ভক্তি।
ভাব বিনু লক্ষ্য নাই সিদ্ধি বিনা মুক্তি॥
নবীকুলে প্রথমে আদম ভক্ত হইল।
হাবা দেবী সঙ্গে রসকূপে ডুবি ছিল[২]॥
দেব-কুলে অতি ভক্ত হইল মহেশ্বর।
গৌরী দেবী সম্মুখে থাকিত দিগম্বর॥
দেবীরে অন্তর হইতে না দিত ছাড়িয়া।
রহিল শিবের চক্ষে গৌরী ডাণ্ডাইয়া॥
ধ্যান হেতু মহাদেবী নিজ চক্ষু তুলি।
ঈশ্বর পূজিয়া রূপ ধ্যানরসে ভুলি॥
গঙ্গা গৌরী যুগ নারী রাখি দিগম্বর।
ভস্মযোগে সাধি সিদ্ধা হইল মহেশ্বর॥
আছিল আয়েসা বিবি পরম সুন্দর।
সেই রূপে মোহাম্মদ ভক্ত পয়গাম্বর॥
নর পরী পশু পক্ষী কীট তরুবর।
প্রেমরস বিনু কার নাই মুক্তি বর॥

১। 'এই মতে বহুত' স্থলে 'এইরূপে বহুল'—পাঠান্তর।
২। হাবাদেবীর সঙ্গে প্রেমকূপে ডুবি ছিল — ঐ

করতারে আপনে ঈশ্বর নাম ধরে।
ডুবিয়া লুকিত সেহ[1] প্রেমের সাগরে॥
সংসার-সাগরে পাতি প্রেম-রস-জাল।
জীব সবে মীনরূপে সেবি কথ কাল॥
মায়াজালে ভুলি জীব সমস্ত বাধিয়া[2]।
সর্ব্ব জগ আছে প্রেম রসেতে ডুবিয়া॥
প্রথমে বহ্নির সঙ্গে বাবির[3] পিরীতি।
হইল মাটীর প্রেম জলের সঙ্গতি॥
এ সব প্রেমে যদি মন না ডুবিত[4]।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আদি কিছু না জন্মিত[5]॥
গগনের সঙ্গে হইল স্বর্গের পিরীতি।
স্বর্গ সঙ্গে মর্ত্ত্যের পিরীতি আছে অতি॥
ত্রিভুবনে প্রভু প্রেম আছএ জড়িত।
নরক পাতাল সঙ্গে আছএ পিরীত[6]॥
মার্ত্তণ্ড চন্দ্রিমা গুরু বৃক্ষ জথ ধরি।
প্রেম হেতু গগন সঙ্গে[7] রহিলেক জড়ি॥

১। 'লুকিত সেহ' স্থলে 'লুকিত আছে'— পাঠান্তর।
২। জীব সবে মায়াজালে সমস্ত ভুলিআ— ঐ
৩। বাবির—বায়ুর।
৪। 'ডুবিত' স্থলে 'ডুবাইত'— ঐ
৫। 'জন্মিত' স্থলে 'হইত'— ঐ
৬। নরকে পাতালে দোহে অধিক পিরীত— ঐ
৭। 'গগন সঙ্গে' স্থলে 'গগনেত'— ঐ

সাগরের সঙ্গে বারি জল সঙ্গে মীন ।
ইন্দু সঙ্গে যামিনী রবি সঙ্গে দিন ॥
প্রেমেত জগত বন্দী বৃক্ষ বন্দী মূলে ।
কমলে ভোমর বন্দী মীন বন্দী জলে ॥
পুরুষের মন বন্দী নারীপ্রেমরসে ।
নারী বিনু পুরুষের অসিদ্ধি মানসে ॥
তন সঙ্গে মন বন্দী প্রেমের কারণ ।
মন সঙ্গে সম্মিলিত[১] রহিছে পবন ॥
পিরীতি জগত প্রাণি গোপত বচন ।
প্রেমমূলে জগতের জীবন মরণ ॥
প্রেম বিনু জন্ম নাই রাজ্য ক্রিয়া রস ।
প্রেম বিনা সিদ্ধি নাহি জগত মানস[২] ॥
প্রেম হেতু শিশু রাখে উদরে জননী ।
প্রেম হেতু বৃক্ষমূল গ্রাসিল মেদিনী ॥
ভূমি হন্তে[৩] ভক্ত মূল বৃক্ষের সকল ।
মূলে গাছ বৃক্ষশাখা ডালে ফুল ফল[৪] ॥
ফলের অন্তরে রস অতি ভক্ত হইয়া ।
প্রেম হেতু ফল রস রহিল লুকিয়া[৫] ॥

১। 'সম্মিলিত' স্থলে 'সমন্বিত'— পাঠান্তর।
২। প্রেম বিনু যোগসিদ্ধি না পুরে মানস—ঐ
৩। 'হন্তে' স্থলে 'সঙ্গে' ঐ
৪। গাছ মূলে বৃক্ষশাখা ডালে ফুল ফল— ঐ
৫। প্রেম হেতু ফলে রসে রহিল জড়িআ— ঐ

রূপ মূল প্রেম বৃক্ষ বিরহ সে ডাল।
দুঃখ ফুল সিদ্ধি ফল রস জগপাল ॥

—০—

রাগ—পয়ার।

থাকে বুলি রূপ তাকে কহিমু মদন।
রূপ কাম এক নাম জান বন্ধুগণ[1] ॥
মদনে পিরীতি জন্মে প্রেমেত সন্তাপ[2]।
বিরহেতে দুঃখ জন্মে দুঃখে সিদ্ধি লাভ ॥
সিদ্ধি যাকে বুলি সেহ প্রভু করতার।
সিদ্ধির উপরে সিদ্ধি পন্থ নাহি আর[3] ॥
সিদ্ধি ফল রস প্রভু জান দড় সার।
সিদ্ধিমূলে করে সব মহিমা প্রচার[4] ॥
ফলে কয়ে তরু মূল দোহ কীর্ত্তি যশ।
সার তত্ত্ব মূল বিনু নাহি ফল রস ॥
গুরু শিষ্য সম মিত্র ভবে নাহি আর ॥
গুরু শিষ্য সার ইষ্ট মিছা সর্ব্ব আন।
তিন লোকে ইষ্ট নাই এ দুই সমান[5] ॥
প্রভু হএ মূল বৃক্ষ এ তিন ভুবন[6]।

১। 'বন্ধুগণ' স্থলে 'সাধুগণ'— পাঠান্তর।
২। 'প্রেমেত সন্তাপ' স্থলে 'প্রেমে জন্মে তাপ'— ঐ
৩। সিদ্ধির উপরে পন্থ সিদ্ধি নাহি আর।
সিদ্ধি ফল রস প্রভু জান দড় সার ॥ ঐ
৪। প্রভুর প্রেমে প্রেম করি মহিমা অপার— ঐ
৫। তিন লোকে নাই ইষ্ট গুরুর সমান— ঐ
৬। মূল হএ প্রভু সে এতিন ভুবন— ঐ

ফল রস শিষ্য হএ গুরু মূল সার।
মূল বিনু বৃক্ষ সার না ধরে জীবনে॥
বৃক্ষ তেজি শাখা ডাল ভঙ্গ হএ বল।
ডাল বিনু বিনাশ[১] সমস্ত ফুল ফল॥
মূল তেজি বৃক্ষ ডালে ফল নাহি ধরে।
জল ছাড়ি মীন সর্ব্ব গর্ব্ব করি মরে॥
[এত জানি ঈশ্বর সেবি সর্ব্ব সাধুগণে।
জল ডাল না তেজে এ লাগি ফল মীনে॥]*
ঈশ্বরের সেবা দাসে যদি সে না করে।
শাখা জল বিনু ফল মীন প্রায় মরে॥
শাখা বারি স্বইচ্ছাএ না ছাড়ে মীন ফলে।
না ছাড়ে শরণ সেবা সাধক সকলে॥
জন্মভূমি প্রেম তেজিবারে না জুয়ায়।
গাইব তাহার কীর্ত্তি যথা তথা যায়॥
যথা যাই যথ দেখি ভুলি না রহিব।
জন্মভূমি-স্নেহ মনে সতত রাখিব[২]॥
যথ সুখ রঙ্গ দেখি না রাখিব[৩] মন।
পলটিয়া নিজ দেশে স্মরণ গমন॥
পিরীতি উলটা রীত না বুঝে চতুরে।
যে না চিনে উলটা সে না জীয়ে সংসারে॥

১। 'বিনাশ' স্থলে 'নানা হএ'— পাঠান্তর।

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

২। পলটিয়া নিজ দেশ স্মরণ করিব— ঐ

৩। 'রাখিব' স্থলে 'বান্ধিব'— ঐ

সমুখ বিমুখ হএ বিমুখ সমুখ।
পলটা নিয়মে সব জগত সংযোগ॥
সিদ্ধিপন্থ গোপন রাখিছে[1] করতার।
সমুখে অসারে পন্থ করিছে প্রচার॥
জন্মিয়া সংসারমধ্যে জথ পরী নর।
অসার রসের পন্থ দেখে বহুতর॥
[সমুখে সংসারী পন্থ করিছে প্রচার।
সিদ্ধিপন্থ গোপন করিছে করতার॥] *
সমুখে সংসার পন্থ সদা দেখা যায়।
সিদ্ধিবর মূল পন্থ চিনিতে না পায়॥
সিদ্ধিপন্থ সংসারে সমুখে যদি দিত[2]।
সেই পন্থ নর পরী সকলে দেখিত॥
[সেই পন্থ প্রভুর আগম নিজ পুরী।
নর পরী সব হন্তে না দিল প্রচারি॥] †
সেই বস্তু সবেরে যদি দিত অবিরত।
কদাচিত না থাকিত অধিক মহত্ত্ব॥
[প্রভুর নিয়ম ভেদ সংসারে যদি দিত।
পাপ পুণ্য জ্ঞান ধ্যান সব রক্ষা পাইত॥] ‡
জেই বস্তু গোপন মহিমা তার বড়।
তা হেতু গোপনে সিদ্ধি রাখিল ঈশ্বর॥

১। 'রাখিছে' স্থলে 'করিছে'— পাঠান্তর।

* † ‡ বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

২। সিদ্ধিপন্থ সমুখে সবেরে যদি দিত— ঐ

নর বজা[১] বৃক্ষ নেত্র প্রচার করিল।
প্রভু প্রেম মূল তিন গোপতে রাখিল[২] ॥
বিমুখে আগম পন্থ রাখিছে[৩] গোপতে।
চলিলে বিমুখ পন্থে সিদ্ধি সর্ব্ব মতে ॥
সমুখের সব পন্থ বিমুখ করিয়া[৪] ।
পলটি বিমুখ পন্থে জাইব চলিয়া ॥
অতি দড় সার তত্ত্ব কহিলুম ইঙ্গিতে।
মহা সুখ সিদ্ধি পন্থ জে পারে চলিতে ॥
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু জ্ঞানের লহরী।
মধু বনে মধুকর সিদ্ধির মুরারি ॥
আলি রাজা[৫] ভণে ভাষা জ্ঞানের সাগর।
প্রেম পাঠ বিনু নাহি সিদ্ধি মুক্তি বর ॥

—০—

অক্ষরে জতেক শাস্ত্র করিছে লিখন।
প্রেম পাঠ সম এক নহে কদাচন ॥
সার নহে অক্ষর জথেক শাস্ত্র কুল।
পড়িয়া পণ্ডিত সিদ্ধা প্রেম পাঠ মূল ॥

১। বজা—ডিম্ব।
২। প্রভুপ্রেম মূল তিন গোপন রাখিআ।
বজা গোঁজা বাচ্চা তিন প্রচার করিআ ॥—পাঠান্তর।
৩। 'রাখিছে' স্থলে 'রাখিল'— ঐ
৪। সমুখে রসের পন্থ প্রচার করিআ— ঐ
৫। 'আলিরাজা' স্থলে 'কানু সাহা'— ঐ

শাস্ত্র পাঠ অক্ষরে না পুরে সিদ্ধি সাধ ।
হৃদিমূলে পাঠ পড়ি পণ্ডিত বিখ্যাত ॥
অক্ষরের পাঠ পড়ে চর্ম্মচক্ষে দেখি ।
প্রেম পাঠ প্রকাশিত হৃদান্তরে আঁখি[১] ॥
প্রেমের অক্ষর পাঠ থাকে হৃদান্তর ।
সেই পাঠে সর্ব্ব সিদ্ধি পাএ মুক্তি বর ॥
অক্ষর পাঠের গুণ জেহেন রজনী ।
প্রেম পাট গুণ শুদ্ধ যেন দিনমণি[২] ॥
সংসার অক্ষর শাস্ত্র অসার সকল ।
পরম আগম প্রেম পাঠ[৩] সিদ্ধি ফল ॥
শুকা[৪] কাষ্ঠ তুল্য জথ অক্ষর লেখএ ।
পরম পিরীতি পাঠ রস-সিন্ধুময় ॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র জথ পাঠ অক্ষর ।
ব্যক্ত সব পাঠ শুকা কাষ্ঠ সমস্বর ॥
পরম প্রেমের পাঠ আগম গোপত ।
গুপ্ত প্রেম পাঠ পড়ি সিদ্ধি মুক্তিপদ ॥
আদি বেদ জথ পাঠ অনন্ত অপার ।
সে সকল হন্তে ফল সিদ্ধি নাহি সার[৫] ॥

১। 'হৃদান্তরে আখি' স্থলে 'হৃদয়ে হয় আঁখি'—পাঠান্তর।
২। প্রেমের অক্ষর গুণ যেন দিনমণি— ঐ
৩। 'প্রেম পাঠ' স্থলে 'পাঠ প্রেম'— ঐ
৪। শুকা—শুষ্ক।
৫। সে সকল হন্তে সিদ্ধি ফল নাহি আর— ঐ

সমূলে অসার পাঠ সংসারে জতেক।
সিদ্ধির পরম জ্ঞান প্রেম পাঠ এক॥
চারি বেদ আদি পাঠ নহে বট মূল।
পিরীতির এক পাঠ সিদ্ধি বাঞ্ছা কুল॥
এক প্রেম পাঠ সর্ব্ব বাঞ্ছা সপূর্ণিত।
প্রেম পাঠ বিনু বাঞ্ছা সিদ্ধির বর্জ্জিত॥
রূপ সম গুরু নাহি প্রেম তুল্য শিষ্য।
রূপ গুণ হস্তে প্রেম সেবক হরিষ॥
রূপ হএ ভাবিনী ভাবক হএ হেন।
রূপ গুরু আনল সেবক হএ প্রেম॥
এই রূপ গুরু শিষ্য এ তিন ভুবনে।
নাহিক সিদ্ধির পন্থ এই যুগ[১] বিনে॥
যে ভজে যুগল সে রসিক গুণমণি।
ত্রিভুবন হএ যুগপালের নিছনি॥
সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্থূল রূপ যোগশাস্ত্রে কয়।
ভাব যথা তথা রূপ অবশ্য উদয়॥
[মন্তেথ আগম শাস্ত্রে এমত খবর।
রছুলোল্লা কহিছিলা সাহা আলীর উপর॥
প্রভুর গোপন তত্ত্ব আছিল গোপনে।
সেই রত্ন মোহাম্মদ জানাএ আলী স্থানে॥
সে রত্ন প্রভাবে হৈল যোগীগণ সব।
নহে নরকুল সব পাইত লাঘব॥

১। 'এই যুগ' স্থলে 'এই যুগল'—পাঠান্তর।

যে সবে এ তত্ত্ব পালে রছুলী নিয়ম।
তিন কুলে সেই লোক পুরুষ উত্তম॥ *
যথা রূপ তথা সুখ রূপেত পিরীতি।
রূপ বিনু জন্ম নাই প্রেমের ভারতী॥
সিদ্ধির উত্তম মূল দুঃখ হএ সার।
দুঃখেরে করিআ মুল প্রেমের বিকার॥
বিরহের শুদ্ধ মুল প্রেম সে রতন।
পিরীতির মূল রূপ পরম কথন॥
রূপের জে ব্রহ্মা মূল সূক্ষ্ম তনু সার।
রূপের মূলের পরে রূপ নাহি আর[1]॥
[সেই রূপ হস্তে রূপ মূল নাহি আর।
রূপের সাগরে ডুবে জথ বনিজার॥] †
আগম নিগম এই সংক্ষিপ্ত বচন।
রচিলুম গুরুর মূলে[2] পয়ার বন্ধন॥
জে সবে এ তত্ত্ব পালে গুরুপদে ধরি।
সত্য সত্য সে সকল শুদ্ধ ব্রহ্মচারী॥
জে জানিব এ পুস্তক অর্থ সিন্ধু প্রায়।
সে সব ফকির পূর্ণ কহে জ্ঞানরায়॥
জ্ঞান-সাগর পুস্তক নাম ধরি।
আলী স্থানে রছুলে কহিলু কৃপা করি॥

---

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। সেই রূপ মূল হএ সব হস্তে সার— পাঠান্তর।

† বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

২। 'মূলে' স্থলে 'বোলে'— ঐ

সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু রূপে পঞ্চশর।
হীন আলী রাজা[১] কহে রূপের লহর॥

—০—

রাগ বসন্ত—খর্ব্ব ছন্দ।

পয়ার।

নবী বোলে শুন আলী অপূর্ব্ব চরিত।
রূপের জনম বুলি[২] বসন্তের ঋত॥
শূন্য সূক্ষ্ম তনু হএ রূপ শূন্যাকার[৩]।
রূপের[৪] সাগরে সিদ্ধি জথ বণিজার॥
শূন্য সিন্ধু হন্তে ব্যক্ত রূপের সাগর।
সিদ্ধিরূপ সাগরে সমস্ত সদাগর॥
সূক্ষ্ম তনু গোপ্ত কায়া রূপের বেকতে।
জ্ঞানের বাণিজ্য সিদ্ধি কায়া রূপ হন্তে॥
মৃত্তিকার ঘঠরূপে জগতে প্রচার।
মৃত্তিকার ভাণ্ডমূলে শূন্য তনু সার[৫]।
[মৃত্তিকার ভাণ্ড বড় অমূল্য রতন।
মৃত্তিকার ভাণ্ড মূলে আপে নিরঞ্জন॥] *

১। 'আলি রাজা' স্থলে 'কানু ফকিরে'— পাঠান্তর।
২। 'বুলি' স্থলে 'বাণী'— ঐ
৩। 'শূন্যাকার' স্থলে 'স্থূলাকার'— ঐ
৪। 'রূপের' স্থলে 'সে রূপ'— ঐ
৫। সেই ঘঠ পরশিলে সিদ্ধি বাঞ্ছা সার— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

পোতলা লইয়া খেলে যেন[1] বাজিগর।
মাটী ভাণ্ড মূলে খেলে তেমত[2] ঈশ্বর॥
মাটী লক্ষ্যে করতার জগত ব্যাপিত।
মাটী লক্ষ্যে দুঃখ সুখ বাঞ্ছিত পূর্ণিত॥
মাটী লক্ষ্যে নাম ধর্ম্ম কীর্ত্তি রঙ্গ রস।
জ্ঞান ধ্যান সিদ্ধি মুক্তি সকল মানস॥
মাটীর মূরতি বিনে লক্ষ্য নাহি আর।
মাটীর মূরতি হন্তে সব সিদ্ধি সার॥
বিবিধ যতনে[3] প্রভু আপে করতার।
মাটীর মূরতি কৈল্য জগতে প্রচার॥
আপনার জথেক মহিমা নিরঞ্জনে।
মৃত্তিকার কুণ্ডান্তরে রাখিছে যতনে॥
মৃত্তিকার ঘঠমধ্যে এ তিন ভুবন।
মৃত্তিকার পাঞ্জরে আল্লার সিংহাসন॥
মাটী হন্তে গঠি প্রভু মোহন-মূরতি।
তার মধ্যে করে প্রভু আপনে বসতি॥
মূর্ত্তি লক্ষ্যে নানা রূপে করে রস ভোগ।
মূর্ত্তি লক্ষ্যে নানা ক্রিয়া সাধে সিদ্ধিযোগ॥
মৃত্তিকার কুণ্ড বড় অমূল্য রতন।
মাটীর মূরতি মূলে প্রভু নিরঞ্জন॥

১। 'খেলে যেন' স্থলে 'যেন খেলে'— পাঠান্তর।
২। 'তেমত' স্থলে 'জগত'— ঐ
৩। 'বিবিধ যতনে' স্থলে 'নানা যত্ন করি'— ঐ

সপ্ত পুরী চিত্র বিচিত্র নির্ম্মিআছে।
রত্ন স্থল টঙ্গি তথা কাঞ্চনে জড়িছে॥
টঙ্গির হেটেত[1] আছে মহা সরোবর।
শতদল পদ্ম তথা কমল ভ্রমর॥
সপ্তম সাগর এক সরোবর হন্তে।
সপ্তম সাগরের জল বর্ণ সপ্ত মতে॥
লবণ ইক্ষু সুরা সর্পিঃ দধি দুগ্ধ জল।
সকল সাগরে ভাসে কমলের দল॥
সতত সুগন্ধি স্রবে জল সুবাসিত।
দেব ইন্দ্র কোটী কোটী তাহাতে মোহিত॥
মাঝে পদ্মবন তীরে সুবর্ণের ঘাঠ।
কোটী কোটী ইন্দ্র সব সতত করে নাট॥
কেহ নাচে কেহ গাএ সুন্দর কামিনী।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে সুললিত ধ্বনি॥
সুষির আনদ্ধ ঘন আপ্তনাদ তত।
পঞ্চ শব্দ নাম এই স্বরে পঞ্চ মত[2]॥
বংশী আর মৃদঙ্গ কর্ত্তাল আর গান[3]।
বেণু সঙ্গে এই পঞ্চ শব্দ পরিমাণ॥
রাজহংস চক্রবাক পক্ষী লাখে লাখে।
ক্রীড়া কলরব করে মহাসুখে থাকে॥

১। 'টঙ্গীর হেটেত' স্থলে 'সে টঙ্গির হেটে'—পাঠান্তর।
২। এই পঞ্চ শব্দ নাম ধরে পঞ্চ মত— ঐ
৩। বংশী মৃদঙ্গ কর্ত্তাল মুখে গান— ঐ

সুবর্ণ উদ্যান জিনিয়া স্বর্গপুর[1] ।
নানা তরু পুষ্প ফল সুগন্ধি মধুর[2] ॥
নানা পক্ষী কলরব পিক মধুস্বর[3] ।
দেব সুর নর মোহে ঝঙ্কার ভোমর ॥
পীযূষ মধুরী দুগ্ধ ঝরণা বহে নিত ।
নানা রস মিষ্ট বারি সতত স্রবিত ॥
চন্দ্রাদিত্য উদয় সঙ্গেত তারাকুল[4] ।
ছয় ঋত[5] গতাগতি ষষ্ঠ পদ্ম মূল ॥
ষষ্ঠ পদ্ম ষষ্ঠ চক্র ষষ্ঠ ঋত গতি ।
যথা চক্র তথা পদ্ম ঋতুর বসতি ॥
মণি ব্রহ্মা মূলাধার চক্র অনাহেতু[6] ।
আজ্ঞা অধিষ্ঠান এই চক্র বুলি ঋতু ॥
হেমন্ত শিশির ঋত বসন্ত বরিষ ।
গ্রীষ্মক বসন্ত গতাগতি অহর্নিশ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তলেত বসতি ।
তথা জ্বলে রতন প্রদীপ ভাতি ভাতি ॥
শ্রীগোলাহাটে তথা নিত্যানন্দ বাজার ।
পরম সুন্দরী রামা নিত্য দেয় পাসার ॥

---

১ । 'স্বর্গপুর' স্থলে 'স্বর্গপুরী'— পাঠান্তর ।
২ । নানা ফুল ফল তরু সুগন্ধি মাধুরী— ঐ
৩ । 'পিক মধুস্বর' স্থলে 'করে নিরন্তর'— ঐ
৪ । চন্দ্র সূর্য্য উদয়াস্ত সঙ্গে তারাকুল— ঐ
৫ । ঋত—ঋতু ।
৬ । অনাহেতু—অনাহত ।

রম্ভা তিলোত্তমা জিনি অনন্ত কামিনী।
মাণিক্য পাসার বস্তু করে বেচাকিনি॥
নানা বর্ণ দ্রব্য বহু[১] অপূর্ব্ব চরিত।
সকল বিচারি মাত্র না পারি কহিত॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি অমৃত রসাল[২]।
খোর্‌মা নারিকেল মিষ্ট নারাঙ্গি বিশাল[৩]॥
তথা মধ্যে রাজপুরী চল্লিশ হাজার।
সত্তর হাজার টাটি চারি দিগে তার॥
হীরা কাঁসা মণি মাণিক্য রজত কাঞ্চন।
এয়াকুত জড়িত হয় মাণিক্য গঠন॥
[তৈল বাতি বিনা জলে প্রদীপ ঠাই ঠাই।
সর্ব্ব পুরী সমন্বিত প্রদিপ্টা রোশনাই॥] *
তৈল বাতি বিনু জলে প্রদীপ নির্ম্মল[৪]।
সর্ব্ব পুরী মহা দীপ্তি প্রচণ্ড উজ্জ্বল॥
নিশি দিশি অবিরত সতত প্রকাশ।
দুঃখ সুখ সম তথা ঠাকুর নিবাস॥
কায়ারূপ হস্তে জন্মে প্রেমের অঙ্কুর।
প্রেমাঙ্কুর জন্মে যথা তথাতে ঠাকুর॥

১। 'দ্রব্য বহু' স্থলে 'ভিন্যান'— পাঠান্তর।
২। 'অমৃত রসাল' স্থলে 'অমৃতের সার'— ঐ
৩। 'বিশাল' স্থলে 'বেহুমার'— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৪। বিনা তৈলে জ্বলে বাতি প্রচণ্ড নির্ম্মল— ঐ

দুঃখে নাহি বিরস আনন্দ নাহি সুখে।
যথা দৃষ্টি তথা হএ ঠাকুর সম্মুখে॥
তন মধ্যে নৃপতির সহর নগর।
নর পশ্বী পশু পক্ষী কীট বহুতর॥
শূদ্র মোছলমান বৈশ্য নানা জাতি নর।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কবি নৃপ পয়গাম্বর॥
দুর্জ্জন তস্কর মূর্খ উত্তম অধম।
সর্ব্ব ভূতে নিবাসিত[১] প্রভুর নিয়ম॥
সর্ব্ব ভূত বৈসে এক তনের ভিতর।
সর্ব্বভূতে বেয়াপিত আপনে ঈশ্বর॥
সর্ব্বভূত নিরঞ্জন নহে কদাচন।
সর্ব্বভূত হতে ভিন্ন নহে নিরঞ্জন॥
নিরঞ্জন নর নহে নর সমতুল।
প্রভু হন্তে বিচ্ছেদ না হএ নরকুল॥
[প্রথমেত রূপ হৈল নরের আকার।
সেই রূপ মূলে হৈল রছুল আল্লার॥] *
জানিঅ সংসারী সম নহে মোহাম্মদ।
রছুলের হন্তে ভিন্ন না হএ জগত॥
মোহাম্মদ নর হেন না জানিও সার।
নর হন্তে ভিন্ন নহে রছুল আল্লার॥
পঞ্চ তরু কুণ্ডান্তরে চতুর্থ সুমেরু।
জমরুত্ত শিলা হন্তে গঠন সুচারু॥

১। 'নিবাসিত' স্থলে 'বেয়াপিত'— পাঠান্তর।

*। বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

রাজনীতি রাজশোভা মাটীর কুণ্ডান্তর।
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র মহা জ্ঞানবর॥
নানা জ্ঞান ভাল মন্দ জথ পাঠ কথা।
রোগ শোক নানান ঔষধ আছে তথা॥
গুরু শিষ্য আছে তথা অধম প্রধান[১]।
অনন্ত সেবক পাঠ পঠে গুরু স্থান[২]॥
ভাল মন্দ জ্ঞান ধ্যান নানামত ভায।
জ্ঞানের কমল তথা মুদিত প্রকাশ॥
মিত্র অরি শরীরেত আছে যুগ মত।
রামাকান্ত রসে কেলি ভোগে অবিরত॥
কামিনী কামের বশ পুরুষ বিদ্বান।
সুন্দর কামিনীরূপে সিদ্ধি যোগ ধ্যান॥
কামে ভক্ত কামিনী পুরুষ বিদ্যাধর।
কাম হাটে পুরুষের বাঞ্ছা সিদ্ধি বর॥
নিশি দিশি রামাকুল কামে ভক্ত[৩] অতি।
জ্ঞান ধ্যান পুরুষের স্থির থাকে মতি॥
কামে বশ কামিনী পুরুষ জ্ঞানরাজ।
জ্ঞানী ভক্ত সিদ্ধি মুক্ত কামিনীসমাজ॥
কামিনী রূপের রাজা অধিক সুন্দর।
পুরুষ গুণের রাজা অতি জ্ঞানধর॥

১। 'অধম প্রধান' স্থলে 'উত্তম অধম'— পাঠান্তর।
২। 'পঠে গুরু স্থান' স্থলে 'পড়েন উত্তম'— ঐ
৩। 'ভক্ত' স্থলে 'মগ্ন'— ঐ

রূপ ধরে রামাকুল সুন্দর বহুল।
বিদ্যাধর নর সব জ্ঞানেত আমূল ॥
কামিনীগণের সিদ্ধি পন্থ বিবর্জ্জিত।
পুরুষের কুলে তত্ত্ব সিদ্ধি প্রকাশিত[১] ॥
যোগ আর কায়ার অন্তরে সমন্বিত[২]।
জীবাপ্তমা পরাপ্তমা[৩] যুগল মিশ্রিত[৪] ॥
তন সঙ্গে জীবাপ্তমা অবিরত লীন।
পরম আপ্তমা থাকে কায়া হন্তে ভিন ॥
কায়া সঙ্গে জীবাপ্তমা সতত মিশ্রিত।
পরাপ্তমা মন সঙ্গে থাকে প্রতিনিত ॥
কায়া হএ কামিনী পুরুষ হএ মন।
মন হএ রমণী পুরুষ নিরঞ্জন ॥
নর পরী জথেক জগতে তুল্যাকার[৫]।
এ সব কামিনী সত্য তত্ত্ব দড় সার ॥
স্থূল্য সাকার কামিনী ত্রিভুবন।
নৈরাকার পুরুষ সে প্রভু নিরঞ্জন[৬] ॥

১। 'প্রকাশিত' স্থলে 'বিকাশিত'— পাঠান্তর।
২। যোগ আর কায়ান্তরে কায়া সমন্বিত— ঐ
৩। জীবাপ্তমা—জীবাত্মা ; পরাপ্তমা—পরমাত্মা।
৪। 'মিশ্রিত' স্থলে 'চরিত'— ঐ
৫। 'তুল্যাকার' স্থলে 'স্থূলাকার'— ঐ
৬। স্থূল শকতি হএ সাকার কামিনী।
নৈরাকার পুরুষ হএ যেন দিনমণি ॥— ঐ

বিশ্বরূপী আপনি পুরুষ নৈরাকার।
সাকার কামিনী জথ সমস্ত সংসার॥
চন্দ্র হয় কামিনী পুরুষ দিবাকর।
রামাকুল মৃত্যুপদ পুরুষ অমর॥
ভ্রম হয় রামাকুল পুরুষ চেতন।
নিদ্রাএ পীড়িতি রামা পুরুষ জাগন॥
কমলের কলি প্রায় কামিনীর মন।
কমলে বিকাএ মধু কিনে অলিগণ॥
কামিনী কমল জাতি মধুর সাগর।
পুরুষ ভ্রমর জাতি মধু সদাগর[1]॥
কামিনী কুসুম জাতি সুধার বাজার।
সুধা করে অলি জাতি পুরুষ বেপার॥
তনের সহরে মন রাজ সদাগর।
তন কমলেত মন রসের নাগর॥
অমৃত-সাগর নারী কমলের ফুল।
কথ গুণ কমলে ভ্রমরে জানে মূল॥
রসের রসিকে জানে কথ মূল রস।
তনদেশে মন যোগী রসমধ্যে বশ॥
রস হেতু তনে মনে হইল সেবক।
সেবক না হৈলে নহে রসের সাধক॥
তনে মন মনে তন ভেদ নাই থিক[2]।
তনের অন্তরে মন রসের রসিক॥

১। 'সদাগর' স্থলে 'রসকর'— পাঠান্তর।
২। থিক—অধিক।

তন হএ কামাকুল জগত সংসার।
মন হএ পুরুষ সেবক[১] করতার॥
তনের অন্তরে মন মনান্তরে জ্যোতি।
জ্যোতের অন্তরে ধ্বনি উঠে প্রতিনিতি॥
অনাহেতু শব্দ কহে সে ধ্বনির নাম।
সে ধ্বনির তত্ত্ব হন্তে সিদ্ধি মনস্কাম॥
সে হুঙ্কার মূলেত পরম তত্ত্বসার[২]।
তার পরে[৩] যোগ সিদ্ধি পন্থ নাহি আর॥
কমলের কলি প্রায় দিল[৪] এক ঘর।
সতত নূপুর ধ্বনি সে দিল অন্তর[৫]॥
দিল হএ ঘর পদ্ম কলিকা আকৃতি।
সে ঘর অন্তরে চারি গুণের[৬] বসতি॥
সেই ঘর মধ্যে চারি[৭] রাজার আসন।
এক[৮] ঘরে চারি নৃপ করে নিবসন॥
জগতের নৃপ প্রভু আপনে অধিকার।
যোগ (যুগ)? মধ্যে নৃপ হএ রছুল আল্লার॥

১। 'সেবক' স্থলে 'সে প্রভু'— পাঠান্তর।
২। সে হুঙ্কার মুল তত্ত্ব পরম নাম সার— ঐ
৩। 'পরে' স্থলে 'সম' ঐ
৪। দিল—মন।
৫। সতত নিস্বরে ধ্বনি দিলের অন্তরে— ঐ
৬। 'গুণের' স্থলে 'রাজার'— ঐ
৭। 'চারি' স্থলে 'আছে'— ঐ
৮। 'এক' স্থলে 'সেই'— ঐ

নরকে ঈশ্বর হই ইব্লিছ[১] রহিআছে।
তনু দেশ মধ্যে রাজা মনুরা হইছে॥
মোহান্ধদ মন আর নারদ কুমতি।
এ তিন সঙ্গেত[২] প্রভু দিলেত বসতি॥
আপনে জগৎকর্ত্তা প্রভু নিরঞ্জন।
নৃপতির অমাত্য প্রধান দুই জন॥
এক মোহান্ধদ আর ইব্লিছ[৩] দুরাচার।
এ যুগল পাত্র থাকে নিকটে তাহার[৪]॥
এ যুগল মন্ত্রীক সেবক এক মন।
যথাতে নৃপতি তথা তাহা তিন জন॥
যথা তথা গতাগত করে নরপতি।
সেবক উজীর রাখে আপনা সঙ্গতি॥
মন্ত্রীক সেবক রাজা সঙ্গে না রাখিলে।
রাজনীতি চলিতে না পারে রাজ্য হইলে॥
সেবক উজীর যদি না থাকে সঙ্গতি।
ভাল মন্দ না চলে রাজার রাজনীতি॥
পাত্র বিনা পাটে রাজা বসি নাহি ফল।
এ লাগি না ছাড়ে রাজা অমাত্য[৫] সকল॥

১। ইব্লিছ—সয়তান।
২। 'এ তিন সঙ্গেত' স্থলে 'এই তিন সঙ্গে'—পাঠান্তর।
৩। 'ইব্লিছ' স্থলে 'নারদ'— ঐ
৪। এ যুগল পাত্র রাখে নিকটে আমার— ঐ
৫। 'অমাত্য' স্থলে 'মন্ত্রীক'— ঐ

দিলের অন্তরে বৈসে[১] রাজনীতি কাম।
তা হেতু নিসরে ধ্বনি ধ্বনি অবিশ্রাম॥
সে কমলকলি যদি না হএ বিকাশ।
কলিকা অন্তরে ধ্বনি না হয় প্রকাশ॥
বিকাশ না হইলে তবে[২] কমলের কলি।
মাধুরী সুগন্ধি বিনু না গুঞ্জরে অলি॥
পদ্মের কলিকা থাকে যদি সে মুদ্রিত[৩]।
সুগন্ধি মাধুরী তথা না হএ প্রকাশিত[৪]॥
কলি অভ্যন্তরে[৫] ধ্বনি নিসরে সদাএ।
পরম গুরুর হস্তে সেই তত্ত্ব পাএ॥
প্রভুর পরম নাম উঠে সেই ধ্বনি।
গুরু লক্ষ্যে পাএ তার সাক্ষী[৬] পরিমাণি॥
ঈশ্বরের জথ নাম শাস্ত্রের মাঝার।
সব হন্তে সেই নাম অতি ব্রহ্মা সার॥
পুরাণ কোরান বেদে জথ নাম ধরে।
সবে হন্তে সার তত্ত্ব[৭] জে ধ্বনি নিসরে॥

১। 'বৈসে' স্থলে 'করে'— পাঠান্তর।
২। 'তবে' স্থলে 'শুদ্ধ'— ঐ
৩। পদ্মের কলিকা যদি থাকএ মুদিত— ঐ
৪। সুগন্ধি ফুলের তনু না হএ প্রকাশিত— ঐ
৫। 'কলি অভ্যন্তরে' স্থলে 'কলিকা অন্তরে'— ঐ
৬। 'সাক্ষী' স্থলে 'শক্তি'— ঐ
৭। 'সার তত্ত্ব' স্থলে 'সার নাম'— ঐ

অনাহেতু শব্দ জথ সে নাম হুঙ্কার।
গুরু বিনু নাহি তার গোপন প্রচার॥
প্রথমে পরম গুরু শুদ্ধ হএ যার।
তবে সে পরম ধ্বনি শুদ্ধ হএ তার॥
গুরু শুদ্ধ হইলে সে ধ্বনি শুদ্ধ হএ।
ধ্বনি শুদ্ধ হইলে শুদ্ধ হইব হৃদয়॥
হুঙ্কার সাধন হইলে নির্ম্মল হএ মন।
নির্ম্মল হইলে মন শুদ্ধ হএ তন॥
কায়ার সাধন শুদ্ধ হএ জে সবার।
প্রভুর পরম পদ সিদ্ধি হএ তার॥
জথ দিন ধ্বনি শুদ্ধ নহে হৃদান্তরে।
ধ্যানে যোগে অধিক কম্পিত কলেবরে॥
জথ দিন পদ্মকলি বিকাশ না হএ।
সমাধি কুলের তনু কম্পিত সদাএ॥
জখনে কলিকা হএ আরম্ভ মুকুল।
তখনে সমাধি তনু কম্পিত বহুল॥
ধ্বনিমুলে[১] যোগীকুলে যদি করে ধ্যান।
হুঙ্কারের তেজে হএ ধ্বনি কম্পমান॥
ধ্বনি কম্প তেজেত কম্পিত হএ মন।
মর্ম্মের কম্পনা তেজে কম্পে সর্ব্ব তন॥
ধ্বনির মুলেত ধ্যান[২] দোআদশ বৎসর॥
করিলে সে ধ্বনি তবে স্থির হএ বড়॥

১। 'ধ্বনিমুলে' স্থলে 'ভাব মুলে'— পাঠান্তর।
২। 'ধ্যান' স্থলে 'শুদ্ধ'— ঐ

শব্দ[১] স্থির হএ যদি স্থির হএ মন।
মন স্থির হন্তে অতি স্থির হএ তন[২] ॥
তন স্থির হন্তে হএ কায়ার সাধন।
তার পরে নাই আর পরম কথন ॥
জে সব সাধক যোগ সাধে এই মত।
সে সকলে সাধে সিদ্ধি পাএ মুক্তিপদ ॥
মনের কল্পনা সঙ্গে পবনের স্রোতে।
ধ্বনিমূলে ধ্যান ঘন[৩] টানিব ইঙ্গিতে ॥
ধ্বনিমূলে ব্রহ্মা নাম বায়ুর সঙ্গতি।
সেই নাম পবনে চলএ প্রতিনিতি ॥
সেই ধ্বনি পরমহংস কহে সিদ্ধাগণ।
হংসনাম তেজেত নির্ম্মল তন মন ॥
মিশাই পরমহংস পবনের সনে।
পূরক রেচক সঙ্গে[৪] হৃদের কম্পনে ॥
পূরক রেচক সঙ্গে রাখি মহাহংস।
এক যুগ সাধনে[৫] সে শরীর নহে ধ্বংস ॥
এই কম্প[৬] এক যুগ যদি সে করএ।
ধ্বনি মন তন বহু কম্পি স্থির হএ ॥

১। 'শব্দ' স্থলে 'ধ্বনি'— পাঠান্তর।
২। মন স্থির হন্তে স্থির হএ সর্ব্বতন— ঐ
৩। 'ধ্যান ঘন' স্থলে 'ব্রহ্মা নাম'— ঐ
৪। 'সঙ্গে' স্থলে 'বন'— ঐ
৫। 'সাধনে' স্থলে 'সাধিলে'— ঐ
৬। 'কম্প' স্থলে 'কর্ম্ম'— ঐ

হুঙ্কারে মনুরা ষঠ শুদ্ধ হএ তিন।
বহু কম্পে স্থির হএ সার তত্ত্ব চিন॥
কম্প বিনা সিদ্ধার নাহিক সিদ্ধি ফল।
জথ কায়া শুদ্ধ হএ কম্পএ সকল॥
ব্রহ্মতত্ত্ব পন্থ এই সিদ্ধিমূল সার।
নাহিক পরম তত্ত্ব তাতুধিক আর॥
তার নাম অজপা কহেন্ত জ্ঞানীকুল[১]।
ত্রিশ হাজার জ্ঞানমধ্যে এই মহামুল॥
ঈশ্বর ভজনা জ্ঞান আছে নানা মতে।
সে সব প্রধান নহে অজপার হন্তে॥
যাহাকে অজপা কহে সেই জ্ঞান মূল[২]।
আর সব জ্ঞান তরু শাখা ডাল তুল॥
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু সিদ্ধা জ্ঞানবান।
গুরুর কৃপাএ মোর আগমে বেড়ান॥
সাউক পদুয়া হন্তে অজপা প্রধান।
সকল জ্ঞানের রাজা অজপার জ্ঞান॥
তিন নাম হন্তে চলে অজপার নাম[৩]।
তিন হন্তে এক হংস নাম সে উপাম[৪]॥

১। 'কহেন্ত জ্ঞানীকুল' স্থলে 'কহে ঋষিকুলে'—পাঠান্তর।
২। 'জ্ঞান মূল' স্থলে 'নাম মূল'— ঐ
৩। 'অজপার নাম' স্থলে 'অজপার কাম'— ঐ
৪। 'তিন হন্তে এক হএ হংস সে উপাম'— ঐ

তন মধ্যে সরোবর ত্রিপিনীর[১] ঘাঠ।
ত্রিপিনীর তিন নাম পুরে ইন্দ্রনাট॥
ত্রয় শব্দ ভঙ্গি এক হংস মহারাজ।
পূরক রেচক হএ ত্রিপিনীর মাঝ॥
কায়া মনে সমন্বিত গুরুর চরণে।
আগম পাঞ্চালী রচি আলি রাজা[২] ভণে॥

—০—

রাগ তুড়ি বসন্ত—দীর্ঘ ছন্দ।

সকল শরীর হৈলে মুক্তি তনু নাম বোলে
তনের অন্তরে বৈসে ধ্বনি।
ধ্বনি অভ্যন্তরে জ্যোতি জোতান্তরে বাবি[৩] গতি
সমীর অন্তরে চিত্তমণি॥
মনান্তরে বৈসে জ্ঞান জ্ঞানান্তরে বৈসে ধ্যান
ধ্যানান্তরে মোহন মূরতি।
সে মূরতি তত্ত্ব সার সেই কায়া করতার
ব্যক্ত কায়া সে মুরতি জ্যোতি॥
প্রভুর পরম নাম যাকে বোলে জ্ঞানুপাম
সাউক পহুয়া হন্তে বড়। (?)
কোটী কোটী নাম আর সমুখর নহে তার
সেহ বৈসে সমীর অন্তর॥

১। ত্রিপিনী—ত্রিবেণী।
২। 'আলি রাজা' স্থলে 'কানু সাহা'—পাঠান্তর।
৩। বাবি—বায়ু।

সে নাম পরমহংস আর নাম তার অংশ
তাহা হেতু পবন বলবন্ত।
তার মূলে বাবি গতি চলে খরতর অতি
তাহা বিনু চলিতে নারেন্ত॥
বাবি সে নামের বলে মহাশক্তি ধরি চলে
সুস্বর নিঃসরে অবিরত।
সেই বিনে বাবি বন্দী চলিতে না পাএ সন্ধি
ভঙ্গ হএ সব গর্ব্ব রথ॥
সেই নাম রাত্র দিনে জপে সকলের মনে
সেই মূর্ত্তি করিয়া ধেয়ান।
মূর্ত্তির রূপেত চিত্ত ধ্যান করি নিত্য নিত্য
শোষন সঙ্গতি জপে জ্ঞান॥
এই কর্ম্ম করি সবে জীতা থাকে সর্ব্বজীবে
তাহা বিনু না ধরে জীবন।
জীব ধরে জথ জনে এই নাম বিস্মরণে
তিল অর্দ্ধে সবের মরণ॥
পশু পক্ষী কীটগণে ঈশ্বরের গোপ্ত জানে
হৃদে চক্ষু শুদ্ধ প্রকাশিতে।
প্রভুর নিয়ম রাখে তত্ত্ব নাম জপি থাকে
পলটিয়া না পারি কহিতে॥ ৫১৫
জথ পশু পক্ষীগণে গুরু বিনে তত্ত্ব জানে
একে এক শব্দ জেই যার।
গুরু নাহি পশুকুলে এক এক শব্দ বোলে
নানা ভাষা নারে কহিবার॥

নর পরী জথ হএ গোপ্ত আঁখি ঘোরময়
প্রভুর নিয়ম বড় আছে।
চর্ম্মচক্ষে দৃষ্টি হএ মুখে নানা ভাষা কয়
গুরু হস্তে তত্ত্ব জানে পাছে॥
গুরু বিনু পরী নর না পাএ সিদ্ধির বর
হৃদ চক্ষু না হএ প্রকাশিত।
এই ব্রহ্ম তত্ত্ববাণী গুরু হস্তে পরিমাণি
তবে সে নির্ম্মল চক্ষু হৃদ॥
জ্ঞান ধ্যান ভাবি মন এক করে জেই জন
সার তত্ত্ব আগমে বোলএ।
সে মূরতি ঈশ্বর তনু তত্ত্ব সে ঈশ্বর মনু
ঈশ্বরে ঈশ্বর হইলে লয়[1]॥
এই মহা গোপ্ত ব্রহ্ম ঈশ্বর ভজনা কর্ম্ম
এই তত্ত্ব তত্ত্বেত মিলন।
জে সবে এই কর্ম্ম পালে সে সব ফকির মূলে
সে ভক্ত-সাধক মহাজন॥
এই তত্ত্ব গুরু বিনে সর্ব্বলোকে নহি জানে
গুরু হস্তে তার তত্ত্ব পাএ।
একচিত্তে যে সকলে সতত এই পন্থে চলে
সার শুদ্ধ যোগী হইয়া জাএ॥
এই সার জ্ঞান জয় যার হৃদ মনে লএ
সার যোগী হৈল তিন লোকে।

১। ঈশ্বরে ঈশ্বর মিলয়— পাঠান্তর।

আপনার তন মন দড় চিনে জেই জন
সার শুদ্ধ ঋষি বোলি তাকে ॥
জে চিনে আপনা কায় সে বড় জ্ঞানের রায়
সে জানে[১] সবের তন মন ।
জে চিনিল সার মতে আপনার তন[২] হন্তে
ভিন্ন নহে এ তিন ভুবন ॥
তন মূলে করতার তন মোহাম্মদ সার
তন হন্তে কিছু নহে ভিন্ন ।
করতাএ কহিছেন্ত নিজ কায়া জে চিনেন্ত
সে জনে আল্লার পাএ চিহ্ন ॥
জে চিনে আপন কায় ঠাকুরের লাগ[৩] পাএ
বিচার করিলে[৪] নিজ তন ।
মক্কা ঈশ্বরের ঘর নহে তন সমশ্বর
কায়া ঘর প্রভুর গঠন ॥
বিচারি চাইলে[৫] তন পাএ প্রভু দরশন
রছুলে কহিছে বারে বার ।
তন ঈশ্বরের ঘর কায়া লক্ষো সিদ্ধিবর
কোটী মক্কা সম নহে তার ॥

---

১ । 'জানে' স্থলে 'চিনে'— পাঠান্তর ।
২ । 'তন' স্থলে 'কায়া'— ঐ
৩ । 'ঠাকুরের লাগ' স্থলে 'প্রভুর লাগত'— ঐ
৪ । 'করিলে' স্থলে 'করিআ'— ঐ
৫ । 'বিচারি চাইলে' স্থলে 'বিচার করিলে'— ঐ

তন ঈশ্বরের পুরী মহিমা যতন করি
আপনে গঠিছে করতার ।
নর পরী দুতগণে সে মহিমা নাহি জানে
হেন তনু নারে গঠিবার ॥
সে তনু অন্তরে বিধি রাখিছে মহিমা নিধি
ঈশ্বরের মহিমা সাগর ।
মহিমার সিন্ধু তনে বিচারিয়া যোগীগণে
জ্ঞান পাএ নিধি গুণধর ॥
আল্লার পরম বাণী গোপতের তত্ত্ব জানি
যোগী সব হইল নির্ম্মল ।
জানিয়া[১] যোগের নীত আল্লার পরম মিত
ধিক হইল ফকির সকল ॥
ঋষিকুলে নিরঞ্জনে বড় কৈল্য ত্রিভুবনে
কেহ নহে যোগী সমতুল ।
জেই চাএ ঋষিগণে আজ্ঞা দিছে নিরঞ্জনে
সিদ্ধি হইবারে কার্য্য মুল ॥
সিদ্ধা সবে জেই কএ স্মরণেত সিদ্ধি হএ
হেন রত্ন[২] দিছে করতারে ।
বাক্য সিদ্ধি যোগীকুলে ব্যর্থ[৩] নহে জেই বোলে
মৃত্তিকাএ জীবন সঞ্চারে ॥

১। 'জানিয়া' স্থলে 'জে জানে'— পাঠান্তর ।
২। 'রত্ন' স্থলে 'নীতি'— ঐ
৩ 'ব্যর্থ' স্থলে 'বৃথা'— ঐ

চূর্ণবৎ হএ গিরি শুকাএ সাগর বারি
শুষ্ক তরু মেলে ডাল ফল।
যামিনী সময়ে দিন দিবসে রজনী চিন
করে হেন[১] যোগী ধরে বল॥
নর পরী পশুকুলে পক্ষী সিংহ ব্যাঘ্র পালে
আজ্ঞা পালে সর্ব্ব জীব ধরে।
ছত্রধারী জথ রায় চক্রবর্ত্তী ভজে পাএ
ত্রিলোকেত[২] সবে পূজা করে॥
যোগী মুখে তীক্ষ্ণ ধার দিছে প্রভু করতার
জে নিঃসরে ব্যর্থ[৩] নহি জাএ।
ভাল মন্দ জে নিঃসরে সেই মতে ফল ধরে[৪]
হেন শক্তি দিছে করতাএ[৫]॥
যোগী সব গতি মতি কি মন্দ কি ধর্ম্ম নীতি
না বুঝে সংসারী লোকগণে।
সকল নৃপতি কবি নিতান্ত না পাএ ভাবি
না জানেন্ত সকল ভুবনে॥
প্রভুর পরম তত্ত্ব ঋষিগণে জানে সত্য
সিদ্ধাকুল সর্ব্বরূপী হএ।

১। 'করে হেন' স্থলে 'করিবারে'— পাঠান্তর।
২। 'ত্রিলোকেত' স্থলে 'তিন লোকে'— ঐ
৩। 'ব্যর্থ' স্থলে 'বৃথা'— ঐ
৪। সেই মাত্র নহি লড়ে— ঐ
৫। 'করতাএ' স্থলে 'বিধাতাএ'— ঐ

ত্রিলোক মাঝারে জথ রূপ ধরে নানা মত
সর্ব্ব ছবি ফকির ধরএ ॥
সূক্ষ্ম লীলা নিরঞ্জন সূক্ষ্ম লীলা যোগীগণ
সর্ব্ব লীলা বৈরাগী সবান ।
ঋষিকুল সর্ব্বগুণী সর্ব্ব হন্তে শ্রেষ্ঠ মণি
প্রভু সখা সন্নাসী প্রধান ॥
যোগী হএ করতার বৈষ্ণব ঈশ্বর সার
ফকির হএ সার নিরঞ্জন ।
যোগী হএ মোহাম্মদ যোগী হএ ত্রিজগত
ফকির সমস্ত নবীগণ ॥
ফকির নৃপতি সতী ফকির পণ্ডিত জাতি[1]
ক্ষিতি শুদ্ধ[2] ব্রাহ্মণ ফকির ।
ফকির দুঃখিত অতি ফকির সুখের পতি
হীন জাতি ফকির আমীর ॥
ফকির পুরুষ নারী ফকির সে নর পরী
পশু পক্ষী ফকির সকল ।
গগন চন্দ্রিমা উড়ু বিভাবরী দিবা সূর
ফকির সমুদ্র মীন জল ॥
জরা যুবা শিশু যোগী ফকির ঔষধ রোগী
যোগীকুল শোকের সাগর ।
যোগী দাতা মহাজন শিলা পদ্ম যোগীগণ
ঋষিকুল বেশ্যার নাগর ॥

১। 'পণ্ডিত জাতি' স্থলে 'জ্যোতিষ অতি'— পাঠান্তর।
২। 'ক্ষিতি শুদ্ধ' স্থলে 'ক্ষত্রি শূদ্র'— ঐ

বহ্নি বারি বারি ভূমি ফকির সমস্ত গ্রামী
মূল তরু শাখা পুষ্প ফল।
যোগী গুরু শিষ্য পাল সিংহ ব্যাঘ্র সর্প কাল
অশুদ্ধ শুদ্ধ সম্পূর্ণ নির্ম্মল ॥
সুগন্ধ দুর্গন্ধ যোগী যোগী হএ সর্ব্বভোগী
পুষ্প মধু যোগী মধুকর[1] ।
বৈষ্ণব সবের বন্ধু সবানের প্রেম-সিন্ধু[2]
ফকির আনন্দ-সরোবর ॥
ফকির সানন্দ ইন্দু হরিষ সানন্দ সিন্ধু
আনন্দ অনন্ত তরুমূল।
সদানন্দ যোগী চিত গাএ প্রেমানন্দ গীত
সর্ব্ব সঙ্গে মিত্রতা বহুল ॥
নর পক্ষী পশুকুলে যোগী সঙ্গে সর্ব্ব ভুলে
ঋষিকুল আনন্দ সহর।
সানন্দ ঈশ্বর ঋষি আনন্দ নগরবাসী
প্রেমানন্দ পূর্ণ রস-গড়[3] ॥
যোগী প্রেমানন্দ হাট প্রেমের সানন্দ বাট
প্রেমানন্দ পূর্ণ রসনাট।
হরানন্দ জ্ঞান রাখে হরানন্দ জপি থাকে
আনন্দ অক্ষর নাম পাঠ ॥
সানন্দ ফকির কর্ম্ম প্রেমানন্দ মহাধর্ম্ম
প্রেমানন্দ সাগর উৎপত্তি।

১। পুষ্প ফল সব মধুকর— পাঠান্তর।
২। ফকির আনন্দ-সিন্ধু— ঐ
৩। 'গড়' স্থলে 'ঘর'— ঐ

প্রেমানন্দ যোগী নাম   প্রেমানন্দ গুণধাম
প্রেমানন্দ সঙ্গতি বসতি ॥
প্রেমানন্দ সিংহাসন   প্রেম-রস বৃন্দাবন
প্রেমানন্দ অমৃত-লহর।
প্রেমানন্দ-তরুমূল   প্রেমানন্দ ফল ফুল
প্রেমানন্দ রস মধুকর ॥
প্রেমানন্দ করতার   আগমে কহিছে সার
প্রেমানন্দে রহিছে বৈরাগী।
মহিমার রত্ন কুলে   প্রেমানন্দে যোগী ভুলে
নির্ম্মিআছে ফকিরের লাগি ॥
মহিমার সিন্ধু তলে   বিচারিআ যোগিগণে
সর্ব্বানন্দ প্রেম রহে মূলে।
সে তলে পরম বিধি   রাখিআছে রত্ন নিধি
সেই প্রেম যোগী নহি ভুলে ॥
ভুগিলে যোগীর প্রেমে   তিন লোক ক্রমে ক্রমে
সৃজিয়া রাখিল ঠাই ঠাই।
যোগী মোর শ্রেষ্ঠ মিত   ত্রিলোকেত কদাচিৎ
যোগী সমশ্বর কেহ নাই ॥
হেন কেহ যোগীকুলে   প্রেমানন্দ যোগী মূলে
বহু যত্নে করিব পালন।
জে ডুবে যুগল-রসে   মহা প্রেমানন্দে ভাসে
তারে বোলি হবে ত্রিভুবন[১] ॥ (?)

১। 'তার বলি হবে ত্রিভুবন'—এরূপ পাঠ হইবে কি ?

যোগী হএ জথ জন না ভাঙ্গিব কদাচন
প্রেমানন্দ যোগরত্ন নিধি।
প্রেমানন্দ যোগরত্ন জে পালে করিয়া যত্ন
সে সকল উত্তম সমাধি॥
জে করে আনন্দ ভগ্ন দুঃখ হএ তার লগ্ন
সে দুঃখ না খণ্ডে জন্ম ভর[১]।
জে সবে ভাঙ্গিল প্রেম সে কুলে নাশিল ধর্ম্ম
মূলে নাহি সিদ্ধি মুক্তি বর[২]॥
জে দিল পিরীতি ছাড়ি নিরঞ্জন তার বৈরী
নবী আদি সমস্ত ভুবন।
আর্শ চন্দ্র দিবাকর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
এ সবের রিপু সেই জন॥
প্রেমানন্দ ছাড়া যোগ সে সবের মহাদুঃখ
জীতা মৃত দোহ কুল তার।
অন্য দুঃখ কোটী কোটী সহিলে সকল মাটী
মুক্তিপদ নাহি সিদ্ধি সার॥
এক প্রেম দুঃখভার জে সম মহিমা তার
ধন্য কীর্ত্তি নাম তিন লোকে[৩]।
তাহাকে করুণা বিধি সম্পূর্ণ বাঞ্ছা নিধি
জন্মে জন্মে থাকে মহাসুখে[৪]॥

১। 'জন্ম ভর' স্থলে 'জন্মাবধি'— পাঠান্তর।
২। 'মুক্তি বর' স্থলে 'মুক্তি আদি'— ঐ
৩। ধন্য কীর্ত্তি দোহ কুলে যশ— ঐ
৪। জন্মে জন্মে পুথাএ সুখ রস— ঐ

যুগল করিলে যোগ প্রেমানন্দ করি ভোগ
যোগীরে ডরাএ বিধাতাএ।
বাক্য সিদ্ধি হএ অতি সেবা করে চক্রবর্ত্তী
সর্ব্ব জীব সেবক সদাএ॥
নৃপকুল নর পরী পশু পক্ষী বিষধারী
পূজা করে চরণে ধরিয়া।
নানাবর্ণ মূর্ত্তি আনি বস্ত্র রত্ন রাশা রাশি
পদে ভজে আপনে বসিয়া[1]॥
মহা সুখ রত্ন ধন পাই ভুলে জেই জন
গুরুবাক্য ঈশ্বর ভজনা।
তার সিদ্ধি যোগ নাশে দুঃখের সাগরে ভাসে
দোহ কুল হারাএ সেই জনা॥
বিদ্বান হইলে ঋষি ধ্যানযোগে থাকে বসি
গুরু নাম স্মরিআ সদাএ।
জথ পাএ রত্ন ধন সে সুখে না ভুলে[2] মন
প্রভুর নাম নরেত লুটাএ॥
যদি রাজপদ সুখ পাইলে বৈরাগী লোক
সে সকল জানে ভস্মাকার।
যোগীকুল জাতি বৃত্তি যোগপন্থ মহাকৃতি
সতত স্মরএ করতার॥
যোগীকুল সাধি যোগ যদি মাগে রাজভোগ
যোগ রাজ্য দোহান হারাএ।

১। 'বসিয়া' স্থলে 'আসিআ'— পাঠান্তর।
২। 'না ভুলে' স্থলে 'না বান্ধে'— ঐ

দো ভাবের নাহি যশ মুখে চূণ কালী রস
সে সবের ব্যর্থ[1] জন্ম জাএ ॥
সত্য এক ভাব যার বাঞ্ছাকুল পূর্ণ তার
জন্মে জন্মে মহা সুখে রহে।
সুখ রাজপদ ভবে না ইচ্ছে ফকির সবে
প্রেমানন্দ ভোগে সুধাময় ॥
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু প্রেমানন্দ-কল্পতরু
প্রেমানন্দ সিন্ধু হংসরাজ।
হীন আলি রাজা[2] বোলে এ পুস্তক পদের মূলে
জে পালএ সিদ্ধি যোগরাজ ॥
এই বাক্য না হয় ব্যর্থ শুন জ্ঞানীকুল জথ
কহিলুম গুরুমুখে শুনি।
এ পুস্তক পদ অর্থ তবে সে জানিব তত্ত্ব
দুই পক্ষ প্রকারে বাখানি ॥
যার হৃদি তীক্ষ্ণ ধার শক্তি ধরে বুঝিবার[3]
ত্রিশরূপে পদ অর্থ কুল।
বিনু যোগী সিদ্ধাবর এই বাক্য[4] কদাচ মোর
ভাঙ্গিবারে বাক্য রত্ন মূল ॥

—০—

১। 'ব্যর্থ' স্থলে 'বৃথা'— পাঠান্তর।
২। 'আলিরাজা' স্থলে 'কানু সাহা'— ঐ
৩। পারে সেহ বুঝিবার— ঐ
৪। [illegible]

রাগ সিন্ধুড়া—খর্ব্ব ছন্দ।

আনন্দ আরাম।
প্রেমানন্দ রসপুরে ঠাকুর বিশ্রাম॥ ধুয়া[১]॥
নবী বোলে শুন আলি প্রেমানন্দ রায়।
প্রেমানন্দ যন্ত্র গীত করতার পাএ॥
কোটী কোটী সুখেত আনন্দ নহে চিত।
সানন্দ না হএ হৃদ বিনু যন্ত্রগীত॥
নিরন্তরে চতুর্ভিতে যন্ত্রগীতধ্বনি।
মাঝে সিংহাসনে মন নৃপ গুণমণি॥
যথা হন্তে উদ্ভব সিদ্ধির মূলবর।
হৃদের আসন তথা বেশ্যা নটীর ঘর॥
চিত্তের ভক্ষ্য বস্তু কিছু নাহি আর।
নাট যন্ত্র গান ধ্বনি মনের আহার॥
জেই বস্তু যার জেই নিয়মিত ভোগ।
ভোগ ধর্ম্ম উত্তম ব্যবহার সার যোগ॥
ক্ষুধাতে আহার করে মহাধর্ম্ম ফল।
ক্ষুধাহার লাগি বিধি নির্ম্মিছে সকল॥
নানারূপে সর্ব্ব জীবে করিতে আহার।
ত্রিভুবন তা হেতু সৃজিছে করতার॥
পশু পক্ষী নর পরী জথ জীবধর।
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু ক্ষুধার কাতর॥

১। আনন্দ ওহে রাম—
প্রেমানন্দ রসপুরে ঠাকুর বিশ্রাম
আনন্দ ওহে রাম—ধু।—পাঠান্তর।

বার ভোগ জেই বস্তু সেই মহারস।
তত্ব আদি সর্ব্ব জীবে রসমূলে বশ॥
সার হৃদ তন্ত্র যন্ত্র মনের ভক্ষণ।
না রহে কায়ার মধ্যে ভক্ষ্য বিনু মন॥
আন কোটী রস সুখে নহে বিলাসিত।
নিজ ভোগ হন্তে চিত্ত মহা আনন্দিত॥
কোন রূপে প্রভু সেবি পাএ কোন ফল।
একে একে কহি আলি শুনহ সকল॥
কোটী পূজা করেন্ত প্রথমে জে সকল।
কোটী পূজা হন্তে এক স্তুতি সমফল॥
একনাম জপনা সমান গুণ তার[১]।
যদি সে করএ স্তুতি শুদ্ধ কোটী বার॥
কোটী বার প্রভুর নাম জপিলে প্রধান।
তবে ফল হএ এক ধ্যানের সমান॥
ধ্যানযোগ কোটী বার যদি সে করএ।
একবার সমন্বিত সম পুণ্য হয়[২]॥
নয় কোটী বার হন্তে এক এক গান।
গীতের উপরে সিদ্ধিপন্থ নাহি আন॥
কোটীবার মিলনেতে জন্ম হএ গীত।
গান পরে সিদ্ধি-পন্থ নাহি কদাচিত॥
গান হন্তে পূর্ণ ভক্ত প্রভু করতার।
সিদ্ধাকুলে গান হন্তে পাএ সিদ্ধি সার॥

১। এক নাম জপনে হএ সমস্ত গুণ তার— পাঠান্তর।
২। এক নাম সমন্বিত সম পুণ্য নহে— ঐ

মহামন্ত্র গান যন্ত্র তন্ত্র ব্রহ্মনাম।
যন্ত্রগীত হন্তে মহা[১] সিদ্ধি মনস্কাম॥
যন্ত্রগান-রসেত প্রমোদ নিরঞ্জন।
গান যন্ত্র রসেত ভুলিত ত্রিভুবন॥
কায়ার অন্তরে বৈসে ষট্ পদ্মাকুল।
যথা পদ্ম তথা রহে ষট্ চক্রমূল॥
চক্র মূলে বসতি করএ ষষ্ঠ[২] ঋত।
ঋতের অন্তরে বৈসে ষষ্ঠ রাগাগীত॥
গান যথা তথাতে বসতি যন্ত্র তাল।
যন্ত্র যথা তথা চিত্ত বৈসে সর্ব্বকাল॥
মন যথা তথাতে বসতি নিরঞ্জন।
যথা করতার তথা এ তিন ভুবন॥
স্থান জীব এক নাহি প্রভু হন্তে ভিন।
সর্ব্ব জীব সর্ব্ব ঠাম করতার লীন॥
যথা প্রভু তথা মন দোহান সঙ্গতি।
যথা যথা মন প্রভু তথাতে বসতি[৩]॥
যথা ধ্বনি অনাহেতু তনের মাঝার।
ধ্বনিমূলে মন হৃদ মুলেত[৪] ঈশ্বর॥
চক্রমূলে বংশীএ ফুকারে ষষ্ঠ ঋত।
তবে চক্রমূলে বাজে সব যন্ত্রগীত॥

১। 'মহা' স্থলে 'পুরে'— পাঠান্তর।
২। 'ষষ্ঠ' স্থলে 'ছয়'— ঐ
৩। যথা তথা মন প্রভু একত্রে বসতি— ঐ
৪। 'মুলেত' স্থলে 'মুখেত'— ঐ

ঋতু হন্তে পঞ্চ শব্দ বাজে তনান্তরে।
পঞ্চ ধ্বনি এক হইয়া সততে নিঃসরে॥
পঞ্চ শব্দে নিত্য গীত হৃদান্তরে বাজে।
মূলেত নিঃসরে গীত সে ধ্বনির তেজে॥
[বিদ্বান্ হইলে ঋষি গাএ সংস্কার।
বিদ্যাহীন জন মনে জেই মনে যার॥] *
বিদ্বান্ হইলে যোগী গাএ নানা ভাষ।
বিদ্বান বিনু যার মুখে জে হএ প্রকাশ॥
সমাধি বিদ্বান্ হইলে গাএ সংস্কার[1]।
পণ্ডিত না হইলে গাএ জেই মনে যার[2]॥
জ্ঞান ধ্যান শুদ্ধ হইলে নিঃসরয়ে গান।
সত্য সত্য এই বাক্য বৃথা নহে জান॥
[জ্ঞান ধ্যান শুদ্ধ যে করে তত্ত্বমূলে।
অবশ্য নিঃসরে গীত হৃদের কমলে॥] †
জ্ঞান ধ্যান সত্যমূলে জে করে সততে।
অবশ্য নিঃসরে গীত[3] হৃদ মুখ হন্তে॥
হৃদমূলে[4] যার সার শুদ্ধ হএ ধ্যান।
নিঃসরে তা হেতু নানা রস ভাষ গান॥

—০—

*, † বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। 'সংস্কার' স্থলে 'সংস্কৃত'— পাঠান্তর।

২। পণ্ডিত না হইলে গাএ যার যেই রীত— ঐ

৩। নিঃসরএ গান গীত— ঐ

৪। দড় মূলে— ঐ

রাগ তালের রীত (ঋতু ?) ভাগ ।

ছয় রাগ নৃপ অষ্ট রাজ হএ তাল ।
এ সকল দেহমধ্যে হএ মহীপাল ॥
এক এক তালার সঙ্গে হএ ষষ্ট রাণী ।
বাসত্তর তালী অষ্ট তালার কামিনী ॥
বসন্ত মালব রাজা মল্লেয়ার সনে ।
রাণী সঙ্গে বৈসে রাগা দক্ষিণ আয়নে[১] (?) ॥
কর্ণাট শ্রীর সঙ্গে হিল্লোল নৃপতি ।
দেবী সঙ্গে উত্তরের আয়নে (?) বসতি[২] ॥
কায়ামধ্যে বার মাস করিছে আসন ।
যুগল আসনে হএ বৎসর পূরণ ॥
হেমন্ত বসন্ত যুগ ঋতের নৃপতি ।
এক রাজা ছয় মাস করে গতাগতি ॥
উত্তরে হেমন্ত ঋত বসন্ত দক্ষিণে ।
ছয় মাস ভোগ করে চন্দ্রিমা আয়নে (?)[৩] ॥
বসন্ত ঋতুর রাগা বসন্ত রাজন ।
হেমন্ত ঋতুর সনে হিল্লোল চলন ॥
দেবরাণা গুরু স্থানা জওদ সিলাই ।
এই বেদ তাল বৈসে বসন্তের ঠাই ॥

---

১ । 'আয়নে' স্থলে 'কাননে' পাঠান্তর ।
২ । দেবী সঙ্গে উত্তর দিকে আসনে বসতি— ঐ
৩ । 'চন্দ্রিমা আয়নে' স্থলে 'চন্দ্র দিবাগণে'— ঐ

শ্বেতরাণা দমাই রূপক আদিয়ানা।
হেমন্ত ঋতুর সঙ্গে আমনা গমনা॥
অষ্ট তালার যোগ (যুগ ?) অবিরত পূরে।
দুই দিগে ষষ্ট রাগ বংশীয়া ফুকারে॥
দক্ষিণ কাকর[১] (?) স্বর বামেত মকর[২] (?)।
দোহানের সঙ্গে গতি স্বর্গ দিবাকর॥
নিজ ঘর তেজে যদি এ যুগল ঋত।
কাকর মকর দোহ হএ বিপরীত॥
তবে নাট ভঙ্গ যন্ত্র চক্রমূলে ধ্বনি।
ভাটি দিলে রাগ ঋতু না ধরে উজানি॥
গান যন্ত্র[৩] জবে হএ চক্রমূলে শেষ।
মন প্রভু সেখনে[৪] তেজিব তনু দেশ॥
জখনে নৃপতি ছাড়ে পাট[৫] সিংহাসন।
চক্রমূলে পুনি ঋত না করে গমন॥
হেমন্ত বসন্ত জোরে (ডোরে ?)[৬] বান্ধিছে জগৎ।
সে বন্ধন খসিলে সমস্ত একমত॥
যুগ ঋত সূতে বান্ধিআছে ত্রিভুবন।
বন্ধন ছুটিলে[৭] হএ সব একহি বরণ॥

১। কাকর—কা—কার।
২। মকর—ম-কার; 'কাম' শব্দের দুই অক্ষর।
৩। গান যন্ত্র চক্র মূলে যবে হএ শেষ— পাঠান্তর।
৪। 'সেখনে' স্থলে 'তখনে'— ঐ
৫। 'পাট' স্থলে 'আপন'— ঐ
৬। 'জোরে' স্থলে 'যুগে'— ঐ
৭। 'ছুটিলে' স্থলে 'ছিড়িলে'— ঐ

পুরাণ কোরান বেদ ঋতের ভিতর।
এই ঋত বিনু শাস্ত্র না হএ[১] অক্ষর ॥
[কোরান পুরাণ হএ মুখের আলাপ।
যুগ ঋত গুণ মূল প্রভুর কলাপ ॥]*
মহিমার গোপ্ত তত্ত্ব জ্ঞান ব্রহ্মা রীত।
ঋত বিনু ত্রিভুবন না রহে কদাচিত ॥
যুগ ঋত প্রভুর উত্তম যুগ ডুরি।
ঋতমূলে ঈশ্বরের সমস্ত চাতুরী ॥
ভাল মন্দ কর্ম্ম জথ প্রভুর নিজ বলে।
সকল করন্ত এই যুগ ঋতমূলে ॥
জত কার্য্য আপনার গোপতে বেকতে।
সর্ব্ব মূল শাসএ যুগল ঋত হন্তে[২] ॥
সত্ব রজ তমগুণ এই যুগল ঋত।
ঋত যুগলের মূলে প্রভুর চরিত ॥
মকর বসন্ত হএ হেমন্ত আকার[৩]।
হেমন্ত আকার বুলি সমস্ত সংসার ॥
কাকর বসন্ত বুলি মকর হেমন্ত।
সুস্বর বুলিএ বিবু হএ গুল্যাবন্ত (?) ॥
আজি হএ বসন্ত হেমন্ত মঅক্ষর।
ত্রিলোক হেমন্ত বুলি বসন্ত ঈশ্বর ॥

১। 'না হএ' স্থলে 'না ধরে'— পাঠান্তর।
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
২। সর্ব্ব মূল শাস্ত্র হএ যুগ ঋত হতে— ঐ
৩। আকার—কা-কার ?

বৃক্ষ বুলি হেমন্ত বসন্ত হএ মূল ।
অহ বুলি ফল নিশি ধরে পুষ্পকুল ॥
বসন্ত পুরুষ হএ হেমন্ত রমণী ।
বসন্ত জনক হএ হেমন্ত জননী ॥
রজনী পুরুষ হএ দিবস যুবতী ।
ক্ষপাকর কামিনী পুরুষ গ্রহপতি[১] ॥
কাম হএ হেমন্ত বসন্ত ধরি মন ।
হেমন্ত বলিএ চিত্ত বসন্ত শোষণ ॥
পুরক বসন্ত হএ হেমন্ত রেচক ।
বসন্ত ভাবিনী[২] বলি হেমন্ত ভাবক ॥
উত্তরে হিমাইল গিরি আসন হেমন্ত ।
মলয়া গিরির পুরে দক্ষিণে বসন্ত[৩] ॥
মাঘ আদি ষষ্ট মাস মলয়ার রীত (ঋত) ।
হিমাইলের ঘরে গতি করে প্রতিনিত ॥
শ্রাবণ আদি ছয় মাস হিমাইল চেতন ।
মলয়ার ঘরে শুদ্ধ করেন্ত গমন ॥
বসন্ত ঋতের দিগে হেমন্তের গতি ।
হিমাইল সময়ে চলে মার্ত্তণ্ড নৃপতি ॥
যথা রাজা তথা রাণী[৪] দোহান সঙ্গতি ।
কাকে কেহ ছাড়িয়া না করে গতাগতি ॥

---

১ । 'গ্রহপতি' স্থলে 'গৃহপতি'— পাঠান্তর ।
২ । 'ভাবিনী' স্থলে 'ভাবিকা'— ঐ
৩ । দক্ষিণে মলয়া গিরি আসন বসন্ত— ঐ
৪ । 'যথা রাজা তথা রাণী' স্থলে 'যথা রামা তথা রাজা'— ঐ

জেই দিগে জেই ঋত করে গতাগতি।
ঋত সঙ্গে সতত চলএ নরপতি॥
মকর আদি উত্তর অয়নে[১] ছয় মাস।
দিন প্রতি করে গতি কেদারিকা পাশ॥
কর্কট আদি ঋতু মাস দক্ষিণ অয়নে[২]।
বৎসর পূরএ রবি গতি নিজ স্থানে॥
মাঘ আদি রবি শশী নিজ পাট ছাড়ে।
শ্রাবণ আদি জাএ দোহ যার জেই ঘরে॥
জেথনে বসন্ত ছাড়ে আপনার পাট।
সে পাটে চন্দ্রিমা বৈসি পূরে যন্ত্রনাট॥ ৬৫০
বসন্তের বল গর্ব্ব সকল নাশিয়া।
রাজ্য পালে শশী নিজ বশেত করিয়া॥
শ্রাবণ আসিলে রাণী পাট জাএ ছাড়ি।
নিজ পাটে বসি রাজা করে অধিকারী॥
নিজ দেশ নরপতি শাসিতে নহি পারে।
অধিকারী করে নৃপ রাণীর সহরে॥
বসন্তের দেশে রাজা হএ সমাদর।
হেমন্তের দেশে নৃপ রবি লএ কর॥
যুগ রাজা নিজ দেশে না করএ ভোগ।
অধিক সানন্দে থাকে রাজ্য কুল লোক॥ ৬৫৫

১। 'উত্তর অয়নে' স্থলে 'উত্তরে আসন' পাঠান্তর।
২। 'অয়নে' স্থলে 'আসনে' ঐ

যদি দোহ নিজ দেশে হএ অধিকার।
ষষ্ঠ ঋত মধ্যে[১] রাজ্য কুল হইব উজার[২] ॥
যুগ নৃপ সনে যদি না থাকে পিরীতি।
পলকে হইব নষ্ট সমস্ত বসতি ॥
গতিশক্তি জনকের যদি হএ অন্ত।
যুগল অয়নে[৩] হইলে রাণী বলবন্ত ॥
[বসন্তের ঘরে যদি বসন্ত নৃপতি।
হেমন্তের নিজ গৃহে হএ অধিপতি ॥] *
রাজ্যকুল তিলেকে হইব অনাচার।
কদাচিত না থাকিবে এইরূপ সংসার[৪] ॥ ৬৬০
যুগল অয়নে রাণী[৫] হইলে প্রকাশ।
দণ্ডেকের প্রহরে হইবে রাজ্য নাশ ॥
হেমন্ত বসন্ত যদি না থাকে মিলন।
মন প্রভু তখনে তেজিব[৬] সিংহাসন ॥
[হেমন্তের ঘরে যদি বসন্ত রাজন।
যুগ রাজার মিলনে সে বৎসর পূরণ ॥] †

১। 'ষষ্ঠ ঋত মধ্যে' স্থলে 'তিল অর্দ্ধে'— পাঠান্তর।
২। 'উজার' স্থলে 'অনাচার'— ঐ
৩। 'অয়নে' স্থলে 'আসনে'— ঐ
*, † বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ॥
৪। কদাচিত এইরূপে না থাকে সংসার— ঐ
৫। 'অয়নে' স্থলে 'আসনে'— ঐ
৬। 'তেজিব' স্থলে 'ছাড়িব'— ঐ

হেমন্ত বসন্ত দোন ঋতুর প্রধান।
জানিব ঋতের গতি হইলে বিজ্ঞান॥
বিষুরে[১] চাহিব লোকে হই সাবধান।
গুরুমুখে শুনিয়া তাহার পরিমাণ[২]॥
মূল ফুল যুগ বিষু কেদার উত্তরে।
জল স্থল বিষু দুই[৩] আদিত্যের ঘরে॥
এহার অন্তরে আর দুই বিষু হএ।
ষষ্ট ঋতে ছয় বিষু আলি রাজা কএ॥
বিষুর ঋত সকলে জানে দড় মতে।
জীয়ন মরণ তত্ত্ব পাইব বুজিতে[৪]॥
বিষু ঋত ভাগ মর্ম্ম জে সকলে জানে।
জীয়ন মরণ পন্থ শুদ্ধ মতে[৫] চিনে॥
জীয়ন মরণ মূল ষষ্ট ঋতু মাজে[৬]।
অমূল্য রতন ঋতু কহে মুনিরাজে॥
ষষ্ট ঋত মধ্যে[৭] রাজা হেমন্ত বসন্ত।
শক্তি নাহি কবিকুলে জানিবারে[৮] অন্ত॥

১। 'বিষুরে' স্থলে 'বিষুর ঋত'— পাঠান্তর।
২। শুনিব গুরুর মুখে তার পরিমাণ— ঐ
৩। 'বিষু দুই' স্থলে 'যুগ বিষু'— ঐ
৪। জীয়ন মরণ তত্ত্ব যে পারে বুঝিতে।
বিষু ঋত সে সকলে জানে ভাল মতে॥— ঐ
৫। 'শুদ্ধ মতে' স্থলে 'সে সকলে'— ঐ
৬। জীয়ন মরণ ষষ্ঠ ঋতুর মূল মাঝ— ঐ
৭। 'ঋত মধ্যে' স্থলে 'ঋতুর'— ঐ
৮। 'জানিবারে' স্থলে 'বুঝিবারে'— ঐ

বসন্ত পুরুষ হএ হেমন্ত কামিনী।
বসন্ত ভাবক হএ হেমন্ত ভাবিনী॥
নিশা হএ ভাবক ভাবিনী নিশাকর।
দিবা বুলি ভাবিনী ভাবক দিবাকর॥
পিরীতি উলটা রীত বুঝ সাধুগণ।
ভাবিনী ভাবক সঙ্গী হইল কি কারণ॥
পিরীতি উলটা রীত[১] যদি সে না হএ।
কি লাগি না হএ রবি রাত্রিতে উদয়॥
দিবসে উগিলে চন্দ্র মন্দ কেনে জ্যোতি।
তত্ত্বমূলে বুঝ সিদ্ধা পলটা পিরীতি॥
স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস।
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস[২]॥
বসন্ত হইল ভক্ত কেদারিকা[৩] সঙ্গতি।
যামিনী চন্দ্রিমা লই ভক্ত হইল অতি॥
ভক্ত হইল প্রভাকর দিনের সহিত।
ভক্ত বিনু সিদ্ধি কর্ম্ম নাহি কদাচিত॥
নিশা রবি বসন্ত পুরুষ মূল গণি।
হেমন্ত চন্দ্রিমা দিবা সারেত কামিনী॥
একাএকি কদাচিত নাহি প্রেমরস।
যুগল হইলে পূরে সকল মানস[৪]॥

১। 'রীত' স্থলে 'পন্থ'— পাঠান্তর।
২। পরকীয়া সঙ্গে প্রেম করিতে মানস— ঐ
৩। 'কেদারিকা' স্থলে 'কেদার'— ঐ
৪। 'সকল মানস' স্থলে 'প্রেমের মানস'— ঐ

তা হেতু যথা নর তথা রামা জাএ।
যথা রামা তথা নর ভুলিত সদাএ ॥
কায়া বুলি বসন্ত হেমন্ত হএ মন[১]।
দেহ সঙ্গে মন বন্দী প্রেমের কারণ ॥
সতত শরীর মধ্যে যুগ ঋত বহে।
হেমন্ত মলয়া[২] বিনু তনু না চলএ ॥
জে সবে তপস্বী হএ মহন্ত পণ্ডিত।
সর্ব্ব কর্ম্ম[৩] সাধিবারে চারি যুগ রিত (?) ॥
হিমাইল মলয়া ঋতু জানিও যোগ মূল।
যোগীকুলে সাধনা করিব কার্য্য কুল ॥

—o—

ভক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ভক্ষণ রমণ শব্দ কীর্ত্তি মনোরথ।
চরাচর দান এই কর্ম্ম ষষ্ঠ মত ॥
জেথনে মিত্রের অশ্বে শুদ্ধ করে গতি।
ষষ্ঠ কর্ম্ম যতনে সাধিব[৪] জ্ঞানমতি ॥
হংস গতি পূর্ণ সিদ্ধি শুদ্ধ কলেবর।
হংসগতি করি ভোগ হইব অমর ॥]*

১। কায়া হএ হেমন্ত বসন্ত হএ মন— পাঠান্তর।
২। 'মলয়া' স্থলে 'বসন্ত'— ঐ
৩। 'সর্ব্ব কর্ম্ম' স্থলে 'ষষ্ঠ কর্ম্ম'— ঐ
৪। 'সাধিব' স্থলে 'পালিব'— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

হংসগতি পূর্ণ সিদ্ধি সাধে কার্য্যকুল।
নিঃস্বার্থে[১] সাধিলে ধিক প্রেমানন্দ মূল॥
কোন কর্ম্ম না করিব বান্ধবের ঘরে।
অহ গতি কার্য্যকুল করি দুঃখে মরে॥
কার্য্য এক না করিব শশী পূর্ণ বাণে।
সাধিলে[২] বিকল দুঃখ কএ মুনিগণে॥
[পক্ষ মধ্যে চারি তিথি পঞ্চমী অষ্টমী।
একাদশী ত্রয়োদশী তাতে ভালে নামি॥]*
সত্য সত্য এই বাক্য পালিব যোগীগণ।
পরম পরশ মণি অমুল্য রতন॥
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু হৃদের কলিকা।
আগমেত পূর্ণোদধি নিগমে সারিকা॥
গুরুর কমল-পদে ভজি কায়মনে।
ষষ্ঠ ঋতু পঞ্চালিকা আলি রাজা ভণে॥

—o—

রাগ পঞ্চম—খর্ব্ব ছন্দ।

পয়ার।

শুন সাহা আলি তুমি জ্ঞান-পঞ্চানন।
কহিমু যোগের কথা এনাল (?) বরণ॥

১। 'নিঃস্বার্থে' স্থলে 'নিশাতে'— পাঠান্তর।
২। 'সাধিলে' স্থলে 'করিলে'— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুঁথিতে অধিক আছে।

দিবসের শেষ অর্দ্ধ রাত্রি অর্দ্ধ আদি[১] ।
তাহারে রজনী পূর্ণ কএ যোগবিধি ॥
অন্ত অর্দ্ধ নিশি কাল আদি আদ্য দিন[২] ।
এহারে দিবস কহে সার মূলে[৩] চিন ॥
[দিবসের শেষ ভাগে নিশির আদ্য আদি ।
এহারে নিশি রাত্র কহে জ্ঞান বিধি ॥
রাত্রিশেষ অর্দ্ধ হইতে দিন আদি অর্দ্ধেক ।
এই জে দিবস পূর্ণ কহে সার দেখ ॥] *
এই সে কহিলুম নিশি দিবার লক্ষণ ।
দড় মতে সার এই জানে মুনিগণ ॥
এই মতে নিশি দিন হৃদে প্রত্যয় করি ।
কার্য্যকুল সাধে যোগী এহারে বিচারি ॥
জল পান ছিনান ভোজন নিদ্রা রতি ।
এ নিশিতে কদাপি না করে গুণমতি ॥
কালের সমান নিশি কহে বিধিভাবে ।
বিকালে সাধিলে কর্ম্ম বিকালে গরাসে ॥
জে করে বিকালে[৪] কর্ম্ম কালে তারে খাএ ।
দিবসে সাধিব কার্য্য সুখ সিদ্ধা পাএ[৫] ॥

---

১ । দিবসের শেষ আদ্য রাত্রি আদ্য আদি— পাঠান্তর ।
২ । অন্ত আদ্য নিশাকাল আদি আদ্যে দিন— ঐ
৩ । 'মূলে' স্থলে 'তত্ত্ব'— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।
৪ । 'বিকালে' স্থলে 'বেকালে'— ঐ
৫ । দিবসে করিলে কর্ম্ম কুশল সদাএ— ঐ

জলপান ছিনান নিদ্রা ভোজন মৈথুন।
এ দিবসে কবি ঋষি করিবে সাধন॥
দিবসে করিলে[১] কর্ম্ম শুভ তার ফল।
রবির কিরণে নাশে আপদ সকল॥
নিশিতে সাধিলে কার্য্য না তাপে তপনে।
বিকালে করিলে নষ্ট হএ তেকারণে॥
রবির যৌবনে কর্ম্ম সাধিলে কুশল।
ভাটি দিলে রবি অতি[২] রোগে পাএ বল॥
অতি নিদ্রা ভোজন করিতে না জুয়াএ।
বহু নিদ্রা মহাকাল কহে জ্ঞান রায়॥
যথ নিদ্রা তথ কাল জ্ঞান বিবর্জ্জিত।
মৃত্যু প্রায় তনু গড়ে অধিক কুৎসিত[৩]॥
[নিদ্রাকালে মৃত প্রায় শরীর কাতর।
ফল ফুল না ধরে যেন মৃত কাষ্ঠবর॥]*
নিদ্রাকালে পশুবুদ্ধি জ্ঞান মূলে হীন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নিশি দিশি কিছু নহে ভিন॥
নিদ্রাকালে তনু শুকা কাষ্ঠ সমতুল।
শুকা তরু কোথাতে ধরিছে ফলফুল॥
নিদ্রা হন্তে কায়া হএ শিলার সমান।
শাখা-পত্র-ফলফুল-বর্জ্জিত পাষাণ॥

১। 'দিবসে করিলে' স্থলে 'এই দিনে করে'— পাঠান্তর।
২। 'রবি অতি' স্থলে 'শরীর অতি'— ঐ
৩। নিদ্রাকালে তনু শুকা অধিক কুশ্চিত— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

শত অব্দ শিলা পরে হৈলে বরিষণ।
জন্ম নহে তৃণ তরু তাতে কদাচন॥
বৃষ্টি হইলে মেদিনী উপরে একবার।
জন্ম হএ তৃণ তরু অনন্ত অপার॥
চৈতন্য মেদিনী প্রায় পাষাণ শয়ন।
বহু নিদ্রা তপস্বী না করে কদাচন॥
যোগী নিদ্রা শয্যাতে না করে নিশাকালে।
জ্ঞান ধ্যান বুদ্ধি নষ্ট হএ নিদ্রা গেলে[1]॥
রজনী সময়ে নিদ্রা মহাবিপরীত।
দিনে দিনে বুদ্ধি ক্ষীণ উলমত[2] চরিত॥
আহারী সবের পরে নিদ্রা অতিশয়[3]।
সর্ব্বভূত অধিকার নিদ্রাতে করএ॥
কিন্তু নিদ্রা না গেলে ধৈর্য্য নহে মন।
দিবসেত করে যোগী কিঞ্চিৎ শয়ন॥
যোগীকুলে যোগ্য নিদ্রা দিবসে করএ।
দিবসে শয়ন হন্তে বুদ্ধি না টুটএ॥
মৎস্য মাংস যোগীকুলে না করে ভক্ষণ।
দোষ নাহি অল্প অল্প করিলে ভোজন॥
রস বস্তু যোগীকুলে না করিব[4] ভোগ।
রস হন্তে চক্রমূলে সিদ্ধি নহে যোগ॥

১। অল্প নিদ্রা দিবসে যোগী করে ধ্যান মূলে— পাঠান্তর।
২। উলমত—উন্মত্ত, উন্মাদ।
৩। আহারী সবের নিদ্রা হএ অতিশয়— ঐ
৪। 'করিব' স্থলে 'করেন্ত'— ঐ

জ্ঞান কমল বন্দী রস ভোগ হনে[১] ।
রসতা না করে ভোগ যোগী তেকারণে ॥
ভক্ষ্য বস্তু হেতু যোগী না হইব বিকল[২] ।
চেষ্টা না করএ বস্তু ভক্ষক সকল[৩] ॥
ভোজনের দৈব্য সব রাখে প্রভু দাতা ।
এক প্রভু ত্রিজগতে সব পালয়িতা ॥
সেই প্রভু এক কর্ত্তা ত্রিজগসেবক ।
ত্রিলোকেত সর্ব্ব জীব তাহার পালক ॥
সেবকের যোগ্য কর্ম্ম রহিব সেবাএ ।
ঈশ্বরের যোগ্য কর্ম্ম সেবক পালাএ ॥
দাসকুলে যোগ্য কর্ম্ম ঈশ্বর সেবিব ।
ঈশ্বরের কর্ম্ম সব সেবক পালিব ॥
ঈশ্বর সেবিব দাসে এক কায়া মনে ।
সেবক পালিব কর্ত্তা জেই মত জানে ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম নীতিমূল জানে করতার ।
নীতি জানি দিতে আছে যার জে আহার ॥
যাকে জেই ইচ্ছা প্রভু করে নিজ হস্তে ।
ত্রিলোকেত সবে মিলি না পারে রাখিতে ॥
নিজ শ্রদ্ধা হস্তে প্রভু জগৎ পালএ ।
নিজ ইচ্ছা হস্তে প্রভু জগৎ চালাএ ॥

১। হনে—হস্তে, হইতে।
২। 'বিকল' স্থলে 'কাতর'— পাঠান্তর।
৩। চেষ্টা না করিব যোগী ভক্ষ্য রসকর— ঐ

নর পরী পশু পক্ষী পতঙ্গ জীবন।
কীট বহ্নি বাবি বারি ভূমি ত্রিভুবন॥
এ সব পালনা কর্ত্তা এক করতার।
নিতি জানি দিতে আছে যার জে আহার॥
যার শ্রদ্ধা জেই বস্তু জে জীবে জে খাএ।
হেন তত্ত্ব জানি প্রভু সবেরে জোগাএ॥
কথ কথ জীব আছে অন্ধ বোব কাল[১]।
তার ভোগ দিতে আছে এমনি দয়াল[২]॥
হস্ত পদ বলহীন বহু জীব ধরে।
তা সব আহার বন্দী না করে ঈশ্বরে॥
জথ দিন জেথা রাখে দিবেন আহার[৩]।
রিজিক হইলে শেষ মৃত্যুপদ সার॥
সর্ব্ব বস্তু লাগি যোগী চিন্তা না করএ[৪]।
ভোগে ভাগ্যে জে ধরিছে আপনে আসএ[৫]॥
জগৎ সবের রিজিক প্রভুর ভাণ্ডারে।
রাখিছে কুলুপ করি এক করতারে[৬]॥
[নির্ণয় নাই চিহ্ন নাই ঈশ্বর বুলিতে।
ভাল মন্দ কর্ম্ম ধর্ম্ম এই সব হইতে॥] *

১। 'বোব কাল' স্থলে 'কাল বোব'— পাঠান্তর।
২। নীতি জানি দিতে আছে নিয়মিত ভোগ— ঐ
৩। জথ দিন জীতা রাখে দিবেন্ত আহার— ঐ
৪। 'চিন্তা না করএ' স্থলে 'না হইব কাতর'— ঐ
৫। ভোগ ভাগ্যে ধরিলে সে মেলে বহুতর— ঐ
৬। 'এক করতারে' স্থলে 'জগত ঈশ্বরে'— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

যার জে নিয়ম রুজি জানে প্রভু আপে।
মুক্ত করি কুলুপ ভাণ্ডারে রুজি মাপে ॥
সবের নিয়ম লেখা আর্শের মাজারে।
লেখারূপে যার জেই ভাগ দিব তারে ॥
ঈশ্বরের নিজ হস্তে ভাণ্ডারের কুঞ্জি ॥
মুক্ত হইলে সবে পাএ যার জেই রুজি ॥
যাবতে না হএ মুক্ত ভাণ্ডারের দ্বার।
নানা ছলে বলে রুজি না হএ কাহার ॥
যার লাগি কুঞ্জি মুকল[১] হইবে জেখনে।
বিনু ছলে বলে রুজি পাইবে[২] আপনে ॥
এথ জানি ক্ষমা ধরি ঈশ্বর সেবিব।
জেখনে জে করে প্রভু সহিয়া থাকিব ॥
নানা রিপু ভয় পাইয়া[৩] না বাসিব ডর।
ভয় পাইলে যোগীকুলে সিদ্ধি নাহি[৪] বড় ॥
সর্ব্ব বলা হস্তে কিন্তু যদি রাখে ভীত।
যোগমূলে সিদ্ধি নাহি তার কদাচিত[৫] ॥
রেণু সম হৃদে যার ক্রোধের প্রকাশ।
পুনি পুনি নাই তার যোগসিদ্ধি আশ ॥

১। মুকল—মুক্ত।
২। 'পাইবে' স্থলে 'মিলিবে'— পাঠান্তর।
৩। 'ভয় পাইয়া' স্থলে 'সঙ্কটেত'— ঐ
৪। 'সিদ্ধি নাহি' স্থলে 'না পাইব'— ঐ
৫। [illegible] ঐ

ক্রোধ হন্তে সিদ্ধিপন্থ সমূলে বিনাশে।
তেকারণে সকল ফকির ক্রোধ গরাসে[1] ॥
হিংসা রোষ জে সকলে সমূলে জ্বালাএ।
সিদ্ধিপন্থ সে সকলে হাতে হাতে পাএ ॥
হিংসা ক্রোধ তেজিলে নির্ম্মল হএ হৃদ।
চিত্ত শুদ্ধ হৈলে পূরে সকল বাঞ্ছিত ॥
হিংসা ক্রোধ দড় মুলে ক্ষমে জেই জনে।
সেবক পালএ প্রভু অনেক যতনে ॥
আপনার মন শুদ্ধ করে জেই জনে।
রিপু বৈরী সে সবের নাই ত্রিভুবনে[2] ॥
মূল শুদ্ধ হইলে সকল সিদ্ধি তার।
চিত্ত শুদ্ধ হইলে সিদ্ধি না লুকিব আর ॥
যার মন শুদ্ধ হয় সর্ব্বরূপে জয়।
সার কবি সার যোগী সেই সকল হয়[3] ॥
মনুষ্য বুলিয়ে শুদ্ধ সেই সকল জন।
জগতে মনুষ্য সব নহে কদাচন[4] ॥
পশু কীট সম রূপ সকল সংসারে।
শুদ্ধ মন উত্তম মনুষ্য বুলি তারে[5] ॥

১। তেকারণে ক্রোধ সব ফকিরে গরাসে— পাঠান্তর।
২। রিপু বৈরী না হএ তার এ তিন ভুবনে— ঐ
৩। 'সে সকল হয়' স্থলে 'ফকির বোলএ'— ঐ
৪। মনুষ্য জগতে সব নহে কদাচন।
মনুষ্য বুলিএ শুদ্ধ জে চিনএ তন ।— ঐ
৫। [illegible]

[নররূপ মনুষ্য সব নাহিক জগতে।
পশু পক্ষী কীট প্রায় আসিল ভ্রমিতে ॥] *
সত্যবাদী সাধু লোক যার শুদ্ধ মন।
সত্যবাদী লোকের সেবক ত্রিভুবন ॥
সত্যবাদী লোক সঙ্গে প্রভুর পিরীতা।
ত্রিভুবনে সত্যবাদী লোক মহা দাতা ॥
সত্যবাদী লোকের সঙ্কট মূলে নাশ।
সত্যবাদী লোক হএ স্বর্গপুরে বাস ॥
প্রভুর গৌরব সত্য পালনের পরে।
নর পরী পশু পক্ষী সবে সেবা করে ॥
নরকুলে সত্যবাদী দড় যোগিগণ।
প্রভুর গোপন তত্ত্ব অমূল্য রতন[1] ॥
যোগীরে অমূল্য রত্ন দিছে নিরঞ্জনে।
তা হেতু উত্তম যোগী হইল ত্রিভুবনে ॥
সাধু বুলি সতী বুলি শুদ্ধ যোগীগণ[2]।
সত্যবাদী মুনি কহে যার শুদ্ধ মন ॥
উত্তম নাগর বুলি কবি বুলি ঋষি।
চতুর বিনোদ বলি রসিক তপস্বী ॥
না করিবে যোগী সবে অধিক শৃঙ্গার।
ভুগিব মদন-রস মাসে একবার ॥

---

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। প্রভুর গৌরব মিত্র গোপন রতন— পাঠান্তর।

২। সাধু বুলি সতী যোগী শুদ্ধ ঋষিগণ— ঐ

[পক্ষ মধ্যে চারি তিথি পঞ্চমী অষ্টমী।
একাদশী ত্রয়োদশী তাতে ভাল নামি ॥] *
শরীরেত মণিচন্দ্র সবের উত্তম।
তার তেজে যোগসিদ্ধি সকল বিক্রম ॥
তনমধ্যে মণিচয় ভাণ্ডার প্রধান ॥
তার বলে কল বল বুদ্ধি শুদ্ধ জ্ঞান ॥
চন্দ্রের ভাণ্ডার যদি শূন্য হএ মূলে।
কোন কর্ম্ম সাধিতে না পারে নরকুলে ॥
গগনের চন্দ্র বিনু যেমত সংসার।
শরীরেত চন্দ্র হএ[১] তেমন প্রকার ॥
[চন্দ্র বিনু গগনেত হএ অন্ধকার।
মণিচন্দ্র বিনু নর শরীর অঙ্গার ॥] †
চন্দ্র হন্তে জীয়ে নর চন্দ্র বিনু মরে।
তা হেতু রমণী সিদ্ধা অধিক না করে ॥
বরিষেত ঋতু রতি এক দুই মাসে।
তাতে কিছু তেজিবারে কহে জ্ঞানী ভাষে[২] ॥
জথ রতি অল্প করে তথ যোগ ধন্য।
বহুল রমণ হন্তে ভাণ্ড হএ শূন্য ॥

---

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। 'চন্দ্র হএ' স্থলে 'মণিচন্দ্র'— পাঠান্তর।

† বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

২। বরিষেত এক দুই করএ রমণ।
তাতে কিছু তেজিবারে কহে মুনিগণ ॥— ঐ

শরীরের মূল হএ মণিচন্দ্র সার।
মূলে ভার করি চলে জথ বণিজার[১] ॥
মূল হেতু তরুকুলে জীবন ধরএ।
মূল বিনু ত্রিলোকেত সকল মরএ[২] ॥
জল বিনু সাগরেত কথা রহে মীন।
সূর্য্য বিনু সংসারেত কাহাকে বোলে দিন ॥
তেমতি শরীরে হএ চন্দ্র মহাধন[৩]।
দিন তিথি জানি যোগী করিব রমণ ॥
ভাঙ্গা ঘর ভাঙ্গা বস্ত্র যোগীর নিয়ম।
নৃপ দাতা পাশে কভু না করে আশ্রম ॥
দুঃখীর সমীপে কিবা বনেত রহিব।
নিজ দেশে কিবা পন্থ আশ্রমে বঞ্চিব[৪] ॥
নানা দেশ ভ্রমিলে অবশ্য আয়ু নাশে।
নানা স্থানে তেকারণে না ফিরে দর্ব্বেশে ॥
অতি দীর্ঘ শ্বাস বহে চলিতে সময়।
গমনের দীর্ঘ শ্বাসে আয়ু বিনাশএ[৫] ॥
এক ঠামে বসিয়া সাধিব সিদ্ধি যোগ।
এক কর্ত্তা আছে দিব সর্ব্ব বাঞ্ছা ভোগ ॥

১। বণিজার—বণিক্।

২। মূল নষ্ট করি লোক অল্প দিনে মরে।
মূল বিনু তরুকুল জীব নহি ধরে ॥— পাঠান্তর।

৩। তেন মত শরীরেত মণি মহাধন— ঐ

৪। নিজ দেশে আশ্রমে কিবা পন্থেত বসিব— ঐ

৫। গমন রমণ শ্বাসে আয়ু নষ্ট হএ— ঐ

ভিন্ন দেশে দেশে কিবা যথা তথা জাএ।
এক স্থানে বসি প্রভু সেবিব নিশ্চয়[১] ॥
এক স্থানে বসি জে সকলে সাধে জ্ঞান।
সর্ব্ব যোগী হন্তে সেই তপস্বী প্রধান ॥
নানা দেশে প্রবাস যে সবে করএ।
সে সবের বহু দুঃখ মুনিরাজে কএ ॥
মরণ শয়ন অতি সঙ্কট ভোজনে।
মনে মাত্র গতাগতে দুঃখ পাএ মনে[২] ॥
বহু দুঃখ পাএ যোগী পরবাস হন্তে।
ভারতী বিশাল হএ বিচারি কহিতে ॥
গমন ভোজন আর রমণ শয়ন।
এ সকল বহু না করিব মুনিগণ ॥
এ সব করিলে বাবি বহে খরতর।
দীর্ঘ শ্বাসে আয়ু নাশে নষ্ট কলেবর ॥
সর্ব্ব মুলে হানি করে[৩] দীর্ঘ শ্বাস হন্তে।
এ চতুর্থ[৪] কর্ম্ম যুক্ত নিয়মে রাখিতে ॥
গমন শয়ন রতিভুঞ্জন ভোজন।
এ চারি বিশেষ হন্তে চঞ্চল পবন ॥

১। এক স্থানে বসি সেবা করিব করতাএ— পাঠান্তর।
২। শয়ন রমণ গমন সঙ্কট ভোজনে।
মল মুত্রে দুঃখ পাএ গতাগত মনে ॥— ঐ
৩। 'সর্ব্ব মুলে হানি করে' স্থলে 'সর্ব্ব মুল করে হানি'— ঐ

সংসার উজার হএ বায়ু খরতর ।
চকিতে থাকিতে সেই হইব অমর[১] ॥
সেবকের কুশল সে আজ্ঞা যদি পালে ।
পালিতে নারিলে নষ্ট হইব সমূলে ॥
[সর্ব্বস্থানে ভাবি ভুগি জপ নিজ নাম ।
দুঃখে সুখে ঠাকুরের নাহিক বিশ্রাম ॥] *
পালিবে মস্তকে করি গুরুর আদেশ ।
লংঘিলে অখণ্ড পাপ জন্মিবে বিশেষ ॥
শিষ্য স্থানে যুক্ত নহে কিছু মাগিবারে ।
দিতে যদি নারে পাপ ধরে দোহানেরে ॥
বেদে শাস্ত্রে নিষেধিছে প্রভু নিরঞ্জনে ।
কিছু না মাগিব গুরু সেবকের[২] স্থানে ॥
জ্ঞানবন্ত সেবকেত কিছু না মাগিব ।
দুঃখী জন সেবকেরে গুরুএ পালিব ॥
সেবকের নারী পুত্র রাখিব সম্বরি ।
সেবকে সেবিব গুরু অতি যত্ন করি ॥
স্ত্রীপুত্র গুরুর পালিব শিষ্যগণে ।
ভিন্ন নহে গুরু শিষ্য এ তিন ভুবনে ॥
ধন রত্ন গুরুর সেবকে ভাগ পাএ ।
সর্ব্ব ধন সেবকের গুরুরে যোগাএ ॥

১। সম্বরি রাখিলে বায়ু হইব অমর— পাঠান্তর।

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

২। 'সেবকের' স্থলে 'শিষ্যগণ'— ঐ।

স্বর্গবাসী গুরু হইলে সেবক পণ্ডিত।
গুরুর কামিনী তবে বরিতে উচিত ॥
সেবক মরণে গুরু জীতা যদি রহে।
যুক্ত সেবকের রামা করিতে পরিণয় ॥
কোন বস্তু না মাগিব মনুষ্যের পাশে।
নরেত মাগিলে নরে মহত্ব বিনাশে ॥
না বুঝে একের মর্ম্ম সংসারের নরে।
সর্ব্বজন মর্ম্ম জানে এক[1] করতারে ॥
দিতে নিতে নরকুলে নহে শক্তিধর।
কদাচিত নরকুলে না মাগিব বর[2] ॥
দিতে নিতে সব পারে এক নিরঞ্জনে।
না মাগিলে সর্ব্ব মনোরথ প্রভু জানে ॥
নর পরে নরে কিছু মাগিলে হারাম।
যুক্ত নহে নরেত মাগিতে মনস্কাম[3] ॥
[প্রভু কি না জানে বাঞ্ছা মাগিলে কি শুনে।
কদাচিত মনবাঞ্ছা না মাগ প্রভু স্থানে ॥
বুঝ ধীরগণ প্রভুস্থানে না মাগিবা।
দুঃখ সুখ জখ হএ সহিয়া থাকিবা ॥] *

১। 'এক' স্থলে 'জগ'— পাঠান্তর।

২। দিতে নরকুলে সব শক্তি নহি ধরে।
কদাচিত না মাগিব যোগী সব নরে ॥— ঐ

৩। নর পরে নর কেনে মাগে মনস্কাম।
নরেত মাগিলে দিতে না পারে সিদ্ধি কাম ॥— ঐ

সপ্ত দিন উপবাস হইল পয়গাম্বর।
তবে কোন ছলে রুজি পাঠাএ ঈশ্বর[১] ॥
অনাহার সপ্ত দিন রছুল থাকিত।
তথাপিহ কায়মনে আল্লাকে সেবিত[২] ॥
[প্রভুর পরম সেবা মনেত রাখিত।
দিবানিশি অভিপ্রায় আল্লাকে সেবিত ॥] *
আলিম ফকির শুদ্ধ জগতে জে হএ।
সে সবে রছুলী হাল কবুল করএ ॥
রছুলি নিয়মে প্রভু সে সব পালএ।
সপ্ত দিন অনাহারে রাখে বিধাতাএ ॥
সর্ব্ব রুজি তবে সে পাঠাএ করতার।
মোহাম্মদী হালের নিয়ম এই সার[৩] ॥
ফকিরের শুদ্ধ পন্থ রছুলের হাল।
জেই সহে রছুলি দুঃখ সেই যোগপাল ॥
রছুলি নিয়ম ইচ্ছা জে সবে না করে।
যোগপন্থ কদাচিত চলিতে না পারে[৪] ॥

১। সর্ব্ব জানি পাঠাএ রুজি প্রভু দিনান্তের— পাঠান্তর।
২। তবে সে প্রভুর স্থানে বাঞ্ছা না মাগিত— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৩। সর্ব্ব রুজি তা সবেরে পাঠাএ করতারে।
মোহাম্মদী নিয়ম হাল রাখিল সংসারে ॥— ঐ
৪। রছুলী নিয়মে যোগ জেই সবে করে।
যোগপন্থ শুদ্ধ হএ কহে করতারে ॥— ঐ

জে সবে করিল ইচ্ছা মোহাম্মদী হাল।
সেই পন্থ উত্তম সকল হন্তে ভাল[১]।
জন্মিল সংসার মধ্যে জথেক রছুল।
সকলে ফকিরি হাল করিল কবুল[২] ॥
ইচ্ছিয়া ফকিরি হাল সব পয়গাম্বর[৩]।
মহা মহাবৃক্ষ ভাঙ্গে সুমেরুশিখর[৪] ॥
সমীর নিয়ম স্থির যদি করে গতি।
জগতের লোকে করে কুশলে বসতি ॥
চঞ্চল পবন হন্তে স্থির নহে মন।
চিত্ত স্থির বিনু বাঞ্ছা নহে কদাচন ॥
তপস্বী সকলে নিদ্রা গমন রমণ।
বিস্তর ভোজন না করিব কদাচন ॥
গুরু হন্তে জেখনে পরম তত্ত্ব পাএ[৫]।
সেবক গুরুর সঙ্গে রহিব সদাএ ॥
সতত গুরুর সঙ্গে রহে জথ জনে।
জেহেন সেবক রহিল করতার সনে[৬]।

১। সেই পন্থ উত্তম সব হন্তে ভাল কার্য্য।
জন্ম হই সংসারেত নিয়মে করে রাজ্য ॥— পাঠান্তর।
২। সকলে ফকিরী কর্ম্মে আছিল মকবুল— ঐ
৩। গোপনেতে যোগপন্থে জথ পয়গাম্বর— ঐ
৪। 'শিখর' স্থলে 'পাথর'— ঐ
৫। গুরু হন্তে সেবক যদি পরম তত্ত্ব পাএ— ঐ
৬। সতত গুরুর সঙ্গে রহিবে যতনে।
যেহেন আছিল নবী করতার সনে ॥— ঐ

গুরুর সঙ্গে যাহার বসতি নিরন্তর।
সবার উত্তম যোগী মহিমা বিস্তর॥
যার লাগি সর্ব্ব তেজি যোগী হইয়া জাএ।
সেই নিধি রাঙ্গা পদ দেখিব সদাএ॥
মহিমার সরোবর নিকটে পাইব।
জেখানে জে তৃষ্ণা হএ সে রত্ন খাইব॥
মহাভাগ্যবল যার উত্তম জনম।
সেবিয়া গুরুর পদে থাকে অবিশ্রাম॥
অতি মহাভাগ্যবল কামিনীর কোলে।
তাতে কোটী ভাগ্যফলে গুরুর এক বোলে॥
গুরুর সমীপে যার নিবাস সততে।
তাথুধিক ভাগ্যবন্ত নাহিক জগতে[1]॥
পুরাণেত আগমে কহিছে করতার[2]।
ভাল মন্দ জ্ঞান ধ্যান গুরুমূলে সার॥
গুরুপদে পূজাযুক্ত মন্ত্র গুরুনাম।
ধ্যানযুক্ত সার গুরু মূলে অবিশ্রাম॥
পূজা জ্ঞান ধ্যান যদি কোটী কোটী করে॥
গুরুকৃপা বিনু সিদ্ধিফল নহি ধরে[3]॥

১। গুরুর নিকটে যার নিয়ত বসতি।
তাতুধিক নাই আর জগতে পিরীতি।— পাঠান্তর।
২। পুরাণ কোরাণ আগমে কহিছে করতার— ঐ
৩। পূজা জ্ঞান কোটি বার যদি সে করএ।
গুরুকৃপাদৃষ্টি বিনু ফল না ধরএ।— ঐ

মুক্তিপদ পাএ মাত্র গুরুকৃপা হোতে।
দোয়া যদি করে গুরু সুখ সর্ব্বমতে[১] ॥ ৮৪৫
গুরু বিনু সিদ্ধিপন্থ নাহি ত্রিভুবনে।
সিদ্ধিপন্থ গুরু বিনু না দেয় নিরঞ্জনে ॥
সত্য সত্য গুরুমূলে সর্ব্ব ফলাফল।
গুরুমূলে জথ কিছু ভাগ্য বলাবল ॥
গুরু যদি দাতা হএ সেবক পালিব।
সেবক হইলে ধনী গুরুকে সেবিব ॥
স্ত্রীপুত্র ধন জন সম্পত্তি সকলে।
দিবেক গুরুর যুগ চরণ-কমলে ॥
সেবকেত কোন বস্তু গুরু যদি মাগে।
সঙ্কট পড়এ মহা সেবকের আগে ॥ ৮৫০
গুরুর আদেশ ব্যর্থ নহে কদাচন।
তিল অর্দ্ধ গুরু আজ্ঞা না জাএ লংঘন ॥
কায়মনে আল্লাকে সেবিব নিরন্তর।
গুরুর কৃপাএ তবে হইব অমর[২] ॥
উত্তম ফকিরী সার রছুলি নিশান।
পয়গাম্বরি হাল যার ফকির প্রধান ॥
ধরএ ফকিরী হাল প্রভু করতার।
ফকিরের রূপে প্রভু পালএ সংসার[৩] ॥

১। দোয়া—আশীর্ব্বাদ।

২। গুরুর কৃপাএ সার অক্ষয় অমর— পাঠান্তর।

৩। ফকিরের হালে প্রভু চালাএ সংসার— ঐ

আলি পয়গাম্বর অতি ঈশ্বরের মিত।
মিত্র হালে তা হেতু ইচ্ছিল[১] পৃথিবীত॥
অতি সাধু মিত্র হাল করিল[২] কবুল।
সখার সেবক জানে সখা সমতুল॥
প্রভুর পরম তত্ত্ব ফকিরী নিয়ম।
তাতুধিক শুদ্ধ পন্থ নাহিক উত্তম॥
রাজ্য পাট তেজি কথ কথ নরপতি।
হৃদে কায় ইচ্ছিল ফকিরী হাল গতি[৩]॥
রাজ্য পাট ধন জন সকল অনিত।
মাতা পিতা ইষ্ট মিত্র কেহ নহে হিত॥
স্ত্রীপুত্রে সমস্ত সংসার নরকুল।
কেহ মিত্র নাহি এক প্রভু সমতুল॥
সংসার অসার জথ নৃপতি জানিল।
একচিত্তে দড় ভাবে ফকিরী ইচ্ছিল॥
যার হৃদে পূর্ণ জ্ঞান বৈসে শুদ্ধ সার।
প্রভু সার বিনু সব জানে শূন্যাকার॥
এক ঈশ্বরের সেবা সার দড় মুলে।
আর জথ সব মিছা কহে শাস্ত্রকুলে॥
জে কিছু উপরে শ্রদ্ধা অতি হএ চিত।
কায়মনে সে সকল বর্জ্জিব ত্বরিত॥

১। 'ইচ্ছিল' স্থলে 'পাঠাইল'— পাঠান্তর।
২। 'করিল' স্থলে 'যে করে'— ঐ
৩। হৃদে কায় ইচ্ছিলেক ফকিরী পিরীতি— ঐ

জে বস্তু উপরে মন মহাপ্রেম বাড়ে।
চিত্ত হন্তে সে সকলে তেজিব ফকিরে॥
বাড়াইব এক প্রভু ভাবের পিরীতি।
তবে পয়গাম্বরি হাল শুদ্ধ হএ গতি॥
পয়গাম্বরি হালের দুঃখের নাহি সীমা।
দুঃখের অন্তরে হএ প্রভুর মহিমা[1]॥
পয়গাম্বরী হাল সব পিরীতির দুখ।
প্রেম দুঃখ সহে জন অখণ্ডিত সুখ[2]॥
বোলএ ফকিরী হাল[3] প্রেম দুঃখপন্থ।
প্রেম দুঃখ সহে জন মহিমা অনন্ত॥
দুঃখের অন্তরে মহা সুখের সাগর।
প্রভুর বসতি সেই সিন্ধুর অন্তর॥
সে সাগরে ডুব্ব দিতে পারে জথ জনে।
হইব দর্শন পূর্ণ করতার সনে[4]॥
লাএলাহা ইল্লাল্লাহু[5] তিন লোক সার।
তিন লোকে বেয়াপিত সেই করতার॥
ত্রিভুবনে সর্ব্বেতে বিলাস প্রভুময়[6]।
এক প্রভু বিনে কর্ত্তা যুগল না হএ॥

১। দুঃখের অন্তরে প্রভু রাখিছে মহিমা— পাঠান্তর।
২। প্রেম দুঃখ সহিলে জে অতুলিত সুখ— ঐ
৩। 'বোলএ ফকিরী হাল' স্থলে 'ফকিরের হাল হএ' ঐ
৪। দর্শন হইব পূর্ণ করতার সনে— ঐ
৫। ইহার অর্থ—'এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই'।
৬। ত্রিভুবন বিলাসএ সেই প্রভুময়— ঐ

সর্ব্ব স্থানে বিলাসিত এক করতার।
উত্তম অধম দুঃখ সুখের মাঝার[১] ॥
[ভাল মন্দ শব্দ বাদ্য দুঃখ সুখ বড়।
চন্দ্র সূর্য্য রীতি মূলে নিশি দিনান্তর॥
পঞ্চ তরু ভক্ত হই প্রভু করতার।
ঋতুমূলে খেলে খেলা অনিত্য সংসার॥
আপনার নিজ রূপ ত্রিজগ সংসার।
সর্ব্ব ব্যাপিত আছে আপনে নৈরাকার॥
আপনে আপন হএ ভাল মন্দকারী।
মৃত জীতা সর্ব্ব স্থানে আপে অধিকারী॥
লা মোকাম নাম ধরে শূন্য তনু সার।
আঁধার পসর করে শরীর মাঝার॥
বুঝ সব কবি ঋষি লিলা কোন মতে।
সকল ব্যাপিত রহে যুগ রীত হস্তে॥
দুঃখ সুখ ভাল মন্দ জথেক সৃজিল।
নিজ অংশ নিজরূপ প্রচার করিল॥
দুঃখেত নৈরাশ নহে সুখে নহে খোস।
জথ জাএ জথ হএ সর্ব্বত্রে সন্তোষ॥] *
না থাকে অধম তেজি উত্তমে ঈশ্বর।
না রহে তেজিয়া দুঃখ সুখের অন্তর[২] ॥

১। 'দুঃখ সুখের মাঝার' স্থলে 'সব সংসার মাঝার'— পাঠান্তর।
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
২। না থাকে তেজিয়া দুঃখ সুখের অন্তর— ঐ

ভাল মন্দ দুঃখ সুখ কিছু নহি জানে।
এক প্রভু বিলাসিত আছে ত্রিভুবনে[১] ॥
অধমে না জানে রিপু উত্তমেরে মিত।
দুঃখেরে নাহিক ঘৃণা সুখে আনন্দিত ॥
জথ দূর জগৎ আল্লার আলাম হএ।
তিল অর্দ্ধ স্থান প্রভু হন্তে ভিন্ন নহে ॥
তরু ডাল তিলকে সমূলে করতার।
সাখা তরু মূল নেত্র এক হএ সার[২] ॥
শাস্ত্র লোকে যাকে বোলে এক করতার।
তিন লোকে ঈশ্বরের এক তনু সার ॥
ঈশ্বর জগৎ হএ জগৎ ঈশ্বর।
ত্রিভুবনে ঈশ্বরের এক কলেবর ॥
ঈশ্বরের এক কায়া এ তিন ভুবন।
সর্ব্ব শাস্ত্র কোরানে কহিছে নিরঞ্জন[৩] ॥
কলেমার অর্থ বুজি চাও ধীরগণ।
ঈশ্বরের অষ্ট অঙ্গ এ তিন ভুবন ॥
দুঃখ সুখ ভাল মন্দ নানা ভঙ্গ করি।
আপে রঙ্গ চাহে আল্লা নিশারূপ (লীলারূপ ?) ধরি ॥
আপনার মায়ামূলে আপে হই বশ।
নানা রূপ ধরি প্রভু করে নানা রস[৪] ॥

১। সর্ব্ব ভূতে ব্যাপিত আছে স্থানে স্থানে— পাঠান্তর।
২। তরু ডাল মূলে ফুল ফুলেরে করতার।
শাখা তরু মূল ফুল ফলে এক সার।— ঐ
৩। পুরাণ কোরান মধ্যে কহে নিরঞ্জন— ঐ
৪। নানারূপে ভোগ করে ধরি নানা ভেস— ঐ

ঈশ্বরের লীলা আর ঈশ্বর জেবা চিনে।
চলিতে রছুলি হালে পারে সেই জনে[১] ॥
ত্রিলোক প্রভুর তনু লীলা কোন মতে।
পণ্ডিতের শক্তি নাহি সে তত্ত্ব বুজিতে ॥
খোদার খোদাই খোদ জে সবে চিনিল[২]।
সংসার অসার দড় সে সবে[৩] জানিল ॥
জে চিনিল তিন লোক[৪] আর করতার।
সে সবে ফকিরী পন্থ পারে চলিবার ॥
ফকিরী রছুলি পন্থে জে সবে চলিব।
শত্রু সব নিজ গুরু সমান জানিব[৫] ॥
শত্রু সব জানিব আল্লার সমশ্বর।
রিপুগণ মিত্র জানে তবে সিদ্ধি বর[৬] ॥
জে সবে করিবে মন্দ তাকে জানে মিত[৭]।
তবে সে যোগের পন্থে চলিতে উচিত[৮] ॥
ভাল মন্দ শত্রু মিত্র সকল সংসারে।
শুদ্ধ যোগী জে পারে সমান করিবারে ॥

১। চলিতে রছুলী পন্থে সেই জনে জানে— পাঠান্তর।
২। প্রভুর মহিমা গুণ জে সবে চিনিল— ঐ
৩। 'দড় সে সবে' স্থলে 'সব মনেত'— ঐ
৪। 'জে চিনিল তিন লোক' স্থলে 'জে জনে চিনিল লোক'— ঐ
৫। জে সবে রছুলী পন্থে ফকিরী করিল।
শত্রু সব গুরু সমশ্বর সে জানিল— ঐ
৬। রিপুগণ মিত্র সম জানিব বরাবর— ঐ
৭। 'মিত' স্থলে 'ভাল'— ঐ
৮। 'উচিত' স্থলে 'উজ্জ্বল'— ঐ

উত্তম উলটা ভাষা না বুজে সকলে।
সিদ্ধি সব মহিমা উলটা পন্থমুলে[১] ॥
উৰ্দ্ধেরে বলিএ অধঃ অধঃ হএ উৰ্দ্ধ।
শুদ্ধ বুলি অশুদ্ধ অশুদ্ধ বুলি শুদ্ধ ॥
দুঃখ বুলি সুখেরে সুখ বুলি দুঃখ।
সম্মুখে বিমুখ হএ পিষ্ঠেতে[২] সম্মুখ ॥
নর হএ ঈশ্বর ঈশ্বর হএ নর।
মোহান্ধদ মনুষ্য মনুষ্য পয়গাম্বর ॥
বহ্নিরে পবন বলি সমীরে অনল।
ক্ষীর হএ মেদিনী মেদিনী হএ জল ॥
নীর হএ কৃশানু আনল হএ পানি।
জোয়ার বুলিএ ভাটী ভাটী সে উজানী ॥
সাগর পৰ্ব্বত হএ অরণ্য সাগর।
সূৰ্য্য বুলি চন্দ্রিমা চন্দ্রিমা দিবাকর ॥
হেমন্ত বসন্ত বুলি বসন্ত হেমন্ত।
মরারে অমরা বলি অমরা মরন্ত ॥
নরকে বুলিএ স্বর্গ স্বর্গেরে নরক।
বাপরে বুলিএ মাতা জননী জনক ॥
[ভাবিনী ভাবক বলি ভাবক ভাবিনী।
নারীরে নর বলি নর হএ কামিনী ॥] *

১। 'পন্থমুলে' স্থলে 'পন্থে চলে'— পাঠান্তর।
২। 'পিষ্ঠেতে' স্থলে 'বিমুখ'— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

জ্ঞান ফকির হএ বৈরাগী অজ্ঞান ।
সঙ্কট সুসম বুলি সুসম নিদান ॥
উত্তম অধম হএ অধম উত্তম ।
রজনী দিবস বুলি অহ নিশি সম ॥
সুগন্ধ দুর্গন্ধ হএ দুর্গন্ধ সুগন্ধ ।
আনন্দ বিরস হএ বিরস আনন্দ ॥
পুরুষ কামিনী বলি নারী বোলি নর ।
দূরেরে সমীপ বুলি নিকটে অন্তর[১] ॥
প্রভুর পরম তত্ত্ব উলটা সন্ধান ।
এইরূপে অনন্ত পলটা পরিমাণ[২] ॥
এ সকল পদ অর্থ জানে জে সকলে ।
সে সবে চলিতে যুক্ত পয়গাম্বরি হালে ॥
জে সবে ফকিরী হালে দড় বান্ধে মন ।
প্রভুর উত্তম সখা সে সকল জন ॥
জে সবে রছুলী পন্থে হইল সাধক ।
সে সকল সার শুদ্ধ প্রভুকে সেবক ॥
পয়গাম্বরি যদি হইতো রছুলে সে শেষ ।
রছুল হইত সার সকল দর্ব্বেশ[৩] ॥
মোহাম্মদ পরে আর রছুল না হইল ।
তা হেতু প্রভুর[৪] সখা তপস্বী জন্মিল ॥

১। দূরেরে নিকট বুলি সমীপ অন্তর— পাঠান্তর।
২। এইরূপ অন্ত হএ পলটা পরিমাণ— ঐ
৩। যদি পয়গাম্বর হইত রছুলে সে শেষ ।
রছুল হইত সার এ সব দরবেশ॥— ঐ
৪। 'তা হেতু প্রভুর' স্থলে 'তাহান প্রভাবে'— ঐ

যোগীর মহিমা গুণ অনন্ত অপার।
আল্লার প্রাণের সখা কি বুলিমু আর[১] ॥
আল্লার পরম বন্ধু সে সকল নর।
ফকিরের গতি আগে স্বর্গের ভিতর॥
সকলের আগে যোগী স্বর্গেত গমন।
বসিব প্রভুর খাটে সঙ্গে নিরঞ্জন॥
অষ্টম স্বর্গের পরে জেই স্বর্গ হএ।
সেই স্থানে জথ যোগী নবীর আলয়॥
আসন বসতি যার প্রভুর সঙ্গতি।
তা সব মহিমা অতি সুখ মহামতি॥
ফকিরী হালেতে শুদ্ধ যাহার সাহস[২]।
আদি অন্ত প্রভু সঙ্গে তাহার[৩] নিবাস॥
ভাব বিনু প্রেম নাহি প্রেম বিনু দুঃখ।
বিনি দুঃখে কদাচিত নাহি সিদ্ধিসুখ[৪] ॥
পুষ্প বিনু কথাতে আমোদ হএ রস।
মধু বিনু ভ্রমরের না পূরে মানস॥
দুঃখ হএ করতার সুখ মোহাম্মদ।
দুঃখ বুলি নবী সুখ হএ ত্রিজগৎ॥
দুঃখ হএ গুরু সুখ বুলিএ সেবক।
মাতৃ হএ দুঃখ সুখ বুলিএ জনক[৫]॥

১। আল্লার পরম সখা গোপন মাঝার— পাঠান্তর।
২। ফকিরী হালেতে যার শুদ্ধ করে শ্বাস— ঐ
৩। 'তাহার' স্থলে 'করেন্ত'— ঐ
৪। বিনা দুঃখে সিদ্ধি কর্ম্ম না পাইবে যোগ— ঐ

উৰ্দ্ধেত বুলিএ দুঃখ অধে হএ সুখ ।
দুঃখেত সমুখ হএ সুখেতো বিমুখ ॥
শ্রেষ্ঠ হএ দুঃখ সুখ বুলিএ কনিষ্ঠ ।
সুখেত উদ্ভব তিক্ত দুঃখে জন্মে মিষ্ট ॥
দুঃখ বিনু সুখ জন্ম নহে কদাচন ।
দুঃখেত মহিমা লীলা করে নিরঞ্জন[১] ॥
রাত্রি বিনু কোথাতে দিনের গর্ব্ব বল ।
অন্ধকার বিনু কথা[২] হইছে উজ্জ্বল ॥
ভাটা না হইলে হইছে কথাতে জোয়ার ।
অধম না হইলে কোথা উত্তম প্রচার ॥
মন্দ না হইলে ভাল কেমতে বুঝাএ[৩] ।
পাপ বিনু পুণ্য সব কেমতে চিনএ[৪] ॥
[মরা বিনু কথাতে জীতার উৎপত্তি ।
মরণ না হইত জীতা কথাএ বসতি ॥
মরা জীতা না হইত না চিনিত নরে ।
কদাচিত প্রভু সেবা না করিত সবে ॥
একাএকি পিরীতি না হএ কদাচন ।
না হইত প্রভুর মহিমা ত্রিভুবন ॥] *

১। 'করে নিরঞ্জন' স্থলে 'করিছে আপন'— পাঠান্তর ।
২। কথা—কোথা ।
৩। 'বুঝাএ' স্থলে 'বুঝিব'— ঐ
৪। পাপ না হইলে পুণ্য কেমনে চিনিব— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।

দাস বিনু কথা আছে ঈশ্বরমহিমা।
মার্ত্তণ্ড কারণে সবে চিনিল[১] চন্দ্রিমা॥
তিক্ত বিনু মিষ্টের প্রতিষ্ঠা কথা হএ।
সেবক বিহীনে গুরু কথাতে উদয়॥
ঘৃত সব জন্ম হএ দুগ্ধের মথনে।
দুঃখ বিনু সুখ জন্ম নাহি ত্রিভুবনে॥
দুঃখ মহাবৃক্ষ করি সৃজিল ঈশ্বরে।
আনন্দ-মহিমাফল দুঃখ গাছে ধরে[২]॥
প্রভুর নিয়ম দুঃখ মহিমার লাগি[৩]।
প্রেম দুঃখ সহে জন মহা সুখভাগী॥
দুঃখের অন্তরে সুখ বিধি রাখিআছে।
আগে দুঃখ সহিলে অনন্ত সুখ পাছে[৪]॥
কায়মনে মহাদুঃখ সহে জথ জন।
প্রভুর নিয়ম সুখ না জাএ খণ্ডন[৫]॥
অল্প দুঃখে জে সকলে পাএ রত্নবর।
যতনে না রাখে রত্ন করে অনাদর[৬]॥

১। 'সবে চিনিল' স্থলে 'চিনি নিশির'— পাঠান্তর।
২। 'দুঃখ গাছে ধরে' স্থলে 'দুঃখের অন্তরে'— ঐ
৩। প্রভু দুঃখ সৃজিলেন্ত মহিমার লাগি— ঐ
৪। আগে দুঃখ সহে জন অন্তে সুখ আছে— ঐ
৫। 'না জাএ খণ্ডন' স্থলে 'দিবে নিরঞ্জন'— ঐ
৬। সুখেত পাই রত্ন না বাঞ্ছিত মন।
বিনা দুঃখে পাইলে ধন না করে যতন॥— ঐ

মহাদুঃখে জেই বস্তু পাএ কোন জনে।
সকলে সে বস্তু রাখে অতুল যতনে[১] ॥
[মহা দুঃখে পাএ রত্ন জে সকল জন।
সমাদরে পূর্ণ ভক্ত করএ যতন ॥
প্রথম প্রেম দুঃখ প্রভু সে করিল।
গোপনের সেই রত্ন গোপতে রাখিল ॥
সেই বস্তু গোপন করিছে করতার।
প্রেমসাগরে ডুম্ব দিল করিতে প্রচার ॥] *
তা হেতু ভাবিয়া অতি জগত ঈশ্বর।
লুকাই রাখিল নিধি দুঃখের অন্তর[২] ॥
দুঃখের অন্তরে নিধি যদি সে রহিল।
তেকারণে দুঃখের মহিমা বড় হইল[৩] ॥
দুঃখ বিনু সুখ নাহি জগত ভিতর।
বিনি দুঃখে না হএ ফকিরী পয়গাম্বর[৪] ॥

১। বহু দুঃখে পাইলে ধন রাখএ সম্বরি।
অল্প দুঃখে পাইলে ধন নষ্ট গড়াগড়ি ॥— পাঠান্তর।

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

২। লুকাই রাখিল নিধি দুঃখের সাগরে।
তা হেতু ভাবক নাম জগতে প্রচারে ॥— ঐ

৩। আপনি করতাএ দুঃখ বড় কৈল।
দুঃখের অন্তরে সুখ প্রবেশ করিল ॥— ঐ

৪। প্রেম দুঃখ বিনু কেহ না পাঅন্ত বর।
বিনা দুঃখে কদাচিত নহে পীর পয়গাম্বর ॥— ঐ

জগতে হইছে জথ যোগীকুল নবী।
ডুবি দুঃখসাগরেত পাইল পদবী[১] ॥
[নরকুলে জন্ম জথ যোগী নবী সব।
ডুব দিআ প্রেমসাগরে পাইলা পার ভব ॥] *
দুঃখ বিনু না পূরে জগত বাঞ্ছাকুল।
ঈশ্বরে করিছে দুঃখ বাঞ্ছাকুলে মুল[২] ॥
মূল বিনু তরুকুলে না ধরে জীবন।
বিনা মূলে বাণিজ্য না চলে কদাচন ॥
[প্রেম বাঞ্ছামুল বিনু সুখের নাহি আশ।
প্রভুর পরম পদে হইবে নৈরাশ ॥] †
দুঃখের অন্তরে[৩] যার নিয়ত বসতি।
যুক্ত পয়গাম্বরি হাল সে সবের গতি[৪] ॥
সহিলে চল্লিশ অব্দ মহা দুঃখভার[৫]।
তবে পয়গাম্বর ঋষি শুদ্ধ হএ সার ॥
চল্লিশ বৎসর আয়ু সপূর্ণ হইলে।
জ্ঞান বুদ্ধি বাঞ্ছা সিদ্ধি সর্ব্ব শাস্ত্রে বোলে[৬] ॥

১। ত্রিজগতে জথ হইল নরকুলে যোগী।
প্রভুপ্রেম করি সবে পাইল পদবী ॥— পাঠান্তর।
২। দুঃখ বিনু পূরাইতে নারে বাঞ্ছাকুল।
ঈশ্বরে করিল দুঃখ প্রেম বাঞ্ছা মূল ॥— ঐ
*, † বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৩। 'অন্তরে' স্থলে 'সাগরে'— ঐ
৪। প্রভু প্রেমে প্রেম করি যুগল সে অতি— ঐ
৫। 'মহাদুঃখ' স্থলে 'প্রেমদুঃখ'— ঐ
৬। মোহাম্মদ নিয়মরূপ সর্ব্বমূল মিলে— ঐ

নানা দুঃখ সয় যদি চল্লিশ বৎসর।
প্রভুর নিয়ম বাঞ্ছা পাএ সিদ্ধিবর॥
কঠিন ফকিরী পন্থ মহা অন্ধকার[১]।
চলিতে সে পন্থে[২] শক্তি নাহিক সভার॥
অতুল কঠিন পন্থ যোগীর জগতে।
সামান্যের শক্তি নাহি সে গর্ব্ব করিতে[৩]॥
মহাকাল সর্প সিংহ ফকিরের পন্থে।
যম সঙ্গে দেখা সব পাএ বিদ্যাবন্তে[৪]॥
অতুল পণ্ডিত হইলে পশুর চরিত।
সে সব ফকিরী পন্থে চলিতে উচিত॥
জ্ঞানবন্ত হএ যদি মূর্খের লক্ষণ।
সে পারে যোগের পন্থে করিতে গমন॥
জীয়তে যমের কোলে জে করে নিবাস।
সার যুক্ত যোগপন্থে চলিতে সাহস॥
মরণের অর্দ্ধ পন্থে কলঙ্ক জগতে।
জে পারে কলঙ্ক দেশে নৃপতি হইতে[৫]॥
ধরিলে কলঙ্কছত্র মস্তক উপরে।
যোগপন্থে সে সকল যোগ্য চলিবারে[৬]॥

১। 'অন্ধকার' স্থলে 'দুঃখভার'— পাঠান্তর।
২। 'চলিতে সে পন্থে' স্থলে 'সে পন্থে চলিতে'— ঐ
৩। 'সে গর্ব্ব করিতে' স্থলে 'সে পন্থে চলিতে'— ঐ
৪। যম সঙ্গে মেলা খেলা পাএ বিদ্যাবন্ত— ঐ
৫। যে পারে দেশে নৃপ কলঙ্ক রাখিতে— ঐ
৬। যোগপন্থে যোগ্য হএ সে সকল নরে— ঐ

ইচ্ছিলে কলঙ্কডালি দড় কায়মনে।
গমন ফকিরী পন্থে উচিত সে জনে॥
জে সবে পালিতে পারে রছুলী নিয়ম।
যোগ্য তার করিবারে যোগের বিক্রম[১]॥
প্রভুর গোপত তত্ত্ব ফকিরী রতন[২]।
জে সবে গোপতে রাখে ফকির সুজন॥
ফকিরী গোপত রত্ন জে করে প্রচার[৩]।
সে সব ফকির নহে ত্রিলোক মাজার[৪]॥
আল্লার পরম রত্ন জে রাখে গোপতে।
তা সব মহিমা অতি বাড়ে ত্রিজগতে॥
অমুল্য গোপতে রত্ন যুক্ত সে রাখিতে[৫]।
না ধরে বটেক মূল্য করিলে বেকতে[৬]॥
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু পণ্ডিত তপস্বী।
রচিলুম আগম ভাষা সে পদ পরশি॥
কায়মনে গুরুপদে ভজন্ স্মরণ।
হীন আলি রাজা ভণে[৭] আগম কথন॥

১। 'বিক্রম' স্থলে 'আশ্রম'— পাঠান্তর।
২। প্রভুর গোপন তত্ত্ব গোপন রতন— ঐ
৩। 'প্রচার' স্থলে 'প্রকাশ'— ঐ
৪। 'ত্রিলোক মাজার' স্থলে 'মূল হএ নাশ'— ঐ
৫। অমূল্য রতন যুক্ত রাখিতে গোপতে— ঐ
৬। 'করিলে বেকতে' স্থলে 'যে করে বেকতে'— ঐ
৭। 'হীন আলিরাজা ভণে' স্থলে 'হীন কানু ফকির কহে'— ঐ

রাগ হিল্লোল—খর্ব্ব ছন্দ ।

নবী বোলে শুন আলী পরম কথন ।
জেরূপ করিলে যোগী নহে কদাচন ॥
মোর পাছে কথ কথ আলিম পণ্ডিতে ।
শাস্ত্র পড়ি অপকর্ম্ম করিব জগতে ॥
বহু শাস্ত্র পড়িয়া করিব অপকর্ম্ম ।
অতুল পণ্ডিত হই করিব অধর্ম্ম ॥
বহুল ফকির সবে কুকর্ম্ম করিব ।
নানান ভঙ্গিমা করি লোক ভাড়াইব[1] ॥
বিবিধ প্রকার মিছা করিব ভঙ্গিমা ।
ফকিরী বন্দিব[2] ধন করিয়া মহিমা ॥
নানান মহিমা করে জে সকল যোগী ।
না হএ ফকির শুদ্ধ হএ পাপভোগী[3] ॥
জে সবে আসন করি শূন্যে উড়ি জাএ ।
নরেরে দেখাই যদি ঈশ্বর ধেয়াএ ॥
অন্ন জল না ভক্ষিয়া থাকে কথ জন ।
কেহ কেহ মৎস্য মাংস না করে ভক্ষণ ॥
লোকের সম্মুখে কেহ কিছু না ভক্ষএ ।
গোপতে নানান বস্তু ভোজন করএ ॥

---

১ । 'ভাড়াইব' স্থলে 'ভুলাইব'— পাঠান্তর ।
২ । 'বন্দিব' স্থলে 'বান্ধব'— ঐ
৩ । না হইব ফকিরী তার হৈব পাপভোগী— ঐ

ফল মূল দুগ্ধ কেহ করেন্ত ভক্ষণ।
এ সকল শুদ্ধ যোগী নহে কদাচন॥
আসন করিয়া যদি জলমধ্যে ভাসে।
লোকেরে দেখাই বিষ জে সবে গরাসে॥
শত ব্যাঘ্র আনে যদি একহি হাঙ্কারে[১]।
সর্প লই খেলে যদি ব্যাঘ্রপিষ্ঠে চড়ে॥
অগ্নিকুণ্ডে বৈসে কিবা মুখে অগ্নি জ্বলে।
কোটী কোটী দেও পরী যচি সঙ্গে চলে॥
তীর অসি গুলি[২] যদি অঙ্গে না পরশে।
পৈর্জ্জা (?)কুল[৩] নৃপ যদি তার চলে বশে॥
চন্দ্র সূর্য্য আনে যদি হস্তের উপরে।
জগতের সর্ব্বলোকে যদি পূজা করে॥
যদি সে হাটিয়া জাএ সমুদ্র উপরে।
সাগরের স্রোতধারা যদি বন্দী করে॥
বৃষ্টি বন্দী করে কিবা সমীর অচল।
বনবাসী ভস্মধারী উনমত্ত পাগল॥
মিছা কর্ম্ম এ সব ভঙ্গিমা টোনা জ্ঞান।
এ সকল সার যোগী না হএ প্রধান॥
প্রভাতে গোছল[৪] যদি করে প্রতিনিত।
এ সকল কর্ম্ম যোগী না হএ উচিত॥

১। হাঙ্কারে—হুঙ্কারে, ডাকে।
২। 'তীর অসি গুলি' স্থলে 'শত সংখ্যা গুলি'— পাঠান্তর।
৩। 'পৈর্জ্জা কুল' স্থলে 'পৈড়াকুল (?)— ঐ
৪। 'গোছল' স্থলে 'সিনান'— ঐ

মনুষ্য সঙ্গতি কেহ না কহে উত্তর।
ছিলা[১] করি থাকে যদি গোরের ভিতর ॥
নিশি দিশি অবিরত আল্লা করে জপ।[২]
যদি কহে সকলের মনের গোপ্ত ভাব ॥
[হইব না হইব কর্ম্ম সত্য যদি বলে।
প্রভুর গোপন কথা প্রচার করিলে ॥
এ সব ভঙ্গিমা মিছা প্রভুএ কহিছে।
প্রথম মহিমা বাড়ে মূল নষ্ট পাছে ॥
নানা শাস্ত্র নবিএ কহিল দির্প (দিব্য) করি।
পূর্ণ সিদ্ধি এ সবের নাহিক ফকিরী ॥
প্রভুর নিকটে স্বর্গ করিআ শিতানে ॥
জন্মভর যদি থাকে প্রভুর ধেআনে ॥
সহস্র বৎসর যদি ব্রহ্মজ্ঞান জপে।
এ সবের পূর্ণ সিদ্ধি নাহিক ত্রিভবে ॥
স্বর্গ হৈতে চন্দ্র সূর্য্য যদি পড়ে খসি।
না হইব এই সব সিদ্ধার তপস্বী ॥
সর্ব্ব পাঠ পড়ি যদি করে কণ্ঠগত।
ধর্ম্মশাস্ত্র কেহ যদি পড়ে অবিরত ॥
শত অব্দ কেহ যদি পড়এ কোরান।
সে সব না হৈব শুদ্ধ ফকির প্রধান ॥
শাস্ত্রমধ্যে নাহি যোগ মুখে পড়িবার।
প্রচার জথেক শাস্ত্র সংসারী আকার ॥

১। ছিলা—সমাধি।

২। নিশি দিশি আল্লা বুলি যদি করে জপ— পাঠান্তর।

কোরান পুরাণ মধ্যে প্রচারি কথন।
সংসারে জথেক হএ প্রচার লক্ষণ॥
সতত গোপন তত্ত্ব সিদ্ধি যোগপন্থ।
কোরান পুরাণ মধ্যে নাই যোগ অন্ত॥
প্রচার উচিত নহে ফকিরী বরণ।
ঈশ্বরের আজ্ঞা যোগ সতত গোপন॥
উলটা সংসারী হন্তে ফকিরের হাল।
সংসারীর রূপে নহে শুদ্ধ যোগপাল॥
যুক্ত নহে শুদ্ধ যোগী ভঙ্গিমা করিতে।
মৃত প্রায় সার যোগী নিয়মে রহিতে॥ ১০১৫
যে করে ভঙ্গিমা তার যোগ মূলে নাশ।
মাটীরূপে রহে যোগী না করি প্রকাশ॥
যোগী লয় মস্তকে ধরিআ জটা কেশ।
কদাচিত যোগী না হঐ ধরি নানা বেশ॥
নানা ভেশ করি শুদ্ধ সার যোগী নহে।
রছুলী হাল বিনা ফকির শুদ্ধ নহে॥]*
পয়গাম্বরী হালে যার অতি দড় মন[১]।
সে সব ফকির শুদ্ধ মহা মুনি জন॥
সতত নবীর কায়া থাকিত গোপন।
না তেজিত অঙ্গ হন্তে বস্ত্র আচ্ছাদন॥ ১০২০

---

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। পয়গাম্বরী হাল যার দড় বান্ধে মন— পাঠান্তর।

যোগী সব রছুলি নিয়ম পালিব ।
বস্ত্র হস্তে নিজ দেহ গোপনে রাখিব[1] ॥
রছুলের আজ্ঞা তনু বিনু প্রকাশিত ।
বসন ভূষণ অঙ্গে রাখিতে উচিত ॥
[না চলিব সংসারের চলাচল যোগী ।
সে সকল না হইব সিদ্ধা তপস্বী ॥]*
না চলিব সংসারীর প্রায় যোগিগণ[2] ।
উলটা সংসারী হস্তে ফকিরী লক্ষণ ॥
প্রভুর নিয়ম পন্থ[3] প্রচণ্ড উজ্জ্বল ।
এক পন্থ যুগল আর সংসারী সকল[4] ॥
যুগ (যোগ ?)পন্থ বুলি এক প্রভু করতার ।
প্রভুর সৃজন জথ বুলিএ সংসার[5] ॥
আনল সংসার বুলি বারি হএ মণি ।
সংসার বুলিএ জল যোগ সে মেদিনী[6] ॥

১। শুদ্ধ যোগী জেবা হএ নিয়মে রাখিবা ।
রছুলে যেমত ভাব সে মত ভাবিবা ॥— পাঠান্তর ।

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

২। না চলিব সংসার প্রায় জথ যোগিগণ ।— ঐ

৩। 'নিয়ম পন্থ' স্থলে 'গোপন তত্ত্ব'— ঐ

৪। সেই পন্থ যোগী কর্ম্ম সংসারী সকল— ঐ

৫। আর জথ কর্ম্ম কার্য্য সংসারী আচার— ঐ

৬। আনল সংসার বুলি বারি সে মেদিনী ।
অসার সংসার কর্ম্ম যোগ শুদ্ধ জ্ঞানী ॥— ঐ

যোগপন্থ স্বর্গ হএ সংসার নরক।
তেকারণে যোগী হৈল যোগের সাধক॥
সংসারীর কর্ম্ম জথ দুর্গতির তাপ।
স্বর্গের আনন্দ হএ যার জেই ভাব[1]॥
সংসার বুলিএ মিথ্যা সত্য বুলি যোগ।
যোগ হএ কুশল সংসার বুলি রোগ॥
অসার বুলিএ সব সংসারী আচার।
সার দড় হএ[2] সর্ব্ব যোগ ব্যবহার॥
বসন্ত বলিএ যোগ সংসার হেমন্ত।
বসন্ত অমর হএ হেমন্ত মরেন্ত॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সাক্ষী দিছে প্রভু করতার।
অমর বুলিএ যোগ মরিব সংসার॥
বসন্তে জীয়াএ মারে হেমন্তের ঋতে।
তন মন শুদ্ধ নহে বিনি যোগ হন্তে[3]॥
সংসার হইব ধ্বংশ যোগ হইব স্থির।
বিনি যোগে না রহিব কাহার শরীর॥
যোগ বলি অমৃত[4] সংসার বলি কাল।
যোগেত সানন্দ অতি জগত জঞ্জাল॥

১। স্বর্গের আনন্দ সুখ যার যোগ ভাব— পাঠান্তর।
২। 'সার দড় হএ সর্ব্ব' স্থলে 'সার দড় ভাব হএ'— ঐ
৩। তন মন শুদ্ধ হএ যোগপন্থ হন্তে— ঐ
৪। 'অমৃত' স্থলে 'অমর'— ঐ

জগত বুলিএ পাপ যোগ কর্ম্ম পুণ্য।
যোগ মহাফল বুলি সংসারী পন্থ শূন্য[১] ॥
যোগ বলি রতন সংসারী সীসার মত।
মিত্র বোলি যোগ রিপু বুলিএ জগত ॥
যোগীর সকল মিত্র এ তিন ভুবন।
সংসারীর মিত্র সর্ব্ব নহে কদাচন ॥
আপনে নির্ম্মল হৈলে জগ হএ ভাল।
আপনে মন্দ হইলে জগ হএ কাল ॥
আপনে জেমন হএ জগত তেমন।
ভাল মন্দ পাপ ধর্ম্ম[২] সকল আপন ॥
নানা শাস্ত্রে কহিআছে প্রভু নিরঞ্জন[৩]।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ না জাএ খণ্ডন ॥
[সংসারে স্বজন জথ যার জেই ভাব।
সেই মত মিশি জাব পাব সেই লাভ ॥] *
নানা শাস্ত্র পড়ি সব আল্লাকে চিনিতে।
না বুজে মহিমা তান বিনু শাস্ত্র হন্তে ॥
আল্লার মহিমা গুণ অনন্ত অপার।
শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিতে মহিমা বুজিবার[৪] ॥

১। জগ হএ পাপ কর্ম্ম যোগ কর্ম্ম ধর্ম্ম।
জগতে করিলে যোগ পাএ স্নেহ পুণ্য ॥— পাঠান্তর।

২। 'পাপ ধর্ম্ম' স্থলে 'পাপ পুণ্য'— ঐ

৩। কোরানেত কহিআছে আপে নিরঞ্জন— ঐ

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

৪। ভাল মন্দ স্থুর করে আপে অধিকার— ঐ

শাস্ত্র হন্তে পণ্ডিতে আল্লার চিন্ পাএ।
সেবকে ঈশ্বর চিনি সেবিতে জুআএ ॥
না জানি সেবকে সেবা করিব কাহার।
ঈশ্বর চিনিয়া যুক্ত সেবা কবিবার[১] ॥
[তনে মনে জড়িআছে আপে করতার।
সিদ্ধাগণে সাধি যোগ পাএ সিদ্ধি সার ॥] *
পণ্ডিতে আল্লাকে দড় চিনে ফলাফল।
সেবার সেবক কবি প্রধান সকল[২] ॥
নর সেবা না করিয়া আল্লা সেবা করে।
সে সব আলিম শুদ্ধ কহে পয়গাম্বরে[৩] ॥
মনুষ্যের চাকরী তেজিয়া নরগণে।
ঈশ্বর সেবিতে প্রভু কহিছে কোরানে।
নরসেবা তেজি যার মনে প্রভু ভাবে।
সে সব রছুলি হাল কহিছে কিতাবে[৪] ॥
কায়মনে প্রভু সেবা করিব পণ্ডিতে।
নরের চাকরী যুক্ত না হএ করিতে ॥

১। শাস্ত্রমধ্যে পণ্ডিত কবি পাএ তত্ত্ব সার— পাঠান্তর।
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে। *
২। যোগসিদ্ধি কায় মুক্তি স্বর্গে বলাবল— ঐ
৩। 'কহে পয়গাম্বরে' স্থলে 'যোগী বুলি তারে'— ঐ
৪। নরসেবা তেজি জেবা আল্লার সেবা করে।
সে সব রছুলী পন্থ চলিবারে পারে।

নরের চাকরী যদি করে ধীরগণ।
সে সব আলিম শুদ্ধ নহে কদাচন ॥
মনুষ্যের সেবা করে জে সব পণ্ডিত।
শাস্ত্র পড়ি হইল কবি পশুর চরিত ॥
ঈশ্বরে পালিব হেন পত্য (প্রত্যয়) না করিল।
সে সবের শাস্ত্রজ্ঞান বৃথা জে হইল[1] ॥
পণ্ডিত প্রভুর মিত্র বেদে শাস্ত্রে কহে।
নরসেবা জে করে আল্লার সখা নহে ॥
জে সব পণ্ডিতে করে নরের চাকরী।
সে সবের না বুঝিএ হাল পয়গাম্বরী ॥
শাস্ত্র পড়ি যোগপন্থে ঈশ্বর সেবিতে।
সিদ্ধি মুক্তি যোগ বিনু নাহি শাস্ত্র হন্তে ॥
শাস্ত্রমধ্যে জথ ভাল মন্দের বিচার।
শাস্ত্র হন্তে না পাইবা প্রভুর দিদার ॥
যোগ বিনু পুণ্যবলে স্বর্গ যদি পাএ।
দেখা না করিব তার সঙ্গে বিধাতাএ ॥
একচিত্তে জেই সবে যোগপন্থে মন[2]।
সে সকলে পাইব প্রভুর দরশন ॥
প্রভু কৃপা করিলে নরকে সুখ ভাল।
স্বর্গেতে বিফল দেখা না দিলে দয়াল ॥

১। ঈশ্বর আছএ মনে পত্য (প্রত্যয়) না করিল।
শাস্ত্রজ্ঞান সে সবের সব বৃথা হৈল ॥— পাঠান্তর।

সুখ নাই স্বর্গে প্রভু দয়া[১] না করিলে।
নরকেত মহাসুখ প্রভুরে দেখিলে[২] ॥
কোরানেত কহিআছে জগত ঈশ্বরে।
যোগপন্থে নর নারী সব চলিবারে ॥
নর নারী সব যদি ফকিরী না করে।
পুণ্যবলে স্বর্গে গেলে না দেখিব মোরে ॥
যুক্ত যোগে নরনারী করিতে গমন।
সকলের নিজ ঘটে প্রভুর আসন ॥
যোগ জ্ঞান ধ্যান যদি করে নিজ কায়।
প্রভুর দর্শন সে পাইব সর্ব্বথাএ ॥
জে সকলে আপু[৩] কায়া চিনে দড় মনে।
তার সঙ্গে দর্শন করিবে নিরঞ্জনে ॥
জগৎ নৃপতি সব পশু ব্যবহার।
নৃপতি পণ্ডিত লীলা না বুজে আল্লার ॥
নৃপ কবি যোগপন্থে ভয় বাসে মন।
তা সবের পূর্ণ যোগ না হয় তেকারণ ॥
যোগপন্থ জেই সকলে মনে না ইচ্ছিল।
সে সবের বৃথা জন্ম সংসারেত হইল ॥
একচিত্তে ফকির সকলে যোগ করে।
নৃপ কবি একচিত্তে যোগ নাহি স্মরে ॥

১। 'দয়া' স্থলে 'দেখা'— পাঠান্তর।
২। 'প্রভুরে দেখিলে' স্থলে 'প্রভু দেখা দিলে'— ঐ

খেনে রাজ্য খেনে যোগ রাজার চরিত।
খেনে শাস্ত্র খেনে যোগ করেন্ত পণ্ডিত॥
দোন দিগে জে সকল পণ্ডিতে করয়।
সিদ্ধি নহে যোগমূলে সর্ব্বাংশ নাশয়[1] ॥
জে সব পণ্ডিত দোন দিগে করে গতি।
সিদ্ধি না হইব যোগ যার দুই মতি॥
একচিত্তে বৃক্ষ পূজে পূরে মনোরথ।
দোভাবে ঈশ্বর সেবা নাহি মুক্তিপদ[2] ॥
স্বর্গের চন্দ্রিমা যদি চায় একচিত্তে।
প্রভুর নিয়ম দড় হইব বিদিতে॥
জেই চায় সেই পায় একচিত্ত ভাবে।
দোভাবের বাঞ্ছা সিদ্ধি না পূরে ত্রিভবে॥
পণ্ডিত সকল হয় নানা শাস্ত্র পড়ি।
শাস্ত্রমূলে কদাচিত না হয় ফকিরী॥
আগে শাস্ত্র পাছে যোগ সাধিতে উচিত।
যোগ পাই শাস্ত্র সব করিব বর্জ্জিত॥
শাস্ত্রেত সংসারী ভাষা অনন্ত অপার।
যোগপন্থে এক কথা অতি ব্রহ্ম সার॥
শাস্ত্র হন্তে কবি যদি যোগপন্থ পায়[3]।
শাস্ত্রপাঠ তেজি কেনে যোগী হৈয়া জায়[4] ॥

১। সিদ্ধি নহে যোগপন্থ মূলে নষ্ট হএ— পাঠান্তর।
২। দোভাব জনকে প্রভু না দেয় মুক্তিপদ— ঐ
৩। 'পায়' স্থলে 'পাইত'— ঐ
৪। 'জায়' স্থলে 'জাইত'— ঐ

নরপতি সবে কেনে রাজ্য পাট ছাড়ি।
প্রধান তপস্বী হৈল ইচ্ছিয়া ফকিরী ॥
মহা মহা কবি জথ শাস্ত্রপাঠ তেজি।
নির্ম্মল ফকির হৈল গুরুপদ ভজি ॥
প্রধান পণ্ডিত হএ ফকিরের দাস।
কবিকুলে যোগ সাধে ফকিরের পাশ ॥
ফকির[1] সেবক নহে শুদ্ধ যোগিগণ।
যোগ পরে সার কথা নাহি কদাচন ॥
যোগীর সেবক হয় নৃপতি পণ্ডিত।
কবির সেবক যোগী নহে কদাচিত[2] ॥
কবির উপরে আছে যোগপন্থ সার।
যোগের উপরে পন্থ মূল নাহি আর[3] ॥
কবি যোগী নর কাছে মাগিলে বাঞ্ছিত।
শুদ্ধ মুনি সে সকল না হয় কদাচিত ॥
[প্রভুতে না মাগে বাঞ্ছা শুদ্ধ যোগিগণ।
মাগিলে মনের বাঞ্ছা নহে সাধু জন ॥] *
যোগশাস্ত্র বিনু যদি মাগে বস্তুজাত।
মাগিলে ফকির কবি মহত্ত্ব নিপাত ॥

১। 'ফকির' স্থলে 'কবির'— পাঠান্তর।
২। 'নহে কদাচিত' স্থলে 'নাহি পৃথিবীত'— ঐ
৩। যোগের ভজন বিনে পন্থ নাহি আর।
নরকুলে পূর্ণ হএ ফকিরী পন্থ সার ॥— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

পণ্ডিত ফকির জথ সংসার মাজারে।
কিঞ্চিৎ সঙ্কট যদি থাকে মনান্তরে[১] ॥
রেণু প্রায় হিংসা যদি থাকে দেহ পাশে।
পণ্ডিত ফকিরী ফল সমূলে বিনাশে ॥
কদাচিত সেই সকল নহে সাধু জন[২]।
ঈশ্বরে কহিছে তার পশুর লক্ষণ ॥
নানামত কহিছেন্ত আখেরি রছুলে[৩]।
সে সব পণ্ডিত যোগী নহে সার মূলে[৪] ॥
কবি নৃপ দুই যদি যোগে না দেয় মন।
যোগ বিনু দোহানের পশুর জীবন ॥
জথ রাজা জথ কবি সংসার ভুলিত।
সত্য সত্য সে সকল পশুর চরিত ॥
সে সকল হএ অতি জ্ঞানমূলে হীন।
যার সঙ্গে ভোলে সেহ নহে চিরদিন ॥
অল্প দিনে সংসারেতে জীএ সব মরে[৫]।
সংসার সঙ্গতি কেহ নিতে নহি পারে ॥

১। "কিঞ্চিৎ সঙ্কট" ইত্যাদির পরে—
মাগিতে উচিত নহে প্রভুর অন্তরে— পাঠান্তর।
২। সে সকল সাধক নহে কদাচন— ঐ
৩। নানা শাস্ত্রে কহিআছে ইত্যাদি— ঐ
৪। 'নহে সার মূলে' স্থলে 'পশু সমতুল'— ঐ
৫। অল্প দিনে সে সব সংসারে জীএ মরে— ঐ

এথ শুনি সিংহ আলী অনেক রোদিল।
আছবা[1] সকলে শুনি অনেক কান্দিল॥
কান্দিল ফাতেমা দেবী জগতজননী।
সভাখণ্ড রোদিল নবীর কথা শুনি॥
সবে বোলে আখেরী রছুল তুমি সার।
তুমি পরে[2] পয়গাম্বর না হইব আর॥
তোমা আগে জথ নবী হইছে সৃজন।
সংসার তেজিয়া সবে স্বর্গেতে গমন॥
এই ভব সংসার যদি সত্য সার হৈত।
আদি অন্তে নবী সব সংসারে রহিত॥
জে দিন রছুল সব সংসার তেজিল।
সংসার অসার দড় মনেতে জানিল॥
আমা সবে জানিল সংসার নহে সার[3]।
অল্প দিনে বল গর্ব্ব হয় ছারখার॥
সংসার অসার সার নিশ্চয় জানিল।
সকলে রছুলী হাল কবুল করিল॥
তেজিল ধনের আশা আলী ফাতেমাএ।
তেজিল ধনের আশা আছবা সবায়॥
প্রথমে ফকিরী হৈল ফাতেমার ঘরে।
মিলিল ভোজন দৈর্ব্ব (দ্রব্য) সপ্ত দিন পরে॥

১। আছবা—হজুরত মোহাম্মদের সহচর।

২। 'তুমি পরে' স্থলে 'তোমা পরে'— পাঠান্তর।

গুজরে[১] আলীর ঘরে ফাকা[২] সপ্ত দিন।
তথাপি আল্লার ভাবে কায়া প্রাণ লীন[৩] ॥
তা হেতু সকল যোগী ভাবিয়া অন্তরে।
ভুলিয়া না রহে পাপ অসার সংসারে॥
সংসারের সুখে যোগী মন না বান্ধিব।
রাজ্যসুখ গৃহবাস সকল তেজিব ॥
সংসার অসার জানি ফকিরে তেজিয়া।
সারপন্থে যোগমূলে রহিল ডুবিয়া[৪] ॥
জল বিনু মীন যেন না ধরে জীবন।
যোগ বিনু নরকুলে মরিব তেমন॥
ভক্ষ্য বস্তু জথ আছে সংসার মাঝার।
নানা বস্তু অন্ন জল তনের আহার॥
[সর্ব্ব বস্তু লাগি যোগী না হবে কাতর।
ভোগ ভাগ্যে ধরিলে মিলে বহুতর॥] *
প্রধান মনের ভোগ সার হয় তিন।
প্রথমে ঈশ্বর নাম জপে রাত্র দিন॥
মনের আহার সে আল্লার নিজ নাম।
সর্ব্বজীবে কল্পনা করে অবিশ্রাম[৫] ॥

১। গুজরে—অতিবাহিত হয়।
২। ফাকা—ফাঁকা।
৩। তথাপিহ প্রভুভাব না ছাড়ে রাত্র দিন— পাঠান্তর।
৪। যোগপন্থ মূল জানি রহিবে ডুবিয়া— ঐ
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৫। হৃদের [illegible]নে জপে ধ্বনি অবিশ্রাম— ঐ

গোপ্তরূপে হৃদান্তরে মনে কর জপ।
ব্যক্ত মনে সর্ব্ব জনে না জানে সে ভাব॥
দিবারাত্রি চল্লিশ হাজার জপনা।
সর্ব্বজীবে করে সেই মনের কল্পনা॥
সে নাম কল্পনা ভোগ মনের সদাএ।
সেই তত্ত্ব গুরু বিনু সকলে না পায়॥
দ্বিতীয়ে আহার জ্ঞান পরম পিরীত।
তৃতীয়ে আহার জ্ঞান রসময় গীত॥
ঈশ্বরের নাম প্রেম গীত মহারস।
প্রধান এ তিন ভোগে মনের জে রস[1]॥
রাজ্যবশে রাজাকুলে হয় ছত্রধার।
মন বশে ক্ষেমা যোগী তনের মাজার[2]॥
কবি যোগী মন বশ করিতে না পারে।
ঈশ্বর না চিনি মন মায়াচক্রে ফিরে[3]॥
রাজ্য রস বিনু প্রভু নহে রাজ্যকুল[4]।
মন বশ বিনু যোগী নহে বটমুল॥
মনে বান্ধি মনেরে না করে যদি বশ[5]।
যোগিকুলে কদাচিত না পুরে মানস[6]॥

১। প্রধান এ তিন হএ মনের মানস— পাঠান্তর।
২। রাজকুলে রাজাবাস হএ ছত্রধর।
মনবশে ক্ষেমে যোগী তনের আহার॥— ঐ
৩। খেনে যোগ খেনে শাস্ত্র করএ সংসারে— ঐ
৪। রাজ্য বশ বিনু রাজা নহে রাজকুল— ঐ
৫। মনে মনে বান্ধি মন যদি করে বশ— ঐ

মনে মন বান্ধিলে মনেরে ভজে মন।
মনবশে মহামুনি হয় যোগীগণ॥
মন গুরু মন শিষ্য মন করতার।
মনে মন চিনিলে সব সুবাঞ্ছা সার[১]॥
[গুরু শিষ্য সর্ব্ব শাস্ত্র সব হএ মন।
মন প্রভু সমতুল্য নাহি কদাচন॥] *
তনরাজ্যে মন কর্ত্তা মন জে করয়।
ভাল মন্দ ফলাফল বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়॥
মন বশ করিতে না পারে জথ জনে।
বাঞ্ছাকুল সিদ্ধি না পাইব তেকারণে॥
মহামুনি করিতে না পারে বশ মন[২]।
মায়াজালে বাঝি সিদ্ধা তেজে সর্ব্বজন[৩]॥
মহামায়া ধারণ করিছে[৪] করতার।
মায়াডোরমুলে বন্দী রাখিছে সংসার॥
যোগীকুলে মায়াজাল পুড়ি ভস্ম করি।
সর্ব্ব তেজি দড়মনে ইচ্ছিল ফকিরী॥

—ঃ০ঃ—

১। মনে মন বান্ধিলে সে পুরে বাঞ্ছা সার— পাঠান্তর।
* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
২। 'বশ মন' স্থলে 'মন বশ'— ঐ
৩। 'তেজে সর্ব্বজন' স্থলে 'না পুরে মানস'— ঐ
বাঝি—বদ্ধ হইয়া।
৪। 'ধারণ করিছে' স্থলে 'দারুণ করিল'— ঐ

পুস্তক দেখিয়া আমি লিখিতে লাগিলুম।
নানা দিগে মন মোর বান্ধিতে নারিলুম॥
সে গতিকে পদ যদি সমস্কার না হইবে।
পণ্ডিতের সাক্ষ্যাত হৈলে সমস্কার করিবে॥
এই পদ মোর নহে আলিরাজা ভণে।
সে পদের অর্থ ভাব সদাএ উঠে মনে॥
তাহান পদের অর্থ না পারি বুজিবার।
জ্ঞানী সবের পদে আমি মাগি পরিহার॥

—০—

ভানু শত পঞ্চদশ নেত্র আশ্বিনেতে।
মিলাইয়া মঘী সন লও তাহা হৈতে॥ ১১৪০
অহ দিগ ঘটিকার সময়ে গুনিয়া।
তাহা হৈতে সন তারিখ লইবে তুলিয়া॥
শেষ হৈল এই পুথি নামে নৈরূপের।
বহু কষ্টে লিপি করি করিলুম আখের॥
মোর নাম আমিনুল্লা জগতের হীন।
সাহা আলিরাজা পদে মোর মন লীন॥ ১১৪৩

—০—

"এই পুস্তকের প্রকৃত মালীক শ্রীমোহাম্মদ আমানুল্লা পীছরে মোহাম্মদ কাছিম আলি খলিফা সাং পিঙ্গলা স্থানে পটীয়া জিলে চট্টগ্রাম। আমার নামক পুস্তক কেহয় চুরি করিলে পাওয়া যায় ১০৲ টাকা দণ্ড দিতে হইবেক।"

—০—

দ্বিতীয় পুথিখানি নিতান্ত আধুনিক,—৪।৫ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। উহার মালীক শ্রীকয়েজর রহমান পিতার নাম ফতেআলি চৌধুরী সাং আসিয়া থানে পটীয়া।

সমাপ্ত।